শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: বাংলা | সপ্তম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

সহযোগিতামূলক

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সপ্তম শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : বাংলা

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন : বাংলা

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় বাংলা বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই বাংলা বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

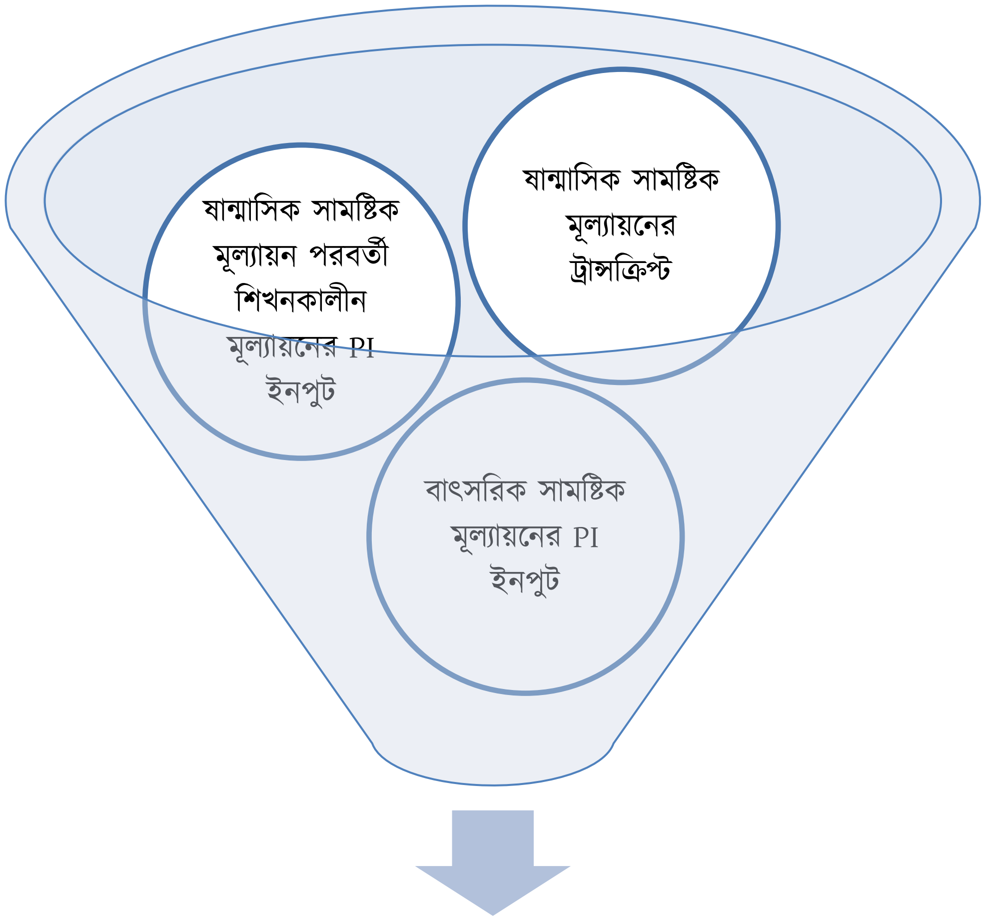

চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে বাংলা বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।

- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্যবই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

যোগ্যতা ৭.১: পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ-চাহিদা অনুযায়ী প্রসঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে যোগাযোগ করতে পারা।

যোগ্যতা ৭.২: ব্যক্তিক, সামাজিক পরিসরে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা।

যোগ্যতা ৭.৩: শব্দের গঠন ও অর্থবৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভাব ও যতি অনুযায়ী বিভিন্ন সংগঠনের বাক্য (সরল, জটিল ও যৌগিক) তৈরি করতে পারা।

যোগ্যতা ৭.৪: প্রায়োগিক, বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর কোনো লেখা পড়ে বিষয়বস্তু বুঝতে পারা এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজের মতের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারা।

যোগ্যতা ৭.৫: সাহিত্যের রূপরীতি বুঝে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা।

যোগ্যতা ৭.৬ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বর্ণনা লিখতে পারা, বিভিন্ন ছক, সারণি, ছবিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তকে বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পারা এবং লেখা বা উপস্থাপনে নিজের পর্যবেক্ষণ ও অনুভূতির প্রতিফলন করতে পারা।

যোগ্যতা ৭.৭: কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়ে নিজের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যের সমালোচনা গ্রহণ করতে পারা এবং ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করতে পারা।

কাজের সারসংক্ষেপ

প্রকল্প মূলভাবনাঃ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রকল্প: সেমিনার

বার্ষিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীরা একটি সেমিনার আয়োজন করবে। সে উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের শিক্ষক কিছু দলে বিভক্ত করে দেবেন। শিক্ষার্থীরা এককভাবে একটি রচনা তৈরি করবে। তারপর দলে সকলে মিলে আলোচনা করবে এবং নিজেদের দলের সকল সদস্যদের কাজকে বিশ্লেষণমূলক রচনার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মূল্যায়ন করবে। একে অপরের লেখা মূল্যায়ন করার পর তারা নিজেদের লেখাকে সমন্বয় করে একটি লেখায় রুপান্তর করবে এবং সেটি তৃতীয় দিন সেমিনারে সকলের সামনে উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার পর প্রতি দলের লেখাকে বাকি দলের সদস্যরা মতামত প্রদান করবে।

বিশেষ নির্দেশনা: নিয়মিত উপকরণের পাশাপাশি পোস্টার উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পোস্টারের বদলে ক্যালেন্ডার ফাঁকা পৃষ্ঠা বা অন্য বিকল্প ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষার্থীরা তাদের চারপাশের ব্যবহৃত দ্রব্য, ফেলনা জিনিস ইত্যাদি ব্যবহার করে সে বিষয়ে উৎসাহ দিন।

- ধাপসমূহ:
  - **ধাপ ১ (প্রথম কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**

কাজ-১: রচনা লেখা:

শিক্ষার্থীদের শিক্ষক কিছু দলে ভাগ করে দেবেন। তারপর নিচের তালিকা থেকে প্রতিটি দলকে যেকোনো একটি লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করতে দেবেন:

ক। নিচের ছকটি থেকে একটি বিশ্লেষণমূলক রচনা তৈরি করো:

দেশের নাম	২০১০ সাল পর্যন্ত বাঘের সংখ্যা	২০১৫ সালের জরিপে বাঘের সংখ্যা
বাংলাদেশ	৪৪০	১০৬
ভুটান	৭৫	১০৩
কম্বোডিয়া	৫০	০
ভারত	১৭০৬	২২২৬
মিয়ানমার	৮৫	৮৫
নেপাল	১২১	১৯৮
থাইল্যান্ড	২৫২	১৮৯
ভিয়েতনাম	২০	৫

খ। কোভিড -কালীন ও কোভিড পরবর্তীকালে ক স্কুলের দশম শ্রেণির কয়েকজন শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাসের কিছু উপাত্ত দেওয়া হলো। এই ছকটির থেকে একটি বিশ্লেষণমূলক রচনা তৈরি কর -

শিক্ষার্থীর নাম	২০২০ – ২০২১ সালে পঠিত বইয়ের সংখ্যা (কোভিড-কালীন)	২০২২ – ২০২৩ সালে পঠিত বইয়ের সংখ্যা (কোভিড-পরবর্তী)
মিনু চাকমা	122	96
পূরবী সরকার	75	52
অবন্তি রচনা	112	91
মাহমুদ	88	54
দিতি রানী দে	109	90
প্রবাল কুমার	94	56
নাজমিন	102	84

আজমল আহমেদ	119	92

গ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যগ্রন্থ থেকে 'মনে পড়া' কবিতাটি পড়ে কবিতায় কবির মায়ের সাথে কবির স্মৃতির সাথে তোমায় মায়ের সাথে তোমার স্মৃতি মিলিয়ে একটি বিশ্লেষনাত্বক রচনা তৈরি করো। সাথে মায়ের একটি ছবিও নিজের মত করে আঁকো (শিক্ষক এই কবিতাটি শিক্ষার্থীদের বোর্ড/ প্রেজেন্টার/ পোস্টারে লিখে দেখাবেন)

ঘ। কাজী নজরুল ইসলামের গান 'একি অপরূপ রূপে মা তোমায়'। এই কবিতাটি পড়ে নিজের এলাকার বৈশিষ্টের সাথে মিলিয়ে একটি বিশ্লেষণমূলক রচনা তৈরি করো। নিজের এলাকা গ্রাম, শহর কিংবা মফস্বল হতে পারে ।
(শিক্ষক এই কবিতাটি শিক্ষার্থীদের বোর্ড/ প্রেজেন্টার/ পোস্টারে লিখে দেখাবেন)

শিক্ষার্থীদের মাঝে এই বিষয়গুলো ভাগ করে দিয়ে শিক্ষক তাদেরকে এককভাবে একটি রচনা তৈরি করতে বলবেন। রচনা লেখা শেষে শিক্ষার্থীরা নিজেদের লেখাটি পরের দিন ক্লাসে নিয়ে উপস্থিত হবে।

*কোন শিক্ষার্থী যদি কোন বিশেষ চাহিদার কারণে সাহিত্য লিখে প্রকাশ করতে না পারে তাহলে তাকে অন্য যে কোন উপায়ে (আকা, সংগীত, ইশারা ইত্যাদি) তার অনুভূতি ও চিন্তা প্রকাশ করার সুযোগ করে দিতে হবে।
শিক্ষকের প্রস্তুতিঃ শিক্ষক পাঠ্যবই ছাড়াও সাহিত্যকর্ম আছে যেমন বই, পত্রিকার সাহিত্য পাতা ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসবেন

যে পারদর্শিতাগুলো মূল্যায়ন করা হবেঃ
৭.৩.১ লেখায় গঠন অনুসারে তিন শ্রেণির শব্দের ব্যবহার করতে পারছে
৭.৩.২ অর্থবৈচিত্র্যের ভিন্নতা অনুযায়ী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করতে পারছে
৭.৩.৩ গঠন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে
৭.৫.১ সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্য বুঝে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে
৭.৫.২ নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারছে ও বিশ্লেষণ করতে পারছে

- **ধাপ ২ (দ্বিতীয় কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**

কাজ ১: রচনা মূল্যায়ন করা:
এটি একটি দলীয় কাজ। দলে সকলে মিলে তাদের দলের অন্য সবার লেখাগুলো পড়বে ও বিশ্লেষণমূলক রচনার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাকে মূল্যায়ন করবে। সকলে নিজেদের থিম অনুযায়ী করা একক রচনা নিয়ে আলোচনা করে একটি রচনায় তাকে সমন্বয় করবে। সমন্বয় করলেও যার যার একক লেখাও শিক্ষকের নিকট জমা দিতে হবে। অর্থাৎ প্রতি দল থেকে একক লেখা এবং সমন্বিত লেখা দুইটিই মূল্যায়নের জন্য শিক্ষকের নিকট জমা দিতে হবে।

কাজ ২: দলীয় কাজে সদস্যদের মূল্যায়ন:
আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে নিম্নের ছকটি পূরণ করবে ও শিক্ষককে জমা দিবে।

মূল্যায়ন ছক ১:

দলের সদস্যদের নাম ও রোল:	দলীয় কাজে তার অংশগ্রহণ কতটা সক্রিয় ছিল?	নিজের লেখা নিয়ে কারো সমালোচনা শোনার পর তার অভিব্যক্তি কেমন ছিল?	দলীয় কাজে কারো কাজের সমালোচনা করার সময় তার মতামত প্রদান করার কায়দা কতটা ইতিবাচক ছিল?

যে পারদর্শিতাগুলো মূল্যায়ন করা হবেঃ

৭.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে

৭.৫.১ সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্য বুঝে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে

৭.৬.১ ইতিবাচকভাবে নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে

- **ধাপ ৩ (তৃতীয় কর্মদিবস : ১২০ মিনিট)**

কাজ ১: দলীয় উপস্থাপনা:

প্রতি দলের লেখা দল থেকে নির্বাচিত শিক্ষার্থী উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীকে অন্য দলের সদস্যরা তার লেখা নিয়ে প্রশ্ন করবে এবং নিজেদের মতামত দিবে। শিক্ষার্থী তাদের মতামতের প্রেক্ষিতে প্রশ্নের উত্তর করবে।

এই কাজের জন্য শিক্ষকের মূল্যায়ন ছক:

দলের নাম	শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	অন্যের কাজের ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করায় সে কতটা ইতিবাচক ছিল?	নিজের কাজের সমালোচনা গ্রহণ করায় সে কতটা ইতিবাচক ছিল?	উপস্থাপনায় বাংলা ভাষার প্রমিতরীতি ব্যবহার কতটা যথাযথ ছিল?	সেমিনারে তার অংশগ্রহণ কতটা সন্তোষজনক ছিল?

যে পারদর্শিতাগুলো মূল্যায়ন করা হবেঃ

৭.১.১ অন্যের সাথে যোগাযোগের সময় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে

৭.২.১ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিতবাংলায় কথা বলতে পারছে

৭.৬.১ ইতিবাচকভাবে নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।

এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।

- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)
বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

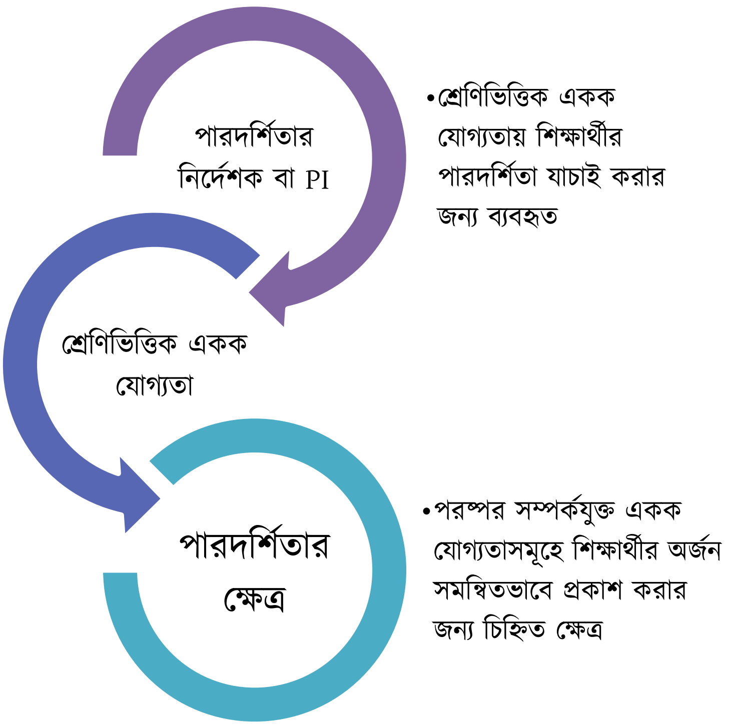

বাংলা বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। যোগাযোগ
২। ভাষারীতি
৩। প্রায়োগিক যোগাযোগ
৪। সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ
৫। মানবিক চিন্তন

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'যোগাযোগ' ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

বাংলা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। যোগাযোগ	৭.১ পরিবেশ, পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা অনুযায়ী মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারা।	৭.১.১ অন্যের সাথে যোগাযোগের সময় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে
	৭.২ ব্যক্তিক, সামাজিক পরিসরে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা।	৭.২.১ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে

বাংলা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে সপ্তমশ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

বাংলা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তমশ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। যোগাযোগ	পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত উপায়ে ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ করেছে
২। ভাষারীতি	বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পেরেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছে
৩। প্রায়োগিক যোগাযোগ	নিজস্ব পর্যবেক্ষণসহ বর্ণনামূলক ভাষায় লিখতে পেরেছে
৪। সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ	জীবন ও পরিপার্শ্বের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে
৫। মানবিক চিন্তন	নিজের মতামত সম্পর্কে অন্যের সমালোচনা ইতিবাচকভাবে নিয়েছে এবং নিজের ভুল বিশ্লেষণ করেছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতার নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পর্যায় মাত্র ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এজন্য এই অবস্থানকে একটি ৭-স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার এই স্তরগুলো নিম্নরূপ:

1. অনন্য (Upgrading)
2. অর্জনমুখী (Achieving)
3. অগ্রগামী (Advancing)
4. সক্রিয় (Activating)
5. অনুসন্ধানী (Exploring)
6. বিকাশমান (Developing)
7. প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

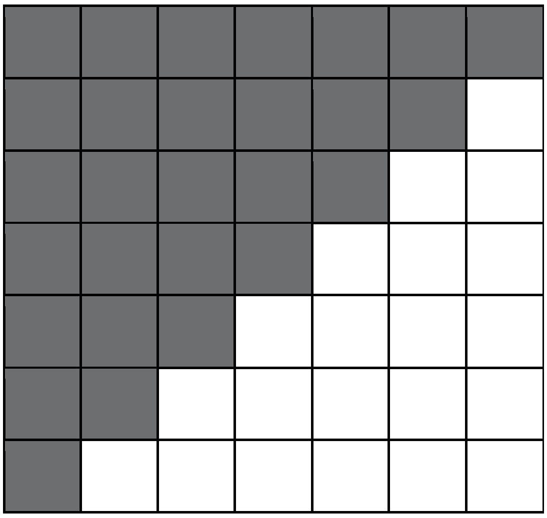

অনন্য (Upgrading)
অর্জনমুখী (Achieving)
অগ্রগামী (Advancing)
সক্রিয় (Activating)
অনুসন্ধানী (Exploring)
বিকাশমান (Developing)
প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

এই কাজটি করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * ১০০\%$$

উদাহরণস্বরূপ, ‘যোগাযোগ’ শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ২টি (৭.১.১, ৭.২.১)। কোনো শিক্ষার্থী এই ২টি PI এর মধ্যে ১টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। বাকি ১টির একটিতে সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{১ - ১}{২} * ১০০\% = ০\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর অবস্থান পারদর্শিতার কোন স্তরে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

নিচের ছকে পারদর্শিতার সবগুলো স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেয়া হলো:

পারদর্শিতার স্তর	পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ০% হলে ওই শিক্ষার্থীর অবস্থান হবে 'সক্রিয় (Activating)'। রিপোর্ট কার্ড বা সনদে, 'যোগাযোগ' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত উপায়ে ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ করেছে

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, বাংলা বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি সপ্তম শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

বাংলা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
১। যোগাযোগ	৭.১ পরিবেশ, পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা অনুযায়ী মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারা।	৭.১.১ অন্যের সাথে যোগাযোগের সময় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে
	৭.২ ব্যক্তিক, সামাজিক পরিসরে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা।	৭.২.১ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে
২। ভাষারীতি	৭.৩ প্রায়োগিক, বর্ণনা, তথ্য, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর লেখা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজের মতের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারা।	৭.৩.১ লেখায় গঠন অনুসারে তিন শ্রেণির শব্দের ব্যবহার করতে পারছে ৭.৩.২ অর্থবৈচিত্র্যের ভিন্নতা অনুযায়ী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করতে পারছে ৭.৩.৩ গঠন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে
	৭.৪ শব্দের গঠন ও অর্থবৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভাব ও যতি অনুযায়ী বিভিন্ন সংগঠনের বাক্য (সরল, জটিল ও যৌগিক) তৈরি করতে পারা ।	৭.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে
৩। প্রায়োগিক যোগাযোগ	৭.৫ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বর্ণনামূলক ভাষায় লিখতে পারা, বিভিন্ন ছক, সারণি, ছবিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তকে বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পারা এবং লেখা বা উপস্থাপনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও অনুভ‚তির প্রতিফলন করতে পারা।	৭.৫.১ সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্য বুঝে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে ৭.৫.২ নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারছে ও বিশ্লেষণ করতে পারছে
৪। সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ	৭.৬ সাহিত্যের রূপরীতি বুঝে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা।	৭.৬.১ ইতিবাচকভাবে নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে

বাংলা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
৫। মানবিক চিন্তন	৭.৭ কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়ে নিজের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যের সমালোচনা গ্রহণ করতে পারা এবং ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করতে পারা।	৭.৬.১ ইতিবাচকভাবে নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৬টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা			সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম
			□	○	△	
৭.১ পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ-চাহিদা অনুযায়ী প্রসঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে যোগাযোগ করতে পারা।	৭.১.১	অন্যের সাথে যোগাযোগের সময় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে	পাঠ্যবইয়ের পাঠ থেকে প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় শনাক্ত করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে	ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে যোগাযোগের সময় আলোচনার বিষয় অনুযায়ী প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে	তৃতীয় কর্মদিবস : কাজ ১: দলীয় উপস্থাপনা
৭.২ ব্যক্তিক, সামাজিক পরিসরে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা।	৭.২.১	পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে	দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দের কমপক্ষে ২০টির অপ্রমিত উচ্চারণ শনাক্ত করে সেগুলোর প্রমিত রূপ নির্ধারণ করতে পারছে	শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে ও পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে	তৃতীয় কর্মদিবস : কাজ ১: দলীয় উপস্থাপনা
৭.৩ শব্দের গঠন ও অর্থবৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভাব ও যতি অনুযায়ী বিভিন্ন সংগঠনের বাক্য (সরল, জটিল ও যৌগিক)	৭.৩.১	লেখায় গঠন অনুসারে তিন শ্রেণির শব্দের ব্যবহার করতে পারছে	লেখা থেকে ৮ শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বিভিন্ন শব্দের কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা লেখা শনাক্ত করতে পারছে	নিজে থেকে প্রস্তুতকৃত অনুচ্ছেদ থেকে কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা শনাক্ত করতে পারছে	প্রথম কর্মদিবস : কাজ-১: রচনা লেখা

তৈরি করতে পারা।	৭.৩.২	অর্থবৈচিত্র্যের ভিন্নতা অনুযায়ী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করতে পারছে	বাক্যে একই শব্দের মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ প্রয়োগ করতে পারছে	শব্দের প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বাক্য ও অনুচ্ছেদের বিভিন্ন শব্দকে প্রতিশব্দে ও বিপরীত শব্দে পরিবর্তন করতে পারছে	প্রথম কর্মদিবস : কাজ-১: রচনা লেখা
	৭.৩.৩	গঠন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে	কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে তা শনাক্ত করতে পারছে	গঠন অনুসারে বাক্যের ধরণ ব্যাখ্যা করতে পারছে	বিভিন্ন গঠনের বাক্য তৈরি করতে পারছে ও অনুচ্ছেদের যথাযথ যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে	প্রথম কর্মদিবস : কাজ-১: রচনা লেখা
৭.৪ প্রায়োগিক, বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর কোনো লেখা পড়ে বিষয়বস্তু বুঝতে পারা এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজের মতের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারা।	৭.৪.১	বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে	নির্ধারিত ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নিজের মতো করে লেখা প্রস্তুত করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে নিজের মতামত উপস্থাপন করতে পারছে	দ্বিতীয় কর্মদিবস কাজ ২: দলীয় কাজে সদস্যদের মূল্যায়ন
৭.৫ সাহিত্যের রূপরীতি বুঝে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা।	৭.৫.১	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্য বুঝে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা করতে পারছে	ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সাহিত্যের বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারছে\	সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও উপাদানের সাথে নিজের যে কোনো অভিজ্ঞতার সম্পর্ক করতে পারছে	প্রথম কর্মদিবস : কাজ-১: রচনা লেখা দ্বিতীয় কর্মদিবস কাজ ২: দলীয় কাজে সদস্যদের মূল্যায়ন

	৭.৫.২	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারছে ও বিশ্লেষণ করতে পারছে	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপে প্রকাশ করতে পারছে	নিজের প্রস্তুতকৃত সাহিত্যকর্মকে এর রূপ অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে পরিমার্জন করতে পারছে	অন্যের প্রস্তুতকৃত সাহিত্যকর্মকে এর রূপ অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে পরিমার্জনের ক্ষেত্র উপস্থাপন করতে পারছে	প্রথম কর্মদিবস : কাজ-১: রচনা লেখা দ্বিতীয় কর্মদিবস কাজ ২: দলীয় কাজে সদস্যদের মূল্যায়ন
৭.৬ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বর্ণনা লিখতে পারা, বিভিন্ন ছক, সারণি, ছবিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তকে বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পারা এবং লেখা বা উপস্থাপনে নিজের পর্যবেক্ষণ ও অনুভূতির প্রতিফলন করতে পারা।	৭.৬.১	ইতিবাচকভাবে নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে	কোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও এর যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণ করতে পারছে	কোন বিষয়ে অভিমত ও দ্বিমত প্রকাশের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণ করতে পারছে এবং নিজের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারছে	নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে দ্বিমত প্রকাশের সময় অন্যের মতামতের প্রতি মর্যাদা রেখে নিজের মতের পক্ষে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারছে	দ্বিতীয় কর্মদিবস কাজ ২: দলীয় কাজে সদস্যদের মূল্যায়ন তৃতীয় কর্মদিবস : কাজ ১: দলীয় উপস্থাপনা
৭.৭ কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়ে নিজের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যের সমালোচনা গ্রহণ করতে পারা এবং ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করতে পারা।	৭.৬.১	ইতিবাচকভাবে নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে	কোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও এর যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণ করতে পারছে	কোন বিষয়ে অভিমত ও দ্বিমত প্রকাশের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণ করতে পারছে এবং নিজের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারছে	নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে দ্বিমত প্রকাশের সময় অন্যের মতামতের প্রতি মর্যাদা রেখে নিজের মতের পক্ষে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারছে	দ্বিতীয় কর্মদিবস কাজ ২: দলীয় কাজে সদস্যদের মূল্যায়ন তৃতীয় কর্মদিবস : কাজ ১: দলীয় উপস্থাপনা

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : বাংলা	

		প্রযোজ্য PI নং								
রোল নং	নাম	৭.১.১	৭.২.১	৭.৩.১	৭.৩.২	৭.৩.৩	৭.৪.১	৭.৫.১	৭.৫.২	৭.৬.১
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :		বিষয় : বাংলা								
		প্রযোজ্য PI নং								
রোল নং	নাম	৭.১.১	৭.২.১	৭.৩.১	৭.৩.২	৭.৩.৩	৭.৪.১	৭.৫.১	৭.৫.২	৭.৬.১
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	**শ্রেণি : সপ্তম**	**বিষয় : বাংলা**	**শিক্ষকের নাম :**

পারদর্শিতার সুচক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৭.১.১ অন্যের সাথে যোগাযোগের সময় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে			
	পাঠ্যবইয়ের পাঠ থেকে প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় শনাক্ত করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে	ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে যোগাযোগের সময় আলোচনার বিষয় অনুযায়ী প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে
৭.২.১ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিতবাংলায় কথা বলতে পারছে			
	দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দের কমপক্ষে ২০টির অপ্রমিত উচ্চারণ শনাক্ত করে সেগুলোর প্রমিত রূপ নির্ধারণ করতে পারছে	শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে ও পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে
৭.৩.১ লেখায় গঠন অনুসারে তিন শ্রেণির শব্দের ব্যবহার করতে পারছে			
	লেখা থেকে ৮ শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বিভিন্ন শব্দের কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা লেখা শনাক্ত করতে পারছে	নিজে থেকে প্রস্তুতকৃত অনুচ্ছেদ থেকে কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা শনাক্ত করতে পারছে
৭.৩.২ অর্থবৈচিত্র্যের ভিন্নতা অনুযায়ী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করতে পারছে			
	বাক্যে একই শব্দের মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ প্রয়োগ করতে পারছে	শব্দের প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বাক্য ও অনুচ্ছেদের বিভিন্ন শব্দকে প্রতিশব্দে ও বিপরীত শব্দে পরিবর্তন করতে পারছে
৭.৩.৩ গঠন অনুসারে			

বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে	কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে তা শনাক্ত করতে পারছে	গঠন অনুসারে বাক্যের ধরণ ব্যাখ্যা করতে পারছে	বিভিন্ন গঠনের বাক্য তৈরি করতে পারছে ও অনুচ্ছেদের যথাযথ যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে
৭.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে			
	নির্ধারিত ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নিজের মতো করে লেখা প্রস্তুত করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে নিজের মতামত উপস্থাপন করতে পারছে
৭.৫.১ সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্য বুঝে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে			
	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা করতে পারছে	ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সাহিত্যের বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারছে	সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও উপাদানের সাথে নিজের যে কোনো অভিজ্ঞতার সম্পর্ক করতে পারছে
৭.৫.২ নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারছে ও বিশ্লেষণ করতে পারছে			
	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপে প্রকাশ করতে পারছে	নিজের প্রস্তুতকৃত সাহিত্যকর্মকে এর রূপ অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে পরিমার্জন করতে পারছে	অন্যের প্রস্তুতকৃত সাহিত্যকর্মকে এর রূপ অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে পরিমার্জনের ক্ষেত্র উপস্থাপন করতে পারছে
৭.৬.১ ইতিবাচকভাবে নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে			
	কোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও এর যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণ করতে পারছে	কোন বিষয়ে অভিমত ও দ্বিমত প্রকাশের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণ করতে পারছে এবং নিজের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারছে	নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে দ্বিমত প্রকাশের সময় অন্যের মতামতের প্রতি মর্যাদা রেখে নিজের মতের পক্ষে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারছে

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :

শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর :

তারিখ:

শ্রেণি :

বিষয় : বাংলা

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :			বিষয় : বাংলা								
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন
একীভূত
শিখনকালীন মূল্যায়ন
সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৭ম .... শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত উপায়ে ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পেরেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ
নিজস্ব পর্যবেক্ষণসহ বর্ণনামূলক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ
জীবন ও পরিপার্শ্বের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন
নিজের মতামত সম্পর্কে অন্যদের সমালোচনা ইতিবাচকভাবে নিয়েছে ও অন্যের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication
Applies strategies to minimize communication breakdown

Linguistic norms
Transforms sentence structures according to their purposes

Democratic practice
Practices democratic skills following relevant social practices

Creative expression
Expresses personal feelings on the literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ
বাস্তব সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ সমাধানে প্রথাগত ও ডিজিটাল কৌশল ব্যবহার করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি
জ্যামিতিক আকৃতি যুক্তিসহ চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ
প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ
বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া
বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর খুঁজে বের করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ
প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা
প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করে উপযুক্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে কন্টেন্ট তৈরি করেছে

আইসিটি সক্ষমতা
নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণের জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করতে পেরেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন
কোনো বাস্তব সমস্যা বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্যের নিরাপদ বিনিময় বা সম্প্রচারের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার
ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রযুক্তির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার করতে পেরেছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়
বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো
সময়ের সাথে সামাজিক কাঠামো এবং প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন মানুষের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা পর্যালোচনা করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা
বিভিন্ন সমাজের প্রেক্ষাপটে সম্পদ ব্যবস্থাপনার চর্চা ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা
সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কেন একেক অঞ্চলে একেকরকম হয় কিংবা সময়ের সাথে পালটায় তা উদঘাটন করে নিজ প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন

নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং

দেশীয় শ্রম বাজারে পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা বুঝে দক্ষতার উন্নয়ন ও লাভজনক বিনিয়োগ খাত খোঁজার চেষ্টা করেছে

পেশাগত দক্ষতা

নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা

প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে জেনে পেশায় এর প্রভাব বুঝতে পেরেছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান

ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান

মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ

ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলেমিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা

শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলা করে নিজের সামগ্রিক যত্ন ও পরিচর্যা করেছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা

যে কোন ফলাফলকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে সহমর্মী আচরণ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা

ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর

প্রকৃতি-পরিবেশের রূপ, গল্প, বা ঘটনায় নিজের কল্পনা মিশিয়ে শিল্পকলার যে কোন ধারায় সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হয়ে উপভোগ করে মতামত দিতে পারছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার চর্চা করছে ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	নিষ্ঠা ও সততা	পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

মূল্যায়নের স্কেল

■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....
....
....
....
....
....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....
....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....
....
....
....
....
....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....
....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....
....
....
....
....
....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা | সপ্তম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সপ্তম শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয়: বৌদ্ধ ধর্ম

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন: বৌদ্ধ ধর্ম

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় বৌদ্ধ ধর্মবিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই বৌদ্ধ ধর্মবিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

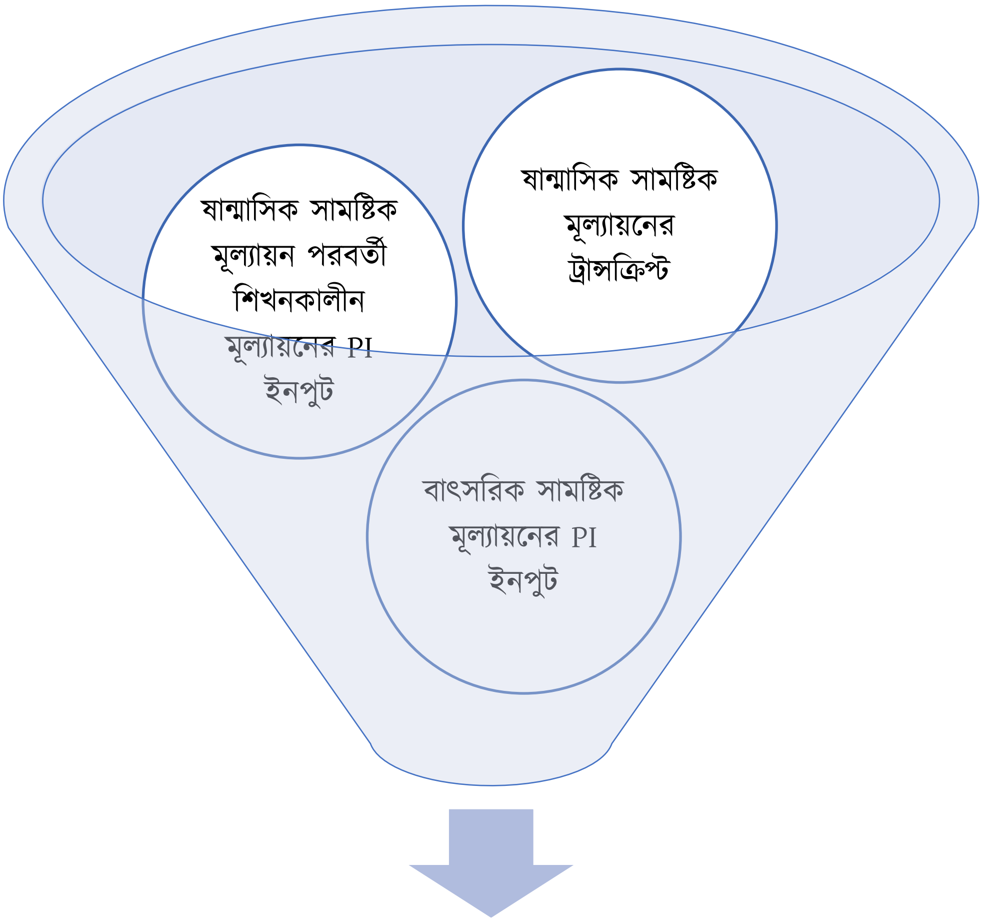

চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মবিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।

- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্যবই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

মূল্যায়ন প্রকল্প / কাজের বিবরণ:

প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

৭.২ বৌদ্ধধর্মের মৌলিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধিবিধান- চর্চা করতে পারা।
৭.৩ বৌদ্ধধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা।

প্রাসঙ্গিক পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ:

৭.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধান অনুধাবন করছে।
৭.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে।
৭.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে।

কাজের সারসংক্ষেপ:

শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যপুস্তক এবং বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তকের আলোকে ডেঙ্গু বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত রোগীর সেবায় করণীয় অনুসন্ধান করবে। এরপর তারা তাদের অনুসন্ধানের ফলাফল বিভিন্ন উপায়ে উপস্থাপন করবে এবং সেই সাথে ডেঙ্গু রোগী বা অন্য কোন রোগীর আরোগ্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে।

কর্মদিবস অনুসারে কাজের পরিকল্পনা:

কর্মদিবস ১: ৯০ মিনিট

- শিক্ষার্থীরা নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে পরিবার/আত্মীয়/প্রতিবেশী একজন ডেঙ্গু রোগী/অসুস্থ ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষায় কী কী করেছে এককভাবে তার একটি তালিকা তৈরি করবে।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে অসুস্থ ব্যক্তির/রোগীর সেবায় বৌদ্ধধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসারে কী কী করা যায় সে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করবে। প্রয়োজনে অভিভাবক/ধর্মীয় ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করবে অথবা প্রয়োজনে অন্য কোন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে তা সংরক্ষণ করবে।

- শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং অভিভাবক/ধর্মীয় ব্যক্তির নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে বৌদ্ধধর্মীয় বিধি-বিধান বা শাস্ত্র অনুসারে অসুস্থ ব্যক্তির সেবায় করণীয়সমূহ চূড়ান্ত করবে এবং খাতায় লিখে রাখবে।
- শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক দল গঠন করবে। কোন দল কীভাবে উপস্থাপনা করবে তা আলোচনা করবে। উপস্থাপনার ধরণ নির্ধারিত হলে সে মোতাবেক দলের প্রত্যেক সদস্যকে দলে তার ভূমিকা এবং কাজ বণ্টন করে দিতে হবে।
- দলের সদস্য শিক্ষার্থীরা অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী কাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

কর্মদিবস ২: ৯০ মিনিট

- বৌদ্ধধর্মীয় বিধি-বিধান বা শাস্ত্র অনুসারে অসুস্থ ব্যক্তির /ডেঙ্গু রোগীর সেবায় করণীয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য সংগৃহীত উপকরণ দিয়ে কাজ শুরু করবে। যেমন- ভূমিকা অভিনয়ের জন্য স্ক্রিপ্ট তৈরি এবং রিহার্সেল, জনসচেতনতা ও প্রচারণার জন্য প্রয়োজনীয় পোস্টার, সাইনপেন, ছবি অংকন ইত্যাদি, অথবা পাওয়ার পয়েন্ট প্রস্তুতি ইত্যাদি।
- মূল্যায়নের উৎসবের দিনে দলগতভাবে উপস্থাপনার জন্য দলের প্রস্তুতি পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ।
- সারা দেশের ডেঙ্গু রোগীদের দ্রুত আরোগ্য লাভ ও ডেঙ্গু পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের কাছে সমবেত প্রার্থনা আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণ। যেমন- প্রার্থনা নির্বাচন এবং কীভাবে পরিচালনা করা হবে তার পরিকল্পনা।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসব): ১২০ – ১৮০ মিনিট

- মূল্যায়ন উৎসবের দিন শুরুতে শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষার্থীরা ডেঙ্গু রোগীদের দ্রুত আরোগ্য লাভ ও ডেঙ্গু পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের কাছে সমবেত প্রার্থনা করবে।
- শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে তাদের নির্ধারিত কাজ উপস্থাপন করবে।

উপকরণ:

কর্মদিবস ১, কর্মদিবস ২ এবং কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসব) এর কাজগুলো করতে শিক্ষার্থীদের কাগজ (তাদের শ্রেণির কাজের খাতা থেকে নেয়া) এবং কলম ছাড়া অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই। বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়ার ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষার্থীরা তা ব্যবহার করতে পারে। পোস্টার বানানোর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের খাতার পৃষ্ঠা বা পুরনো ক্যালেন্ডারের পেছনের সাদা পাতা ব্যবহার করা যেতে পারে।

শিক্ষকের কাজ:

সাধারণ কাজ-

- মূল্যায়নসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ ও উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা ভুল করলেও তাদেরকে নিরুৎসাহিত না করে বরং বারবার চেষ্টা করতে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজ ও উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করে নির্ধারিত একক যোগ্যতাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে পারদর্শিতার কোন স্তরে আছে, তা যাচাই করে নির্ধারিত ফরমে রেকর্ড করবেন।
- পর্যবেক্ষণ করে রেকর্ড সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ‘পরিশিষ্ট ১’ এ দেয়া ছক অনুসরণ করবেন।

কর্মদিবস ১ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থী সংখ্যা পাঁচের অধিক হলে দলে বিভক্ত করে তাদেরকে রোগীর সুস্থতায় করণীয়/অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করতে বলুন। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে পরিবার/আত্মীয়/প্রতিবেশী একজন ডেঙ্গু রোগী/অসুস্থ ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষায় কী কী করেছে তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। সেসব অভিজ্ঞতার সারাংশ একটি কাগজে লিখে রাখার নির্দেশনা দিন। কাগজগুলো পড়ে শিক্ষার্থীদের সেবাদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে রোগীর সেবায় বৌদ্ধধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসারে কী কী করতে পারে সে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন। প্রয়োজনে অভিভাবক/ ধর্মীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করতে অথবা অন্য কোন উৎসের সহযোগিতা নিতে বলুন।
- দলের সদস্যরা কে কোন কাজ করবে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত মতামতের ভিত্তিতে স্থির করার নির্দেশনা দিন।
- মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য প্রাপ্ত তথ্যের কাগজ ও অভিজ্ঞতার তালিকাগুলো সংরক্ষণ করুন।

কর্মদিবস ২ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদের আগ্রহকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের উপস্থাপনার ধরন নির্ধারণ করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তু নির্ধারণে সহযোগিতা করতে পারেন। যেমন-রোগীর সেবায় কী কী ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করা যায় তার ভূমিকাভিনয়, ডেঙ্গু রোগীর সেবা কীভাবে করতে হয় তার উপস্থাপন, রোগীর সেবায় ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসারে কী করা যায় তার উপস্থাপন, অন্য কোন সৃজনশীল ধারণা দিয়ে ধর্মীয় বিধি-বিধান ও জ্ঞান থেকে সৃষ্ট মূল্যবোধের আলোকে রোগীর সেবায় শিক্ষার্থীদের করণীয় বিষয়বস্তুর ভূমিকাভিনয়, ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক বক্তব্য উপস্থাপন, ছবি আঁকা, সচেতনামূলক কার্যক্রম (পোস্টার, গান, নাটক, পরিবেশ পরিচ্ছন্নকরণ ইত্যাদি)।
- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলুন।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসবের দিন) এর ক্ষেত্রে-

- মূল্যায়ন উৎসবের দিন শুরুতে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করুন।
- শিক্ষার্থীরা ডেঙ্গু রোগী/অসুস্থ ব্যক্তির সেবায় কী কী করবে তা তাদের দলগত প্রস্তুতি অনুযায়ী উপস্থাপন করতে বলুন। ভূমিকাভিনয়/ পোস্টার উপস্থাপন/ অন্য কোন মাধ্যমে উপস্থাপন করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীর উপস্থাপন পর্যবেক্ষণ করুন। দলীয় উপস্থাপনায় কতটা ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতিফলন হয়েছে তা লক্ষ্য করুন।
- উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর লেখা, আঁকা, ভূমিকাভিনয়, মন্ত্র, শ্লোক তাদের অভিজ্ঞতাগুলোর সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা দেখুন। এখানে শিক্ষার্থীর লেখা, কাহিনি, অভিনয় ও আঁকা কতটা নিখুঁত হলো তা বিবেচ্য নয়। শিক্ষার্থী সপ্তম শ্রেণির নির্ধারিত যোগ্যতা ২ ও ৩ কতটা অর্জন করতে পারল সেটাই লক্ষ্যণীয়।
- শিক্ষার্থীর কাজ অনুসারে সংশ্লিষ্ট পিআই এবং বিআই এর পর্যায় সনাক্ত করে প্রদত্ত ফর্মে সংরক্ষণ করবেন। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই কাজটি করতে হবে। উপস্থাপনা শেষে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ প্রমানক হিসাবে সংরক্ষণ করুন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।
এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির

হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)
বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

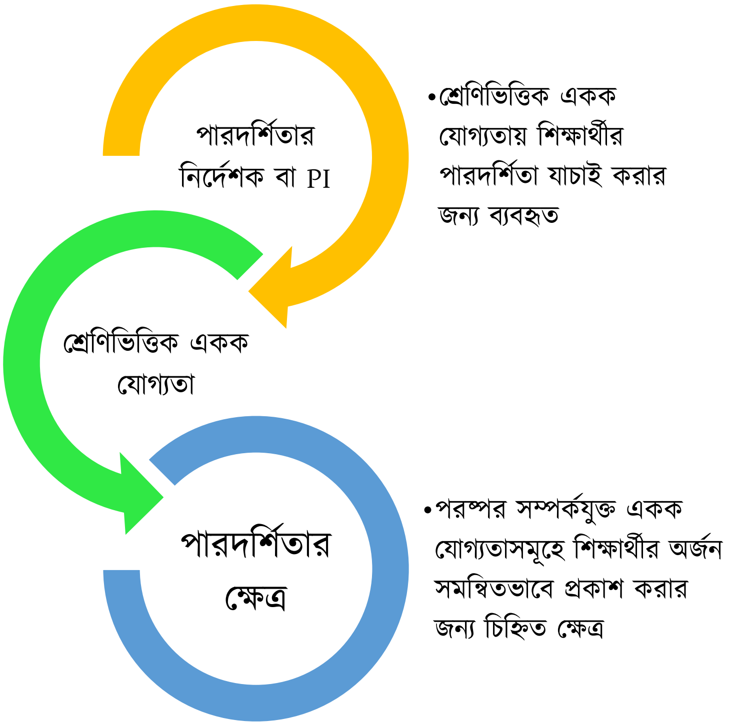

ধর্মের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। ধর্মীয় জ্ঞান
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, "ধর্মীয় বিধি-বিধান" ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতা**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	৭.২ বৌদ্ধধর্মের মৌলিক উৎস হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা	৭.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে ৭.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের (সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে) একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম **শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা**
১। ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে।
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে।
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ	ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলে মিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ণয় করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * \text{১০০}\%$$

উদাহরণস্বরূপ, 'ধর্মীয় মূল্যবোধ' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ২টি (৭.৩.১ এবং ৭.৩.২)। কোনো শিক্ষার্থী এই ২টি PI এর মধ্যে ১টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। অন্যটিতে সর্বনিম্ন পর্যায় (□ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{১ - ১}{২} * ১০০\% = ০\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে 'ধর্মীয় মূল্যবোধ' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মানের (-১০০% থেকে +১০০%) উপর ভিত্তি করে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রকে **নিম্নবর্ণিত সাত স্তর বিশিষ্ট স্কেল** দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার স্তর	**পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত**
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ০% হলে ওই শিক্ষার্থীর ‘ধর্মীয় মূল্যবোধ’ শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে অবস্থান হবে **‘সক্রিয় (Activating)’**। ৭ম শ্রেণি শেষে রিপোর্ট কার্ডে, ‘ধর্মীয় মূল্যবোধ’ পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

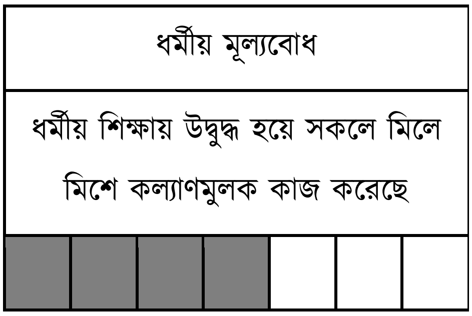

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি সপ্তম শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতা**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। ধর্মীয় জ্ঞান	৭.১ ধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে ধর্মগ্রন্থের (বয়স উপযোগি) নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা	৭.১.১ ধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে উপলব্ধি প্রকাশ করছে ৭.১.২ শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা অনুসরণ করছে
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	৭.২ বৌদ্ধধর্মের মৌলিক উৎস হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা	৭.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে ৭.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে

বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ	৭.৩ বৌদ্ধধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা	৭.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে ৭.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।
শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ
২। নিষ্ঠা ও সততা
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে

	৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			□	○	△
বৌদ্ধধর্মের মৌলিক উৎস হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা	৭.২.১	শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করেছে।	বিধি-বিধানগুলো আংশিক অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে	বিধি-বিধানগুলো আংশিক অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশনা ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে	বিধি-বিধানগুলো আংশিক অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশনা ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে		
			পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য হতে অসুস্থ মানুষের সেবায় করণীয়গুলো চিহ্নিত করে উপস্থাপন করতে পারছে	পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য হতে অসুস্থ মানুষের সেবায় করণীয়গুলোর তাৎপর্ উপস্থাপন করতে পারছে	পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য হতে অসুস্থ মানুষের সেবায় করণীয়গুলো পালনে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।
বৌদ্ধধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা।	৭.৩.১	ধর্মীয় মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করেছে	মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি নিজ ভাষায় লিখে বা অন্য কোন উপায়ে শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী শিখন পরিবেশে প্রকাশ করছে	জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি সচেতনভাবে শিখন পরিবেশে (বিদ্যালয়ে) আচরণে প্রকাশ করছে	জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিকভাবে শিখন পরিবেশের বাইরেও প্রকাশ করছে
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে		
			পরিবারের অসুস্থ রোগীর জন্য করণীয়/ রোগ প্রতিরোধে করণীয় চিহ্নিত করে উপস্থাপন করতে পেরেছে	বিদ্যালয়ের অসুস্থ রোগীর জন্য করণীয়/ রোগ প্রতিরোধে করণীয় চিহ্নিত করে উপস্থাপন করতে পেরেছে	প্রতিবেশী অসুস্থ রোগীর জন্য করণীয়/ রোগ প্রতিরোধে করণীয় চিহ্নিত করে উপস্থাপন করতে পেরেছে
	৭.৩.২	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও	মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও	মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও	মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব

		সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে	মানবিক আচরণ সম্পর্কে তার অভিমত শিখন পরিবেশে ব্যক্ত করছে	মানবিকতা শিখন পরিবেশে আচরণে প্রকাশ করছে	ও মানবিকতা যে কোনো পরিস্থিতিতে বহুমাত্রিক উপায়ে শিখন পরিবেশের বাইরে আচরণে প্রকাশ করছে
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে		
			অসুস্থ রোগীর প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিক আচরণ সম্পর্কে তার অভিমত বিদ্যালয়ে ব্যক্ত করছে	অসুস্থ রোগীর প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিক আচরণ সম্পর্কে তার অভিমত বিদ্যালয়ে আচরণে প্রকাশ করছে	অসুস্থ রোগীর প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিক আচরণ সম্পর্কে তার অভিমত পরিবার ও সমাজে আচরণে প্রকাশ করছে

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:		
শ্রেণি:		বিষয়:		
		প্রযোজ্য PI নং		
আইডি	**নাম**	**৭.২.১**	**৭.৩.১**	**৭.৩.২**
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:		বিষয়:		
		প্রযোজ্য PI নং		
আইডি	**নাম**	**৭.২.১**	**৭.৩.১**	**৭.৩.২**
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীদের ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি: _____________	**শ্রেণি:**	**বিষয়:** বৌদ্ধ ধর্ম	**শিক্ষকের নাম:**
পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা			
পারদর্শিতার নির্দেশক	**শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা**		
৭.১.১ ধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে উপলব্ধি প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়বস্তু জেনে শ্রেণিকক্ষে সংবেদনশীল আচরণ প্রদর্শন করছে	শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়বস্তু জেনে শিখণ পরিবেশে (শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয় ও পরিবার) সংবেদনশীল আচরণ প্রদর্শন করছে	শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়বস্তু জেনে যে কোনো প্রেক্ষাপটে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সংবেদনশীল আচরণ প্রদর্শন করছে
৭.১.২ শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা অনুসরণ করছে	শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা জেনে শিখন পরিবেশে শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে আংশিক নিয়ম মেনে চলছে	শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা জেনে স্বপ্রণোদিত হয়ে শিখন পরিবেশে নিয়ম মেনে চলছে ও অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে ও সম্পূর্ণ পালন করছে	শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা জেনে স্বপ্রণোদিত হয়ে শিখন পরিবেশে এবং শিখন পরিবেশের বাইরে (পারিবারিক ও সামাজিক) নিয়ম মেনে চলছে
৭.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে			
	বিধি-বিধানগুলো আংশিক অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে	বিধি-বিধানগুলো আংশিক অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশনা ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে	বিধি-বিধানগুলো আংশিক অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশনা ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে
৭.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে	মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি নিজ ভাষায় লিখে বা অন্য কোন উপায়ে শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী শিখন পরিবেশে প্রকাশ করছে	এ্গান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি সচেতনভাবে শিখন পরিবেশে (বিদ্যালয়ে) আচরণে প্রকাশ করছে	জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিকভাবে শিখন পরিবেশের বাইরেও প্রকাশ করছে
৭.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে			
	মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিক আচরণ সম্পর্কে তার অভিমত শিখন পরিবেশে ব্যক্ত করছে	মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিকতা শিখন পরিবেশে আচরণে প্রকাশ করছে	মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিকতা যে কোনো পরিস্থিতিতে বহুমাত্রিক উপায়ে শিখন পরিবেশের বাইরে আচরণে প্রকাশ করছে

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন											
প্রতিষ্ঠানের নাম:					শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:						
শ্রেণি:				বিষয়:							
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:						বিষয়:					
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন
একীভূত
শিখনকালীন মূল্যায়ন
সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৭ম .... শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ	ভাষারীতি	প্রায়োগিক যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত উপায়ে ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ করেছে	বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পেরেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছে	নিজস্ব পর্যবেক্ষণসহ বর্ণনামূলক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ	মানবিক চিন্তন
জীবন ও পরিপার্শ্বের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে	নিজের মতামত সম্পর্কে অন্যদের সমালোচনা ইতিবাচকভাবে নিয়েছে ও অন্যের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication	Linguistic norms	Democratic practice
Applies strategies to minimize communication breakdown	Transforms sentence structures according to their purposes	Practices democratic skills following relevant social practices

Creative expression
Expresses personal feelings on the literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান	সংখ্যা ও পরিমাণ	জ্যামিতিক আকৃতি
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে	বাস্তব সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ সমাধানে প্রথাগত ও ডিজিটাল কৌশল ব্যবহার করেছে	জ্যামিতিক আকৃতি যুক্তিসহ চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক	সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে	প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ
বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া
বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর খুঁজে বের করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ
প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা
প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করে উপযুক্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে কন্টেন্ট তৈরি করেছে

আইসিটি সক্ষমতা
নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণের জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করতে পেরেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন
কোনো বাস্তব সমস্যা বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্যের নিরাপদ বিনিময় বা সম্প্রচারের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার
ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রযুক্তির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার করতে পেরেছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়
বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো
সময়ের সাথে সামাজিক কাঠামো এবং প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন মানুষের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা পর্যালোচনা করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা
বিভিন্ন সমাজের প্রেক্ষাপটে সম্পদ ব্যবস্থাপনার চর্চা ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা
সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কেন একেক অঞ্চলে একেকরকম হয় কিংবা সময়ের সাথে পালটায় তা উদঘাটন করে নিজ প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন

নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং

দেশীয় শ্রম বাজারে পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা বুঝে দক্ষতার উন্নয়ন ও লাভজনক বিনিয়োগ খাত খোঁজার চেষ্টা করেছে

পেশাগত দক্ষতা

নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা

প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে জেনে পেশায় এর প্রভাব বুঝতে পেরেছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান

ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান

মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ

ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলেমিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা

শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলা করে নিজের সামগ্রিক যত্ন ও পরিচর্যা করেছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা

যে কোন ফলাফলকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে সহমর্মী আচরণ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা

ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর

প্রকৃতি-পরিবেশের রূপ, গল্প, বা ঘটনায় নিজের কল্পনা মিশিয়ে শিল্পকলার যে কোন ধারায় সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হয়ে উপভোগ করে মতামত দিতে পারছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার চর্চা করছে ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	নিষ্ঠা ও সততা	পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা
□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□

মূল্যায়নের স্কেল

■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....
....
....
....
....
....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....
....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....
....
....
....
....
....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....
....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....
....
....
....
....
....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা | সপ্তম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সপ্তম শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয়: খ্রিস্ট ধর্ম

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন: খ্রিস্ট ধর্ম

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশককে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

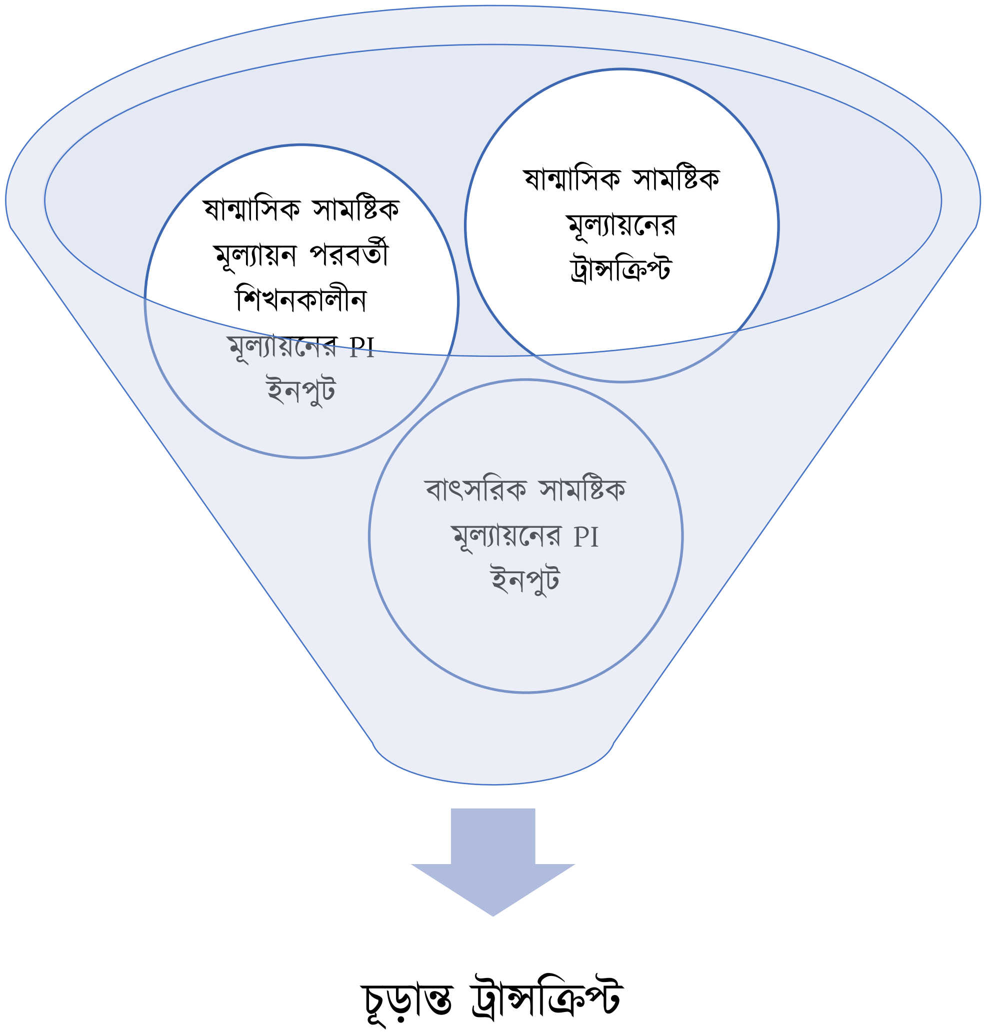

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।
- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে

দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।

- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্যবই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

মূল্যায়ন প্রকল্প / কাজের বিবরণ:

প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

৭.২ খ্রীষ্ট ধর্মের মৌলিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধিবিধান- চর্চা করতে পারা।

৭.৩ খ্রীষ্ট ধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা।

প্রাসঙ্গিক পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ:

৭.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধান অনুধাবন করছে।

৭.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধান চর্চা করছে।

৭.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে।

৭.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে।

কাজের সারসংক্ষেপ:

শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যপুস্তক এবং বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তকের আলোকে ডেঙ্গু বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত রোগীর সেবায় করনীয় অনুসন্ধান করবে। এরপর তারা তাদের অনুসন্ধানের ফলাফল বিভিন্ন উপায়ে উপস্থাপন করবে এবং সেই সাথে ডেঙ্গু রোগী বা অন্য কোন রোগীর আরোগ্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে।

কর্মদিবস অনুসারে কাজের পরিকল্পনা:

কর্মদিবস ১: ৯০ মিনিট

কাজ ১: একক কাজ (৩০ মিনিট)

শিক্ষার্থী ডেঙ্গু বা অন্য কোন রোগ আক্রান্ত রোগীর সেবায় কী কী করা যায় সে সম্পর্কে তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি তালিকা তৈরি করবে।

কাজ ২: একক কাজ (৬০ মিনিট)

শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক অথবা অন্য কোন ধর্মীয় পুস্তক থেকে ডেঙ্গু বা অন্য কোন রোগ আক্রান্ত রোগীর সেবায় খ্রীষ্ট ধর্মের বিধি-বিধান অনুসারে কী করা যায় তা অনুসন্ধান করে নিজের তৈরি তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখবে।

কর্মদিবস ২: ৯০ মিনিট

কাজ ১: দলগত কাজ (২০ মিনিট)

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের কর্মদিবস ১ এর কাজগুলো একত্র করবে। এক্ষেত্রে দল গঠনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান করবেন। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন দিলে ৫-৬ জনের বেশি শিক্ষার্থী না থাকে।

কাজ ২: দলগত কাজ (১০ মিনিট)

শিক্ষার্থীরা রোগীর সেবায় করণীয় সম্পর্কে নিজেরা যা ভেবেছে এবং খ্রীষ্ট ধর্মের আলোকে যা পেয়েছে সেগুলো কীভাবে শিক্ষকের সামনে উপস্থাপন করবে (লিখে, বলে, ছবি এঁকে, পোস্টার বানিয়ে, রোগীর আরোগত লাভের জন্য প্রার্থনা করে, রোগীর সেবার ভূমিকাভিনয় করে, মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ইত্যাদি) তার পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

কাজ ৩: দলগত কাজ (৬০ মিনিট)

কাজ ২ এর পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষার্থীরা তাদের উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসব): ১২০ – ১৮০ মিনিট

কাজ ১: দলগত কাজ (৫০ মিনিট)

শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে তাদের উপস্থাপনা চূড়ান্ত করে তা প্রদর্শন / প্রকাশের প্রস্তুতি শেষ করবে।

কাজ ২: দলগত কাজ (১০ মিনিট)

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তায় ডেঙ্গু বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত বা অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে।

কাজ ৩: দলগত কাজ (দলপ্রতি ১০-১৫ মিনিট)

শিক্ষার্থীরা দলে দলে তাদের প্রস্তুতি অনুযায়ী শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক ধারাবাহিকভাবে তাদের উপস্থাপনগুলো করবে।

উপকরণ:

কর্মদিবস ১, কর্মদিবস ২ এবং কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসব) এর কাজগুলো করতে শিক্ষার্থীদের কাগজ (তাদের শ্রেণির কাজের খাতা থেকে নেয়া) এবং কলম ছাড়া অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই। বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়ার ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষার্থীরা তা ব্যবহার করতে পারে। পোস্টার বানানোর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের খাতার পৃষ্ঠা বা পুরনো ক্যালেন্ডারের পেছনের সাদা পাতা ব্যবহার করা যেতে পারে।

শিক্ষকের কাজ:

সাধারণ কাজ-

- মূল্যায়নসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ ও উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা ভুল করলেও তাদেরকে নিরুৎসাহিত না করে বরং বারবার চেষ্টা করতে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজ ও উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করে নির্ধারিত একক যোগ্যতাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে পারদর্শিতার কোন স্তরে আছে, তা যাচাই করে নির্ধারিত ফরমে রেকর্ড করবেন।
- পর্যবেক্ষন করে রেকর্ড সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 'পরিশিষ্ট ১' এ দেয়া ছক অনুসরণ করবেন।

কর্মদিবস ১: কাজ ১ এবং ২ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্যান্য যেসকল উৎসের সহায়তা নিতে পারে সেগুলোর সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। প্রয়োজনে বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক সরবরাহ করতে পারেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থী কাজে অংশগ্রহণ করছে কিনা তা ঘুরে দেখবেন এবং 'পরিশিষ্ট ১' এ দেয়া ছক অনুসরণ করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কর্মদিবস ২: কাজ ১ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে দিবেন। কোন দলেই ৫ জনের বেশি সদস্য না রাখাই ভালো।

কর্মদিবস ২: কাজ ২ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদের সংগৃহীত তথ্য কীভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে তা নিয়ে দলে আলোচনা করতে বলবেন। প্রয়োজনে উপস্থাপনের কয়েকটি উপায় (লিখে, বলে, মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন করে ইত্যাদি) সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিবেন।

কর্মদিবস ২: কাজ ৩ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদেরকে নিজ নিজ দলে বসে তাদের কাজ উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুত করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি দেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা ফলাবর্তন (ফিডব্যাক) প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীরা কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে 'পরিশিষ্ট ১' এ দেয়া ছক অনুসরণ করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসবের দিন): কাজ ১ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি দেখে আরো ভাল কীভাবে করা যেতে পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা ফলাবর্তন (ফিডব্যাক) প্রদান করবেন।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসবের দিন): কাজ ২ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদের প্রার্থনা কার্যক্রমে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করবেন।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসবের দিন): কাজ ৩ এর ক্ষেত্রে-

- মূল্যায়ন উৎসবের দিন শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে (প্রতিটি দল) উপস্থাপন করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা দেখে 'পরিশিষ্ট ১' এ দেয়া ছক অনুসরণ করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।

এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
  - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
  - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই**

বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে। এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy)

করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)
বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

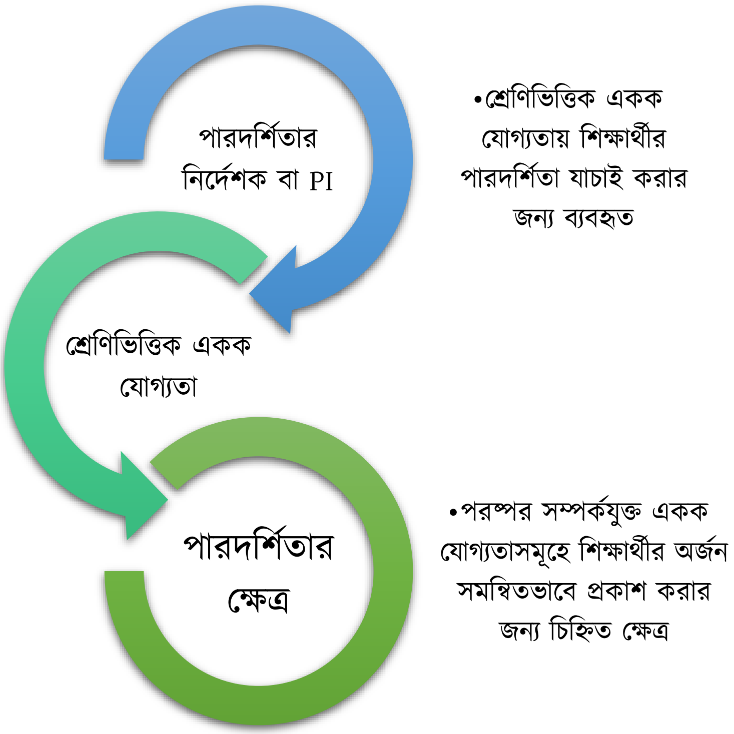

ধর্মের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। ধর্মীয় জ্ঞান
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, "ধর্মীয় বিধি-বিধান" ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতা	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	৭.২ খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক উৎস হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা	৭.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে ৭.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে।
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ি ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে।
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ	ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলে মিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতার নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পর্যায় মাত্র ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এজন্য এই অবস্থানকে একটি ৭-স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হবে।
পারদর্শিতার এই স্তরগুলো নিম্নরূপ:

1. অনন্য (Upgrading)
2. অর্জনমুখী (Achieving)

3. অগ্রগামী (Advancing)
4. সক্রিয় (Activating)
5. অনুসন্ধানী (Exploring)
6. বিকাশমান (Developing)
7. প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

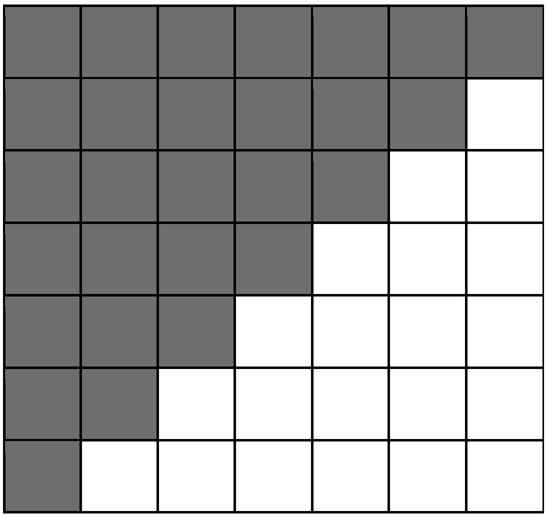

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

এই কাজটি করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * \text{১০০}\%$$

উদাহরণস্বরূপ, 'ধর্মীয় মূল্যবোধ' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ২টি (৭.৩.১ এবং ৭.৩.২)। কোনো শিক্ষার্থী এই ২টি PI এর মধ্যে ১টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। অন্যটিতে সর্বনিম্ন পর্যায় (□ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{১ - ১}{২} * ১০০\% = ০\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর অবস্থান পারদর্শিতার কোন স্তরে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

নিচের ছকে পারদর্শিতার সবগুলো স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেয়া হলো:

পারদর্শিতার স্তর	পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ০% হলে ওই শিক্ষার্থীর অবস্থান হবে 'সক্রিয় (Activating)'। রিপোর্ট কার্ড বা সনদে, 'ধর্মীয় মূল্যবোধ' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

ধর্মীয় মূল্যবোধ

ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলে মিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে						

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি সপ্তম শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
১। ধর্মীয় জ্ঞান	৭.১ ধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে ধর্মগ্রন্থের (বয়স উপযোগি) নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা	৭.১.১ ধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে উপলব্ধি প্রকাশ করছে ৭.১.২ শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা অনুসরণ করছে
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	৭.২ খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক উৎস হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা	৭.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে ৭.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ	৭.৩ খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা	৭.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে ৭.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩ টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) –

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
৭.২ খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক উৎস হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা	৭.২.১	শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে	মৌলিক বিধি-বিধানগুলো, মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং মানবিক গুণাবলি জেনে শিখন পরিবেশে লিখে বা অন্য যেকোনো উপায়ে আংশিক প্রকাশ করছে।	মৌলিক বিধি-বিধানগুলো, মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং মানবিক গুণাবলি জেনে শিখন পরিবেশে লিখে বা অন্য যেকোনো উপায়ে আংশিক প্রকাশ করছে।	মৌলিক বিধি-বিধানগুলো, মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং মানবিক গুণাবলি জেনে শিখন পরিবেশে লিখে বা অন্য যেকোনো উপায়ে আংশিক প্রকাশ করছে।	কর্মদিবস ১, কাজ ১ এবং কাজ ২
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			শিক্ষার্থী নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে রোগীর সেবা বিষয়ক বিধি-বিধানগুলো শিখন পরিবেশে লিখে বা অন্য যেকোনো উপায়ে আংশিক প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে রোগীর সেবা বিষয়ক বিধি-বিধানগুলো শিখন পরিবেশে লিখে বা অন্য যেকোনো উপায়ে সম্পূর্ণ প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে রোগীর সেবা বিষয়ক বিধি-বিধানগুলো শিখন পরিবেশে স্বপ্রণোদিত হয়ে লিখে বা অন্য যেকোনো উপায়ে এবং আচরণে প্রকাশ করছে	
	৭.২.২	শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে আংশিক চর্চা করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে আংশিক চর্চা করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে আংশিক চর্চা করছে।	কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসবের দিন), কাজ ২
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			রোগীর আরোগ্য লাভে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার ধর্মীয় মৌলিক	রোগীর আরোগ্য লাভে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার ধর্মীয় মৌলিক	রোগীর আরোগ্য লাভে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার ধর্মীয় মৌলিক	

			বিধি-বিধানগুলো শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে আংশিক চর্চা করছে এমন প্রদর্শনে সমর্থ হয়েছে	বিধি-বিধানগুলো শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে সম্পূর্ণ চর্চা করছে এমন প্রদর্শনে সমর্থ হয়েছে	বিধি-বিধানগুলো স্বপ্রণোদিত হয়ে শিখন পরিবেশে এবং শিখন পরিবেশের বাইরে সম্পূর্ণ চর্চা করছে এমন প্রদর্শনে সমর্থ হয়েছে	
৬.৩ ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা	৭.৩.১	শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে	অর্জিত মানবিক গুণাবলি শিখন পরিবেশে আচরণে আংশিক প্রকাশ করছে	অর্জিত মানবিক গুণাবলি শিখন পরিবেশে আচরণে আংশিক প্রকাশ করছে	অর্জিত মানবিক গুণাবলি শিখন পরিবেশে আচরণে আংশিক প্রকাশ করছে	কর্মদিবস ২, কাজ ৩
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			শিক্ষার্থী রোগীর সেবায় করণীয় লিখে, বলে বা অন্য কোন উপায়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সামনে উপস্থাপন করেছে	শিক্ষার্থী রোগীর সেবায় করণীয় লিখে, বলে বা অন্য কোন উপায়ে বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করেছে	শিক্ষার্থী রোগীর সেবায় করণীয় সম্পর্কে জেনে, উপলব্ধি করে এবং নিজের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করে লিখে, বলে বা অন্য কোন উপায়ে সকলের সামনে উপস্থাপন করেছে	
	৭.৩.২	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে আংশিক সম্পৃক্ত করছে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে আংশিক সম্পৃক্ত করছে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে আংশিক সম্পৃক্ত করছে	কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসবের দিন), কাজ ৩
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে আংশিক সম্পৃক্ত করছে তা বিভিন্ন মাধ্যমে উপস্থাপনে সমর্থ হয়েছে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত করছে তা বিভিন্ন মাধ্যমে উপস্থাপনে সমর্থ হয়েছে	শিক্ষার্থী শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে এবং শিখন পরিবেশের বাইরে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত করছে তা বিভিন্ন মাধ্যমে উপস্থাপনে	

					সমর্থ হয়েছে	

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষক নির্ধারিত কাজ চলাকালীন অথবা কাজ শেষ হলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:

শ্রেণি:		বিষয়:			
		প্রযোজ্য PI নং			
আইডি	নাম	৭.২.১	৭.২.২	৭.৩.১	৭.৩.২
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:		বিষয়:			
		প্রযোজ্য PI নং			
আইডি	**নাম**	**৭.২.১**	**৭.২.২**	**৭.৩.১**	**৭.৩.২**
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
শ্রেণি:		□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীদের ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি: ______________	শ্রেণি: ৬ষ্ঠ	বিষয়: খ্রিস্ট ধর্ম	শিক্ষকের নাম:

পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা

পারদর্শিতার নির্দেশক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৭.১.১ ধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে উপলব্ধি প্রকাশ করছে			
	শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়বস্তু জেনে শ্রেণিকক্ষে সংবেদনশীল আচরণ প্রদর্শন করছে	শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়বস্তু জেনে শিখণ পরিবেশে (শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয় ও পরিবার) সংবেদনশীল আচরণ প্রদর্শন করছে	শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়বস্তু জেনে যে কোনো প্রেক্ষাপটে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সংবেদনশীল আচরণ প্রদর্শন করছে
৭.১.২ শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা অনুসরণ করছে।			
	শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা জেনে শিখন পরিবেশে শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে আংশিক নিয়ম মেনে চলছে	শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা জেনে স্বপ্রণোদিত হয়ে শিখন পরিবেশে নিয়ম মেনে চলছে ও অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে ও সম্পূর্ণ পালন করছে	শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা জেনে স্বপ্রণোদিত হয়ে শিখন পরিবেশে এবং শিখন পরিবেশের বাইরে (পারিবারিক ও সামাজিক) নিয়ম মেনে চলছে
৭.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে			
	মৌলিক বিধি-বিধানগুলো, মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং মানবিক গুণাবলি জেনে শিখন পরিবেশে লিখে বা অন্য যেকোনো উপায়ে আংশিক প্রকাশ করছে	মৌলিক বিধি-বিধানগুলো, মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং মানবিক গুণাবলি জেনে শিখন পরিবেশে লিখে বা অন্য যেকোনো উপায়ে সম্পূর্ণ প্রকাশ করছে	মৌলিক বিধি-বিধানগুলো, মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং মানবিক গুণাবলি জেনে শিখন পরিবেশে স্বপ্রণোদিত হয়ে লিখে বা অন্য যেকোনো উপায়ে এবং আচরণে প্রকাশ করছে
৭.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে			
	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে আংশিক চর্চা করছে	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে সম্পূর্ণ চর্চা করছে	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো স্বপ্রণোদিত হয়ে শিখন পরিবেশে এবং শিখন

			পরিবেশের বাইরে সম্পূর্ণ চর্চা করছে
৭.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে			
	অর্জিত মানবিক গুণাবলি শিখন পরিবেশে আচরণে আংশিক প্রকাশ করছে	অর্জিত মানবিক গুণাবলি শিখন পরিবেশে আচরণে সম্পূর্ণ প্রকাশ করছে	অর্জিত মানবিক গুণাবলি শিখন পরিবেশে এবং শিখন পরিবেশের বাইরে স্বপ্রণোদিত হয়ে আচরণে সম্পূর্ণ প্রকাশ করছে
৭.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে			
	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে আংশিক সম্পৃক্ত করছে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত করছে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে এবং শিখন পরিবেশের বাইরে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত করছে

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:

শ্রেণি:	বিষয়:

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:					বিষয়:						
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন
একীভূত
শিখনকালীন মূল্যায়ন
সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৭ম শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত উপায়ে ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পেরেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ
নিজস্ব পর্যবেক্ষণসহ বর্ণনামূলক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ
জীবন ও পরিপার্শ্বের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন
নিজের মতামত সম্পর্কে অন্যদের সমালোচনা ইতিবাচকভাবে নিয়েছে ও অন্যের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication
Applies strategies to minimize communication breakdown

Linguistic norms
Transforms sentence structures according to their purposes

Democratic practice
Practices democratic skills following relevant social practices

Creative expression
Expresses personal feelings on the literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ
বাস্তব সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ সমাধানে প্রথাগত ও ডিজিটাল কৌশল ব্যবহার করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি
জ্যামিতিক আকৃতি যুক্তিসহ চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ
প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ
বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া
বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর খুঁজে বের করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ
প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা
প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করে উপযুক্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে কন্টেন্ট তৈরি করেছে

আইসিটি সক্ষমতা
নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণের জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করতে পেরেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন
কোনো বাস্তব সমস্যা বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্যের নিরাপদ বিনিময় বা সম্প্রচারের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার
ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রযুক্তির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার করতে পেরেছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়
বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো
সময়ের সাথে সামাজিক কাঠামো এবং প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন মানুষের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা পর্যালোচনা করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা
বিভিন্ন সমাজের প্রেক্ষাপটে সম্পদ ব্যবস্থাপনার চর্চা ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা
সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কেন একেক অঞ্চলে একেকরকম হয় কিংবা সময়ের সাথে পালটায় তা উদঘাটন করে নিজ প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন
নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং
দেশীয় শ্রম বাজারে পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা বুঝে দক্ষতার উন্নয়ন ও লাভজনক বিনিয়োগ খাত খোঁজার চেষ্টা করেছে

পেশাগত দক্ষতা
নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা
প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে জেনে পেশায় এর প্রভাব বুঝতে পেরেছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান
ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান
মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ
ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলেমিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলা করে নিজের সামগ্রিক যত্ন ও পরিচর্যা করেছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা
যে কোন ফলাফলকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে সহমর্মী আচরণ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা
ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর
প্রকৃতি-পরিবেশের রূপ, গল্প, বা ঘটনায় নিজের কল্পনা মিশিয়ে শিল্পকলার যে কোন ধারায় সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ
শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হয়ে উপভোগ করে মতামত দিতে পারছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা
দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার চর্চা করছে ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ						

নিষ্ঠা ও সততা						

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা						

মূল্যায়নের স্কেল

■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: ডিজিটাল প্রযুক্তি | সপ্তম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সপ্তম শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন : ডিজিটাল প্রযুক্তি

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

সাধারণ নির্দেশনা:

শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে

পারে। সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।

শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়। উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন। বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্যবই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

- প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

শিখন যোগ্যতা ৭.১ প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপযুক্ত তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার, সংরক্ষণ করা ও তথ্যের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারা

শিখন যোগ্যতা ৭.২ অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত, কারিগরি ও ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করে কোন বাস্তব সমস্যাকে বিশ্লেষণ পূর্বক তার সমাধানের জন্য অ্যালগরিদম ডিজাইন ও ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারা এবং তা প্রোগ্রামে রূপ দিতে পারা

শিখন যোগ্যতা ৭.৩ বিভিন্ন ধরণের (তারযুক্ত, তারবিহীন ইত্যাদি) নেটওয়ার্কে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচার কীভাবে হয় এবং তথ্যের সুরক্ষা কীভাবে হয় তা পর্যালোচনা করতে পারা

শিখন যোগ্যতা ৭.৪ ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারা

শিখন যোগ্যতা ৭.৮ সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে নীতিগত অবস্থান নির্ধারণ করতে পারা

শিখন যোগ্যতা ৭.৯ প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত শিষ্টাচার বজায় রাখা

- কাজের সারসংক্ষেপ

বার্ষিক মূল্যায়ন প্রকল্পঃ 'সাইবার নিরাপত্তা এবং নাগরিক সেবা হেল্প ডেস্ক'

প্রকল্প মূলভাবনা:

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে দুইটি সমস্যা সমাধানে দুটি হেল্প ডেস্ক তৈরি করবে -

১। থিম ১ – সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলায় হেল্প ডেস্ক
২। থিম ২ – নাগরিক সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে হেল্প ডেস্ক

শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দল তাদের পরিবারের সদস্যরা এবং আশেপাশের মানুষজন সাইবার নিরাপত্তা জনিত কি কি ঝুঁকির সম্মুখীন হয় তা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে চিহ্নিত করবে। প্রয়োজনে শিক্ষক এবং অভিভাবকের সহায়তা নিয়ে ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করবে।
শিক্ষার্থীদের অন্য কয়েকটি দল তাদের পরিবারের সদস্য এবং আশেপাশের মানুষদের কী ধরনের নাগরিক সেবা প্রয়োজন হয় তা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে চিহ্নিত করবে। এক্ষেত্রেও প্রয়োজনে তারা শিক্ষক এবং অভিভাবকের সহায়তা নিয়ে নাগরিক সেবার ধরনগুলো চিহ্নিত করবে।

প্রতিটি সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি কীভাবে মোকাবেলা করা যায় তা শিক্ষার্থীদের দলগুলো অনুসন্ধান করে নির্ণয় করবে। একই ভাবে প্রতিটি নাগরিক সেবা সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান শিক্ষার্থীদের অন্য দলগুলো অনুসন্ধান করে নির্ণয় করবে। অনুসন্ধান ও সমস্যা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই, অন্যান্য বই, পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিতে পারবে।

শিক্ষার্থীদের দলগুলো উল্লেখিত দুটি ক্ষেত্রের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য দুটি হেল্প ডেস্ক তৈরি করবে। হেল্প ডেস্ক দুটিতে কোড অনুসরণ করে সমস্যার তালিকা থাকবে এবং সমস্যার সমাধানগুলোও কোড অনুসারে সাজাতে হবে। যে সকল সমস্যা তালিকায় থাকবে না সেগুলো সমাধানের জন্য আরেকটি হেল্প ডেস্ক থাকবে যেখানে শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দল থেকে দুই জন করে সদস্য থাকবে সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদানের জন্য।

এক দলের শিক্ষার্থীরা আরেক দলের হেল্প ডেস্ক থেকে নিজেদের সমস্যার সমাধান নিবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হেল্প ডেস্ক গুলো বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং সকলে হেল্প ডেস্কগুলো থেকে সেবা নিতে পারবে। সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ব্যতীত অন্য যারা হেল্প ডেস্কগুলো থেকে সেবা নিবে তারা সেবার মান সম্পর্কে ২/৩ লাইনে রিভিউ লিখবে।কার্যক্রম শেষে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে ৩০ মিনিট সময় পাবে যে সময় তারা তাদের এই পুরো অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে প্রতিফলনমূলক প্রতিবেদন তৈরি করবে। প্রতিবেদনে এই পুরো কাজটি কীভাবে হয়েছে তা ফ্লোচার্ট এঁকে প্রকাশ করে দেখাবে এবং হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে সেবা প্রদানের পুরো প্রক্রিয়া যদি তারযুক্ত বা তারবিহীন নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে করা হতো তাহলে কি করতে হতো তা লিখে প্রকাশ করবে।

- ধাপসমূহ:
  - **ধাপ ১ (প্রথম কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**

কাজ ১:

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে জোড় সংখ্যক দলে ভাগ করে দিবেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে কোন দলেই যেন ৬ জনের বেশি শিক্ষার্থী না থাকে। দলগুলোকে ১, ২, ৩, ৪ ... এভাবে নামকরণ (নম্বরিং) করবেন।

- **থিম ১ - সাইবার নিরাপত্তা হেল্প ডেস্ক** বেজোড় নম্বর (১, ৩, ৫...) দলগুলো এটি তৈরির কাজ করবে।
- **থিম ২ - নাগরিক সেবা হেল্প ডেস্ক** জোড় নম্বর (২, ৪, ৬...) দলগুলো এটি তৈরির কাজ করবে।

কাজ ২:

সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে যে দলগুলো কাজ করবে তারা দলে বসে তাদের পরিবারের সদস্য এবং আশেপাশের মানুষজন কী ধরনের সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন হয় তার তালিকা তৈরি করবে।

একই ভাবে নাগরিক সেবা নিয়ে কাজ করা দলগুলোর সব সদস্য দলে বসে তাদের পরিবারের সদস্য এবং আশেপাশের মানুষজনের কী ধরনের নাগরিক সেবা প্রয়োজন হয় তার তালিকা তৈরি করবে।

দুই দলকেই শিক্ষক সমস্যা চিহ্নিতকরণে যথাযথ সহায়তা প্রদান করবেন। পাশাপাশি এক দল অন্য দলকেও সমস্যা চিহ্নিত করণে সহায়তা প্রদান করবে।

সবগুলো সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি এবার শিক্ষার্থীরা মিলে একটি কাগজে লিখে ফেলবে। প্রতিটি সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকিকে আলাদা আলাদা কোডিং (নাম্বারিং) করবে।

একই ভাবে সবগুলো নাগরিক সেবাকেও শিক্ষার্থীরা একটি কাগজে লিখে ফেলবে এবং আলাদা আলাদা কোডিং (নাম্বারিং) করবে।

কাজ ৩:

শিক্ষার্থীরা যেসকল সাইবার নিরাপত্তা জনিত ঝুঁকি / সমস্যা চিহ্নিত করেছে সেগুলোকে শিক্ষক বেজোড় নম্বর দলগুলোর মাঝে ভাগ করে দিবেন। প্রতিটি দল তাদের জন্য নির্ধারিত ঝুকিসমূহ মোকাবেলার উপায় নির্ণয় করে আলাদা আলাদা কাগজে লিখবে।

শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৭.১ ও ৭.৮ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৭.১.১ ও ৭.৮.১ মূল্যায়ন করতে হবে।

একইভাবে অন্যদলের শিক্ষার্থীরা যেসকল নাগরিক সেবা চিহ্নিত করেছে সেগুলোকে শিক্ষক জোড় নম্বর দলগুলোর মাঝে ভাগ করে দিবেন। প্রতিটি দল তাদের জন্য নির্ধারিত নাগরিক সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতিগুলো নির্ণয় করে আলাদা আলাদা কাগজে লিখবে।

শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৭.১ ও ৭.৫ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৭.১.১ ও ৭.৫.১ মূল্যায়ন করতে হবে।

**শিক্ষার্থীরা নিজেদের মাঝে কাজগুলো এমনভাবে ভাগ করে নিবে যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই কোন না কোন সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি বা নাগরিক সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি নিয়ে কাজ করতে হয়।*

**এক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের কাজটি শিক্ষার্থীরা বাড়িতে গিয়ে অভিভাবকদের কাছে জিজ্ঞেস করে, বিভিন্ন বই পড়ে বা ইন্টারনেট থেকে সহায়তা নিয়ে করতে পারবে। কর্মদিবস ২ শুরুর আগেই তথ্যগুলো (সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি ও নাগরিক সেবার প্রাপ্তির পদ্ধতি) সংগ্রহ করে আলাদা আলাদা কাগজে লিখে ফেলতে হবে।*

কাজ ৪:

শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে কর্মদিবস ২ এর কাজ বুঝিয়ে দিবেন। কর্মদিবস ২ এর কাজ হবে হেল্প ডেস্ক তৈরি করে নিজেরা সেগুলো থেকে সাহায্য পাচ্ছে কিনা তা যাচাই করা। হেল্প ডেস্ক তৈরির জন্য শিক্ষার্থীদের যে কাজগুলো করতে হবে সেগুলো হল–

- প্রতিটি সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলার উপায়কে আলাদা খামে ভরে কোডিং করা। (বিজোড় নম্বর দলগুলোর কাজ)
- প্রতিটি নাগরিক সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতিকে আলাদা খামে ভরে কোডিং করা। (জোড় নম্বর দলগুলোর কাজ)

- প্রতিটি সমাধানের কোডের সাথে পোস্টারে লেখা সমস্যার (প্রথম কর্মদিবসের কাজ ২) কোডিং এর যেন মিল থাকে তা নিশ্চিত করা।
- হেল্প ডেস্ক দুটি স্থাপনের জন্য যায়গা খুঁজে বের করা।
- শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত তালিকায় নেই এমন সমস্যা সমাধানের জন্য তৃতীয় একটি মানব হেল্প ডেস্ক তৈরি করা এবং সেখানে বসার জন্য প্রতি দল থেকে একজন/দুইজন করে নির্বাচন করা।

- **ধাপ ২ (দ্বিতীয় কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

টেবিল / ডেস্ক / পোডিয়াম (হেল্প ডেস্ক তৈরির জন্য)

খাম (সাইবার ঝুঁকি মোকাবেলার উপায় এবং নাগরিক সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতিগুলো আলাদা করে কোডিং করা রাখার জন্য)

পোস্টার পেপার / আর্ট পেপার / সাদা কাগজ / পুরানো ক্যালেন্ডার (হেল্প ডেস্কের সামনে নাম লেখার জন্য)

কাজ ১:

শিক্ষার্থীরা তাদের সমাধানগুলো আলাদা আলাদা খামে ভরে সমস্যার তালিকা অনুসারে কোডিং করবে। কোডিং শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছেমত সংখ্যা বা বর্ণ

হেল্প ডেস্ক দুটি তৈরি করে সমস্যার তালিকাগুলো নিজ নিজ হেল্প ডেস্কের সামনে ঝুলিয়ে দিবে এবং ডেস্কের উপর সমাধানের খামগুলো সাজিয়ে রাখবে।

শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৭.২ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৭.২.১ মূল্যায়ন করতে হবে।

কাজ ২:

শিক্ষার্থীরা নিজেদের হেল্প ডেস্ক গুলো কাজ করছে কি না তা নিজেরা যাচাই করবে

সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা দলগুলোর সদস্যরা নাগরিক সেবা নিয়ে কাজ করা দলগুলোর হেল্প ডেস্কে যাবে এবং নাগরিক সেবা নিয়ে কাজ করা দলগুলোর সদস্যরা সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা দলগুলোর হেল্প ডেস্কে যাবে। এভাবে দুটি হেল্প ডেস্ক থেকেই প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে কিনা তা শিক্ষার্থীরা নিজেরা যাচাই করে দেখবে। হেল্প ডেস্কগুলোতে কোন ধরনের সমস্যা পাওয়া গেলে শিক্ষার্থীরা একে অপরকে তা সমাধান করতে সহায়তা করবে।

কাজ ৩:

মূল্যায়ন উৎসবের দিন শিক্ষার্থীদেরকে যে প্রতিফলনমূলকও প্রতিবেদনটি লিখতে হবে সেটি সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদান করবেন।

প্রতিবেদনের কিছু কাজ শিক্ষার্থীরা এই সেশনে করবে। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ দলের কাজগুলো কীভাবে করেছে তা ফ্লোচার্ট এঁকে প্রকাশ করবে। একই সাথে এই কাজগুলো করার ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক কীভাবে কাজ করেছে তাও শিক্ষার্থীরা নির্ণয় করবে। অর্থ্যাৎ দুইটি দলেরই শিক্ষার্থীর পুরো কার্যক্রমের মধ্যে নেটওয়ার্ক এর বিভিন্ন উপাদান কিভাবে কাজ করেছে তা লিখবে।

শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৭.২ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৭.২.১ মূল্যায়ন করতে হবে।

কাজ ৪:

মূল্যায়ন উৎসবের দিন হেল্প ডেস্ক গুলো উদ্বোধনের জন্য শিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের নিয়ম মেনে তাদের প্রধান শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদের আমন্ত্রণ জানাবে।

শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৭.৯ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৭.৯.১ মূল্যায়ন করতে হবে।

কাজ ৫:

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন উৎসবের দিনের কাজ বুঝিয়ে দিবেন। মূল্যায়ন উৎসবের দিন শিক্ষার্থীরা যে কাজগুলো করবে সেগুলো হল–

- হেল্প ডেস্কগুলো কোড অনুসারে সাজিয়ে সেগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত করা। (১ থেকে ১.৫ ঘণ্টার জন্য)
- হেল্প ডেস্ক গুলো থেকে কোড অনুসারে সহায়তা না পেলে যে মানব হেল্প ডেস্কে যেতে হবে সেটি তৈরি করা এবং সেখানে কোন শিক্ষার্থীরা থাকবে তা নির্ধারণ করা।
- হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান শেষে পুরো অভিজ্ঞতাটি নিয়ে একটি প্রতিফলনমূলক প্রতিবেদন লেখা।

○ **ধাপ ৩ (তৃতীয় কর্মদিবস : ১২০ মিনিট বা প্রয়োজনে কিছুটা বেশি সময়)**

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

টেবিল / ডেস্ক / পোডিয়াম (হেল্প ডেস্ক তৈরির জন্য)

পোস্টার পেপার / আর্ট পেপার / সাদা কাগজ / পুরানো ক্যালেন্ডার (হেল্প ডেস্কের সামনে নাম লেখার জন্য)

ডায়রি / খাতা / সাদা কাগজ (সহায়তা গ্রহণকারীদের রিভিউ লেখার জন্য)

কাজ ১:

শিক্ষার্থীরা তাদের হেল্প ডেস্ক গুলো সাজিয়ে প্রস্তুত করে সহায়তা প্রদানের জন্য উন্মুক্ত করবে।

কাজ ২:

বিদ্যালয়ের অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীবৃন্দ, শিক্ষক বৃন্দ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী বৃন্দ হেল্প ডেস্কগুলো থেকে সহায়তা নিবে। সহায়তা নেয়ার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের সমস্যা হচ্ছে কিনা তার প্রতি শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য রাখবে। সহায়তা গ্রহণকারীরা যেন রিভিউ প্রদান করেন সেটি শিক্ষার্থীরা নিশ্চিত করবে।

শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৭.৯ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৭.৯.১ মূল্যায়ন করতে হবে।

কাজ ৩:

শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে তাদের প্রতিফলনমূলক প্রতিবেদনটি তৈরি করবে। প্রতিবেদনে শিক্ষার্থী পুরো কাজটি করতে গিয়ে নিজেদের অনুভূতি লিখবে, নতুন কি জানতে পারল তা লিখবে। প্রতিবেদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এই পুরো কাজটি যদি তারা তারবিহীন এবং তারযুক্ত নেটওয়ার্কের সাহায্য করত তাহলে তারা কীভাবে করত বলে সে মনে করে। (এখানে শিক্ষার্থী ‘বন্ধু নেটওয়ার্কে ভাব বিনিময়’ অভিজ্ঞতাটি থেকে যা নতুন যা জেনেছে বা অভিজ্ঞতা করেছে তার ভিত্তিতে লিখবে)

শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৭.৩ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৭.৩.১ মূল্যায়ন করতে হবে।

শিক্ষকের কাজ:

- শিক্ষক নির্দেশনাটি সম্পূর্ণ ভালভাবে পড়ে শিক্ষার্থীদের পুরো কাজটি বুঝিয়ে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে কাজ ভাগ করে দিবেন।
- তথ্য অনুসন্ধানের জন্য শিক্ষার্থীদের যথাযথ সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা সঠিক ভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করবেন এবং দলগত কাজগুলোতে যাতে দলের সকল সদস্য অংশগ্রহণ করে তা নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষার্থীদের দলগত কাজগুলো পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় নোট নিবেন।
- ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের মূল্যায়ন উৎসবের দিন প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক, অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থী, এবং বিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করবেন। একই সাথে তারা যেন হেল্প ডেস্ক গুলো থেকে সহায়তা নিয়ে তাঁর রিভিউ দেয় তা নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রতিবেদন লেখার জন্য ৩০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিবেন।
- মূল্যায়নের তিন দিনের পর্যবেক্ষণ এবং শেষ দিনের প্রতিবেদন ও হেল্প ডেস্কের রিভিউ অনুসারে শিক্ষার্থী যোগ্যতা অর্জনের কোন ধাপে আছে তা নির্ধারন করবেন।
- শিক্ষার্থী যে প্রতিবেদন জমা দিবে সেটি এবং শিক্ষার্থীদের তৈরি হেল্প ডেস্কের সমস্যার সমাধানগুলোকে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের রেকর্ড হিসেবে সংরক্ষণ করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।
এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক
পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চুড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;
১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,
২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।
১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে। এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।
২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।

একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।

কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্র

চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)

বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

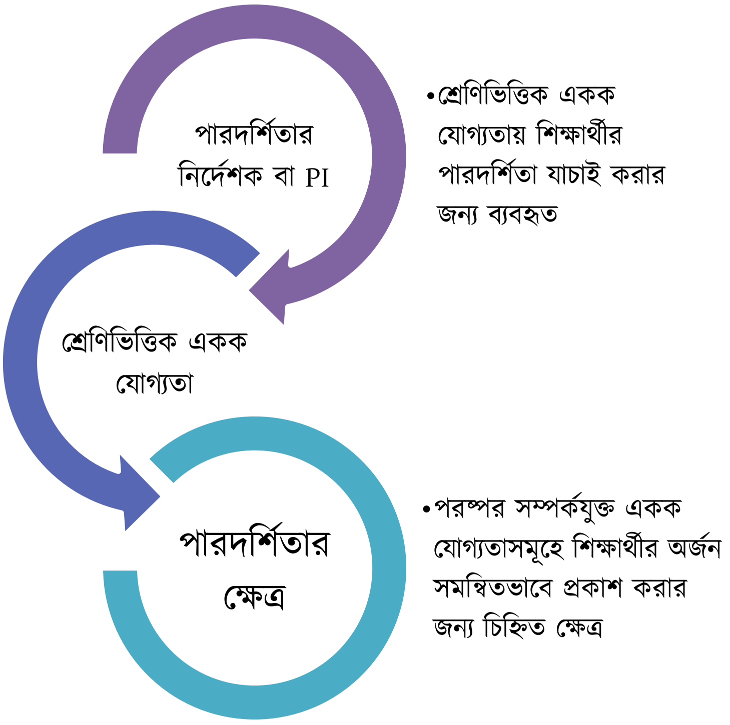

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। ডিজিটাল সাক্ষরতা

২। আইসিটি সক্ষমতা

৩। ডিজিটাল সলিউশান উদ্ভাবন

৪। আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, ‘আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার’ ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম **শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
৪। আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার	৭.৬ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং এ বিষয়ক নীতি মেনে চলা।	৭.৬.১ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বানিজ্যিকভাবে ব্যবহারের নীতি অনুসরণ করতে পারবে;
	৭.৭ তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নিজের ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করা ও তার নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সেবা গ্রহণে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারা।	৭.৭.১ ভার্চুয়াল পরিচিতির নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সেবা গ্রহণ করতে পারবে;
	৭.৮ সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে নীতিগত অবস্থান নির্ধারণ করতে পারা্	৭.৮.১ সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে নিজের করনীয় নির্ধারণ করতে পারবে;
	৭.৯ প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত শিষ্টাচার বজায় রাখতে পারা।	৭.৯.১ উপযুক্ত শিষ্টাচার মেনে সক্রিয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পারবে।
	৭.১০ তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে পারিপার্শি¦ক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর চলমান পরিবর্তন খোলা মন নিয়ে ও নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করতে পারা।	৭.১০.১ তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর চলমান পরিবর্তন নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে;

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**সপ্তম শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা**
১। ডিজিটাল সাক্ষরতা	প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করে উপযুক্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে কন্টেন্ট তৈরি করেছে
২। আইসিটি সক্ষমতা	নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণের জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করতে পারছে
৩। ডিজিটাল সলিউশান উদ্ভাবন	কোনো বাস্তব সমস্যা বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্যের নিরাপদ বিনিময় বা সম্প্রচারের কৌশল ব্যাখ্যা করছে
৪। আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার	ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রযুক্তির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার করতে পেরেছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতার নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পর্যায় মাত্র ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এজন্য এই অবস্থানকে একটি ৭-স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার এই স্তরগুলো নিম্নরূপ:

1. অনন্য (Upgrading)
2. অর্জনমুখী (Achieving)
3. অগ্রগামী (Advancing)
4. সক্রিয় (Activating)
5. অনুসন্ধানী (Exploring)
6. বিকাশমান (Developing)
7. প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

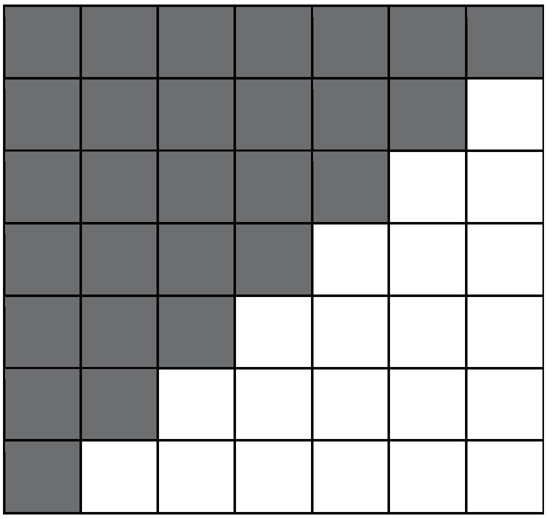

অনন্য (Upgrading)

অর্জনমুখী (Achieving)

অগ্রগামী (Advancing)

সক্রিয় (Activating)

অনুসন্ধানী (Exploring)

বিকাশমান (Developing)

প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

এই কাজটি করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * ১০০\%$$

উদাহরণস্বরূপ, 'আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ৫টি (৭.৬.১, ৭.৭.১, ৭.৮.১, ৭.৯.১, ৭.১০.১)। কোনো শিক্ষার্থী এই ৫ টি PI এর মধ্যে ৩ টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। বাকি ২টির একটিতে সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) এবং আরেকটিতে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	৫ টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	৩ টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{৩ - ১}{৫} * ১০০\% = ৪০\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর অবস্থান পারদর্শিতার কোন স্তরে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:

- যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
- অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

নিচের ছকে পারদর্শিতার সবগুলো স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেয়া হলো:

পারদর্শিতার স্তর	পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ৪০% হলে ওই শিক্ষার্থীর অবস্থান হবে 'অগ্রগামী (Advancing)'। রিপোর্ট কার্ড বা সনদে, 'আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার'' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার
ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রযুক্তির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার করতে পেরেছে

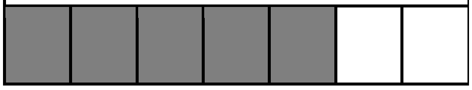

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি সপ্তম শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
১। ডিজিটাল সাক্ষরতা	৭.১ প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপযুক্ত তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার, সংরক্ষণ করা ও তথ্যের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারা।	৭.১.১ যেকোন তথ্য সংগ্রহ করে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারবে
	৭.৪ নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট এবং মাধ্যম বিবেচনায় নিয়ে সৃজনশীল কাজের উন্নয়ন ও উপস্থাপনে ডিজিটাল প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারে আগ্রহী হওয়া।	৭.৪.১ প্রেক্ষাপট ও মাধ্যম বিবেচনায় ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরি করতে পারবে।
২। আইসিটি সক্ষমতা	৭.৫ ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স স¤পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণ করতে পারা।	৭.৫.১ ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে;
৩। ডিজিটাল সলিউশান উদ্ভাবন	৭.২ অর্থনৈতিক , সামাজিক, পরিবেশগত, কারিগরি ও ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করে কোন বাস্তব সমস্যাকে বিশ্লেষণপূর্বক তার সমাধানের জন্য অ্যালগরিদম ডিজাইন ও ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারা এবং তা প্রোগ্রামে রূপ দিতে পারা।	৭.২.১ ডিজাইন করা অ্যালগরিদমকে প্রোগ্রামে রূপ দিতে পারবে।
	৭.৩ বিভিন্ন ধরনের (তারযুক্ত, ওয়্যারলেস ইত্যাদি) নেটওয়ার্কে তথ্যের আদান-প্রদান ও স¤প্রচার কীভাবে করা হয় এবং তথ্যের সুরক্ষা কীভাবে বজায় রাখা হয় তা পর্যালোচনা করতে পারা।	৭.৩.১ নেটওয়্যার্কে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচারের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে;
		৭.৩.২ তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচার প্রক্রিয়ায় তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কৌশল নিধারণ করতে পারবে;
৪। আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার	৭.৬ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং এ বিষয়ক নীতি মেনে চলা।	৭.৬.১ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বানিজ্যিকভাবে ব্যবহারের নীতি অনুসরণ করতে পারবে;
	৭.৭ তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নিজের ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করা ও তার নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত	৭.৭.১ ভার্চুয়াল পরিচিতির নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সেবা গ্রহণ করতে পারবে;

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
	সেবা গ্রহণে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারা।	
	৭.৮ সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে নীতিগত অবস্থান নির্ধারণ করতে পারা্	৭.৮.১ সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে নিজের করনীয় নির্ধারণ করতে পারবে;
	৭.৯ প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত শিষ্টাচার বজায় রাখতে পারা।	৭.৯.১ উপযুক্ত শিষ্টাচার মেনে সক্রিয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পারবে।
	৭.১০ তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে পারিপার্শি¦ক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর চলমান পরিবর্তন খোলা মন নিয়ে ও নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করতে পারা।	৭.১০.১ তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর চলমান পরিবর্তন নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে;

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৬টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট

হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা			পারদর্শিতার সূচকের সাথে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট কাজের সম্পর্ক
			□	○	△	
৭.১ প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপযুক্ত তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার, সংরক্ষণ করা ও তথ্যের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারা।	৭.১.১	যেকোন তথ্য সংগ্রহ করে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারবে	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেকোন তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে পেরেছে	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে একাধিক তথ্য তুলনা করে নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পেরেছে	বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনায় উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে	কর্মদিবস ১: কাজ ৩ সাইবার ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য অনুসন্ধান এবং জরুরী সেবা সম্পর্কিত তথ্য অনুসন্ধান
৭.২ অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত, কারিগরি ও ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করে কোন বাস্তব সমস্যাকে বিশ্লেষণ পূর্বক তার সমাধানের জন্য অ্যালগরিদম ডিজাইন ও ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারা এবং তা প্রোগ্রামে রূপ দিতে পারা	৭.২.১	ডিজাইন করা অ্যালগরিদম কে প্রোগ্রামে রূপ দিতে পারবে।	শিক্ষার্থী একটি বাস্তব সমস্যাকে সমাধান করার লক্ষ্যে একটি এলগোরিদমকে প্রবাহচিত্রে রুপান্তর করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী একটি বাস্তব সমস্যাকে সমাধান করার লক্ষ্যে একটি এলগোরিদমকে প্রবাহচিত্রে রুপান্তর করে এটিকে সুডোকোডে প্রকাশ করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী যেকোনো অ্যালগরিদমকে প্রবাহচিত্রে রূপান্তর করতে পারছে এবং সেই প্রবাহচিত্রকে সুডো কোডে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছে	কর্মদিবস ২: কাজ ১ সাইবার অপরাধ ও জরুরি সেবা বিষয়ক সমস্যা ও সমাধান কোড অনুযায়ী সাজানো। কর্মদিবস ২: কাজ ১ নিজেদের পুরো কাজের প্রক্রিয়াকে প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে সাজানো। তাদের কাজে পুনরাবৃত্তি বা শাখাবিণ্যাস কীভাবে কাজ করেছে তা চিহ্নিত করা।
৭.৩ বিভিন্ন	৭.৩.১	তথ্যের আদান	শিখন পরিবেশে	তারবিহীন ও	তারবিহীন ও	কর্মদিবস ৩: কাজ ৩

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা			পারদর্শিতার সূচকের সাথে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট কাজের সম্পর্ক
			□	○	△	
ধরণের (তারযুক্ত, তারবিহীন ইত্যাদি) নেটওয়্যার্কে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচার কীভাবে হয় এবং তথ্যের সুরক্ষা কীভাবে হয় তা পর্যালোচনা করতে পারা		প্রদান ও সম্প্রচার প্রক্রিয়ায় তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কৌশল নির্ধারণ করতে পারবে;	তারবিহীন ও তারযুক্ত নেটওয়ার্ক পর্যবেক্ষণ করে তথ্যের আদান প্রদ্যান ও সম্প্রচারের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করবে;	তারযুক্ত নেটওয়ার্কের সুবিধা অসুবিধার তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করে তথ্যের আদান প্রদ্যান ও সম্প্রচারের প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করবে;	তারযুক্ত নেটওয়ার্কে কীভাবে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচার হয় তা পর্যালোচনা করে সেটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত করে এর প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পেরেছে;	প্রতিফলনমূলক প্রতিবেদনে শিক্ষার্থী তার পুরো হেল্প ডেস্ক তৈরি ও ব্যবহারের প্রক্রিয়াটি তারবিহীন ও তারযুক্ত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে করলে কীভাবে করত তা বর্ণনা লিখবে।
৭.৫ ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারা;	৭.৫.১	ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে;	শিখন পরিবেশে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেকোন নাগরিক সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;	ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সকল ধাপ অনুসরণ করে একাধিক নাগরিক সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;	চাহিদা বিবেচনা করে সকল ধাপ যথাযথভাবে অনুসরণ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে কার্যকরভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;	কর্মদিবস ১: কাজ ৩ জরুরী সেবা সম্পর্কিত সমস্যা ও সমাধান চিহ্নিত
৭.৮ সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে নীতিগত অবস্থান নির্ধারণ করতে পারা	৭.৮.১	সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে নিজের করনীয় নির্ধারণ করতে পারবে;	শিখন পরিবেশে সাইবার অপরাধ বিশ্লেষণ করে তার নৈতিক দিক উপলব্ধি করে নিজের করনীয় চিহ্নিত করতে পেরেছে;	পারিপার্শ্বিক পরিবেশে সাইবার অপরাধ বিশ্লেষণ করে তার নৈতিক দিক উপলব্ধি করে নিজের করনীয় চিহ্নিত করতে পেরেছে;	যেকোন পরিবেশে সাইবার অপরাধ বিশ্লেষণ করে তার যথাযথ নৈতিক দিক বিবেচনা করে তা প্রতিরোধে যথাযথ করনীয় নির্ধারণ করতে পেরেছে;	কর্মদিবস ১: কাজ ৩ সাইবার ঝুঁকি সম্পর্কিত সমস্যা ও সমাধান চিহ্নিত
৭.৯ প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত শিষ্টাচার বজায় রাখা	৭.৯.১	উপযুক্ত শিষ্টাচার মেনে সক্রিয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পারবে।	শিখন পরিবেশে উপযুক্ত শিষ্টাচার অনুসরণ করে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পেরেছে;	পারিপার্শ্বিক পরিবেশে উপযুক্ত শিষ্টাচার অনুসরণ করে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পেরেছে;	চাহিদা অনুসারে উপযুক্ত শিষ্টাচার অনুসরণ করে যথাযথভাবে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পেরেছে;	কর্মদিবস ২: কাজ ৪ প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের নিয়ম মেনে অতিথি আমন্ত্রণ কর্মদিবস ৩: কাজ ৪ হেল্প ডেস্কে তথ্য নিতে আসা ব্যক্তিদের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক আচরণ বজায় রেখে সেবা

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা			পারদর্শিতার সূচকের সাথে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট কাজের সম্পর্ক
			□	○	△	
						দিয়েছে

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন		
প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি : সপ্তম							
বিষয়: ডিজিটাল প্রযুক্তি		পারদর্শিতার নির্দেশক					
রোল নং	নাম	৭.১.১	৭.২.১	৭.৩.১	৭.৫.১	৭.৮.১	৭.৯.১
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি : সপ্তম							
বিষয়: ডিজিটাল প্রযুক্তি		পারদর্শিতার নির্দেশক					
রোল নং	নাম	৭.১.১	৭.২.১	৭.৩.১	৭.৫.১	৭.৮.১	৭.৯.১
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	**শ্রেণি : সপ্তম**	**বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি**	**শিক্ষকের নাম :**

পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা

পারদর্শিতার সুচক	**শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা**		
৭.১.১ যেকোন তথ্য সংগ্রহ করে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারবে	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেকোন তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে পেরেছে	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে একাধিক তথ্য তুলনা করে নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পেরেছে	বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনায় উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে
৭.২.১ ডিজাইন করা অ্যালগরিদমকে প্রোগ্রামে রূপ দিতে পারবে।	শিক্ষার্থী একটি বাস্তব সমস্যাকে সমাধান করার লক্ষ্যে একটি এলগোরিদমকে প্রবাহচিত্রে রুপান্তর করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী একটি বাস্তব সমস্যাকে সমাধান করার লক্ষ্যে একটি এলগোরিদমকে প্রবাহচিত্রে রুপান্তর করে এটিকে সুডোকোডে প্রকাশ করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী যেকোনো অ্যালগরিদমকে প্রবাহচিত্রে রূপান্তর করতে পারছে এবং সেই প্রবাহচিত্রকে সুডো কোডে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছে
৭.৩.১ নেটওয়ার্কে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচারের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে	শিখন পরিবেশে তারবিহীন ও তারযুক্ত নেটওয়ার্ক পর্যবেক্ষণ করে তথ্যের আদান প্রদ্‌ান ও সম্প্রচারের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করবে;	তারবিহীন ও তারযুক্ত নেটওয়ার্কের সুবিধা অসুবিধার তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করে তথ্যের আদান প্রদ্‌ান ও সম্প্রচারের প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করবে;	তারবিহীন ও তারযুক্ত নেটওয়ার্কে কীভাবে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচার হয় তা পর্যালোচনা করে সেটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত করে এর প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পেরেছে;
৭.৩.২ তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচার প্রক্রিয়ায় তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কৌশল নির্ধারণ করতে পারবে;	শিখন পরিবেশে নেটওয়ার্কে তথ্য আদান প্রদান ও সম্প্রচার প্রক্রিয়ায় তথ্যকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় তার কৌশল নির্ধারণ করতে পেরেছে;	যেকোন পরিবেশে নেটওয়ার্কে তথ্য আদান প্রদান ও সম্প্রচার প্রক্রিয়ায় তথ্যকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় তার কৌশল নির্ধারণ করতে পেরেছে;	চাহিদা বিবেচনায় নেটওয়ার্কে তথ্য আদান প্রদান ও সম্প্রচার প্রক্রিয়ায় তথ্যকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় তার কৌশল নির্ধারণ করতে পেরেছে;
৭.৪.১ প্রেক্ষাপট ও মাধ্যম বিবেচনায় ডিজিটাল প্রযুক্তি	নিজেস্ব প্রেক্ষাপটে সুনির্দিষ্ট মাধ্যম	নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন	চাহিদা বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন

ব্যবহার করে সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরি করতে পারবে।	বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট তৈরিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পেরেছে	মাধ্যমের প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে কার্যকর কনটেন্ট তৈরি করতে পেরেছে	প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন মাধ্যমের জন্য কার্যকর কনটেন্ট তৈরি করতে পেরেছে
৭.৫.১ ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে;			
	শিখন পরিবেশে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেকোন নাগরিক সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;	ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সকল ধাপ অনুসরণ করে একাধিক নাগরিক সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;	চাহিদা বিবেচনা করে সকল ধাপ যথাযথভাবে অনুসরণ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে কার্যকরভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;
৭.৬.১ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বানিজ্যিকভাবে ব্যবহারের নীতি অনুসরণ করতে পারবে;			
	শিখন পরিবেশে বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের কোনটি ব্যক্তিগত ও কনটি বাণিজ্যিক তা জেনে তা অনুযায়ী ব্যবহার করেছে	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ভিন্নতা অনুযায়ী এর ভিন্ন ব্যবহারবিধি মেনে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করেছে	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ভিন্নতা উপলব্ধি করে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে
৭.৭.১ ভার্চুয়াল পরিচিতির নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সেবা গ্রহণ করতে পারবে;			
	শিখন পরিবেশে সেবা গ্রহণে তৈরিকৃত ভার্চুয়াল পরিচিতির নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;	প্রয়োজন অনুসারে সরকারি বেসরকারি সেবা গ্রহণে তৈরিকৃত ভার্চুয়াল পরিচিতির নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;	চাহিদা বিবেচনা করে ভার্চুয়াল পরিচিতি কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;
৭.৮.১ সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে নিজের করনীয় নির্ধারণ করতে পারবে;			
	শিখন পরিবেশে সাইবার অপরাধ বিশ্লেষণ করে তার নৈতিক দিক উপলব্ধি করে নিজের করনীয় চিহ্নিত করতে পেরেছে;	পারিপার্শ্বিক পরিবেশে সাইবার অপরাধ বিশ্লেষণ করে তার নৈতিক দিক উপলব্ধি করে নিজের করনীয় চিহ্নিত করতে পেরেছে;	যেকোন পরিবেশে সাইবার অপরাধ বিশ্লেষণ করে তার যথাযথ নৈতিক দিক বিবেচনা করে তা প্রতিরোধে যথাযথ করনীয় নির্ধারণ করতে পেরেছে;
৭.৯.১ উপযুক্ত শিষ্টাচার মেনে সক্রিয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পারবে।			
	শিখন পরিবেশে উপযুক্ত শিষ্টাচার অনুসরণ করে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পেরেছে;	পারিপার্শ্বিক পরিবেশে উপযুক্ত শিষ্টাচার অনুসরণ করে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পেরেছে;	চাহিদা অনুসারে উপযুক্ত শিষ্টাচার অনুসরণ করে যথাযথভাবে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পেরেছে;
৭.১০.১ তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর চলমান পরিবর্তন নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে;			
	শিখন পরিবেশে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিবর্তনসমূহ চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী আচরণ করতে	পারিপার্শ্বিক পরিবেশে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিবর্তনসমূহ চিহ্নিত করে সে	আঞ্চলিক পরিবেশকে উপলব্ধি করে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিবর্তনসমূহ চিহ্নিত করে সে

	পারবে;	অনুযায়ী আচরণ করতে পারবে;	অনুযায়ী বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে আচরণ করতে পারবে;

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :						বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি					
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

একীভূত

শিখনকালীন মূল্যায়ন

সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৬ষ্ঠ .... শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- ইংরেজি
- জীবন ও জীবিকা
- গণিত
- ধর্ম শিক্ষা
- বিজ্ঞান
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত ভাষায় যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ
বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ
সাহিত্যরস উপভোগ করে নিজের কল্পনা ও অনুভূতি সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন
কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজের মত দিয়েছে ও অন্যের মতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication
Communicates with relevance to a given context

Linguistic norms
Uses appropriate vocabulary and expressions as required in the context

Democratic practice
Values democratic atmosphere in communication and participates accordingly

Creative expression
Comprehends and relates to literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ
গাণিতিক সমস্যা সমাধানে যথাযথ ভাষা ও কৌশলের প্রয়োগ করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি
নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতি চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ
প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ
পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া
বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনায় শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ
মানুষ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা
প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যাবহার করতে পেরেছে

আইসিটি সক্ষমতা
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন
অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার
সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়
লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো
বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা
সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা
সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন	ক্যারিয়ার প্ল্যানিং	পেশাগত দক্ষতা
নিজের পছন্দ ও সক্ষমতা বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে	পেশার পরিবর্তন এবং তার সংগে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে তা অর্জনের জন্য নিজ প্রেক্ষাপটে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে	নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা
পেশায় ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব জেনে অভিযোজনের প্রস্তুতি নিতে পারছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মীয় বিধিবিধান	ধর্মীয় মূল্যবোধ
ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শন করেছে	ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে	ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা	আবেগিক বুদ্ধিমত্তা	সামাজিক বুদ্ধিমত্তা
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে	কাউকে কষ্ট না দিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে	পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর	নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ	যাপিত জীবনে নান্দনিকতা
প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে	শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা উপভোগ করতে পারছে এবং সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে	দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার প্রকাশ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	নিষ্ঠা ও সততা	পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা
☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐

মূল্যায়নের স্কেল

■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■☐	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■☐☐	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■☐☐☐	=	সক্রিয় (Activating)
■■■☐☐☐☐	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■☐☐☐☐☐	=	বিকাশমান (Developing)
■☐☐☐☐☐☐	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: ইংরেজি | সপ্তম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সপ্তম শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : ইংরেজি

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন : ইংরেজী

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় ইংরেজী বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই ইংরেজী বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

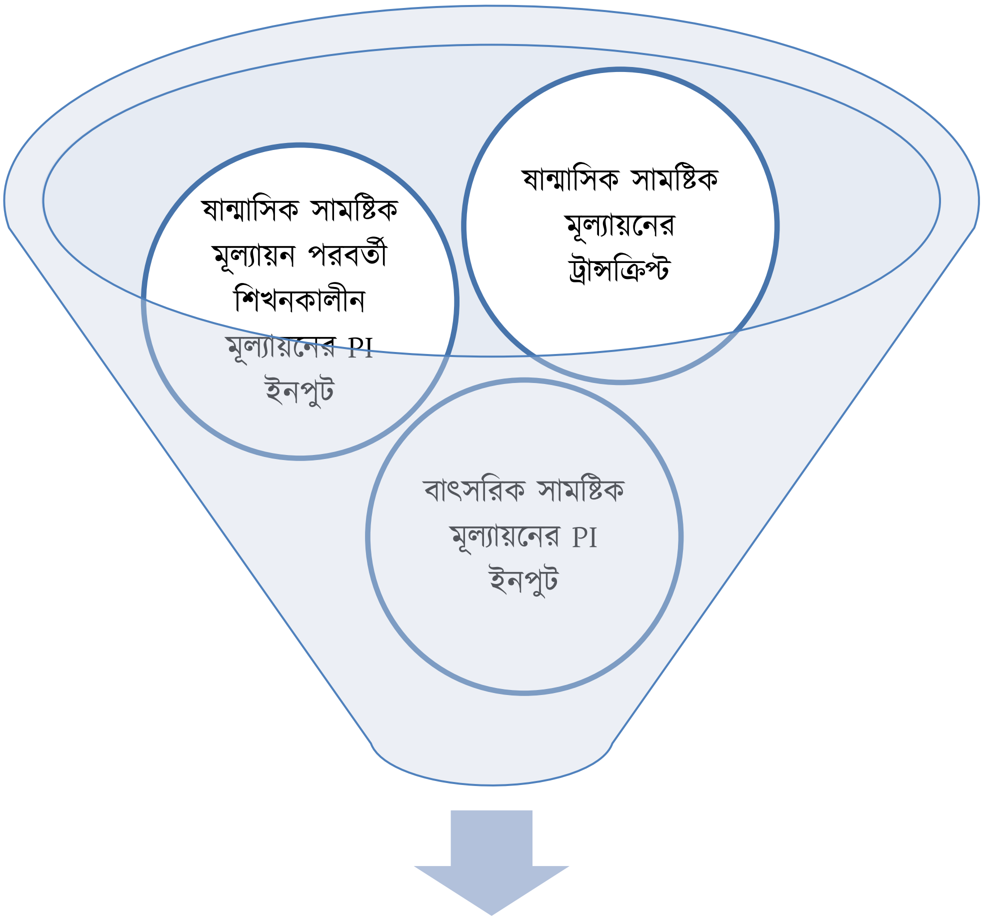

চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে ইংরেজী বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।

- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্যবই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

- প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

  7.1 Ability to repair communication breakdown relating to the contexts
  7.2 Ability to recognize and transform different sentence structures
  7.3 Ability to practice democratic norms in accordance with relevant social practices
  7.4 Ability to connect emotionally with a literary text and express personal feelings on it.

- কাজের সারসংক্ষেপ

Day 1 (90 minutes/two consecutive classes)

Task one (40 minutes)

Firstly, in session one, students will engage in developing an outline of a story. In groups, they will discuss and generate ideas on the characters, setting, plot and dialogues on the chosen theme. Later, the students will develop a storyline individually.

Instructions for teacher

The teacher will tell and write down the instructions on the board. S/he has to check students' understanding of the instructions. **S/he may help students to understand the activity but not the answers**. For this activity, the teacher will select some themes (such as making new friends, arranging a fair on the school campus or helping in needs). Students will work in groups of 4-5. So, the number of themes will depend on the number of the students in his/her class. The teacher will ask one of the group members to pick one of the themes from a box. Each group will work on the theme s/he picked from the box.

Here, the teacher will ask the students to generate the outline of a story on their chosen themes. In doing so, the students will follow the instructions given below.

- Work in groups of 4 or 5

- Take notes for further use
- Decide the genre (for example, story, play, comic strip) that they will follow during their writing
- Decide on the characters, settings and plots related to their storyline
- Choose names for each character and decide on the relationship among them
- Decide on the end of their story
- Discuss and write the dialogues the characters will tell to each other in the story
- Arrange the dialogues with the plot of their story
- Finally, check on every detail of the story

The teacher will monitor the students while they work and identify the students who need guidance and help. The teacher will identify the students who need limited/ full guidance and help them accordingly. The teacher will keep a record of those students to assess them.

যে পারদর্শিতার নির্দেশকগুলো যাচাই করা হবেঃ

Competency 07.03.01 : Students practice democratic skills in different situations

Competency 07.03.02: Students encourage a democratic attitude in different situation

Take a ten-minute break

Task two (40 minutes)

In this session, the students will

- Take a look at the outline of the story they decided in session one
- Write the storyline using the outline individually
- Use/ draw pictures if they think is needed
- Raise hands if they need any help (the teacher will keep the record of the students who need limited or full guidance or help to use for assessment)
- Check the proper use of the grammar points (Capitalization and punctuation marks, articles, parts of speech, modal verbs, appropriate sentences, tenses, active and passive forms of sentences, synonyms and antonyms)
- Do necessary edits and make the final copy of their storyline
- Finally, submit the final copy of the storyline to the teacher

The teacher will use the copy of the storyline to assess competency 2 and s/he will keep the answer scripts as documents.

যে পারদর্শিতার নির্দেশকগুলো যাচাই করা হবেঃ

Competency 07.02.01 : Students use different linguistic features in accordance with the purpose of the texts.

Day 2 (90 minutes/two consecutive classes)

Completing an incomplete comic strip

Task 3 (40 minutes)

In this session, the students will be exposed to an incomplete comic strip (see the next page). The students will complete the dialogue bubbles to make the comic strip meaningful and logical. In doing so, they will identify various reading strategies to infer the meaning of the texts in the comic strip. The specific focus of the activity is on the use of different reading strategies to understand the comic strip.

To do the activity, the teacher will ask the students to -

- Divide in groups of 4 or 5
- Observe the comic strips carefully
- Read the dialogues in the bubbles to understand the comic strips
- Discuss who/what is/ are in the comic strips, what are they doing, and what is the comic strip about.
- Discuss and write the dialogues in the blank dialogue bubbles (in the last two frames).
- Complete the comic strip with meaningful dialogues.
- Make necessary edits.
- Finally, present it in front of the class.
- Ask other groups to share their feedback.

Take a 10-minute break

Task 4 (40 minutes)

In this session, the teacher will ask the students to
• Work individually (The teacher will ensure that the students will not copy any of his/her friend's answer script).
• Go through the comic strip they have completed in Task 3 again.
• Infer the meaning of the texts especially the blank dialogue bubbles.
• Identify which strategy you used to infer the meaning of the words/phrases/expressions.
• Write down the words/phrases/expressions and strategies they used to infer their meanings.
• Edit the grammatical, spelling and punctuation errors.
• Finally, submit a copy of your group work to the teacher

The teacher will monitor the students while they work and identify the students who did the activity independently, who needed the peer's help and who needed both the peer's and the teacher's help. The teacher will keep a record of those students to assess them and s/he will keep the copies as a record.

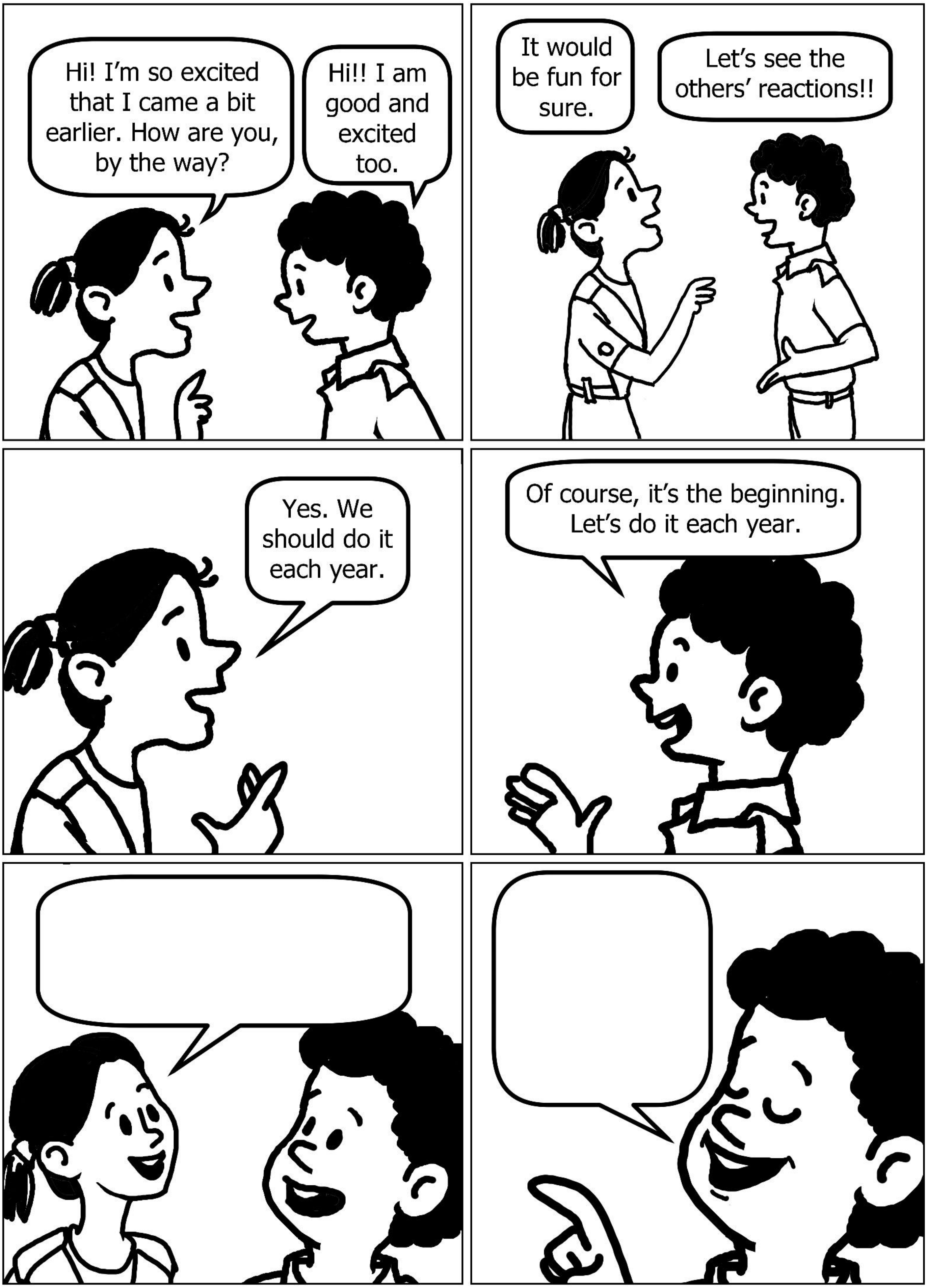
Hi! I'm so excited that I came a bit earlier. How are you, by the way?
Hi!! I am good and excited too.
It would be fun for sure.
Let's see the others' reactions!!
Yes. We should do it each year.
Of course, it's the beginning. Let's do it each year.

The answer script may look as follows. The teacher can share this format with the students beforehand:

<table>
<tr><td colspan="2">Name:
Class:
Section:
Roll:
Subject</td></tr>
<tr><td>Words/Phrases/Expressions</td><td>The strategy I used</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

যে পারদর্শিতার নির্দেশকগুলো যাচাই করা হবেঃ

Competency 07.01.01 : Students use various reading strategies to infer meaning.

Day 3 (180 minutes/four consecutive classes)

Session five (80 minutes)

In this session, the teacher will ask the students to

- Work in groups of 4 or 5.
- Take notes for further use.
- Go through the completed comic strip in task 3 again.
- Identify the theme, characters, settings and plot of the comic strip.
- Imagine a storyline using these theme, characters, settings and plot of the comic strip.
- Imagine 2/3 characters that you may need for your storyline.
- Choose names for each character and think how these characters are related to each other.
- Discuss and write the dialogues the characters will tell to each other.
- Arrange the dialogues with the plot of their story.
- Decide the end part of their story.
- Decide a title for their story.
- Check on every detail of the story.
- Finally, act out the conversations in front of the class.

Take a 10-minute break

Task **six (80 minutes**)

In this session, the teacher will ask the students to

- Work individually (The teacher will ensure that the students will not copy any of his/her friend's answer script).
- Reflect on the storyline they have developed in Task 5.
- Reflect on the characters, settings, theme of the story they have discussed in session 5.
- Read the dialogues they have written in task 5 again.
- Write the story using all the features they have decided earlier.
- Edit the grammatical, spelling and punctuation errors and make the final version of your storyline.
- Write a short note on what (central theme, point of view, plot, setting, character, dialogue) you find interesting in the storyline.

- Finally, submit a copy of your group work to the teacher

The teacher will monitor the students while they work and identify the students who did the activity independently, who needed the peer's help and who needed both the peer's and the teacher's help. The teacher will keep a record of those students to assess them and s/he will keep the copies as a record.

যে পারদর্শিতার নির্দেশকগুলো যাচাই করা হবেঃ

Competency 07.04.02: Students produce texts following the features of the literary texts based on their experience/imagination

Competency 07.04.03: Students express their feelings/opinions about the literary texts

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর

শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন। **এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।**

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।

- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
   - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
   - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।

- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)

বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

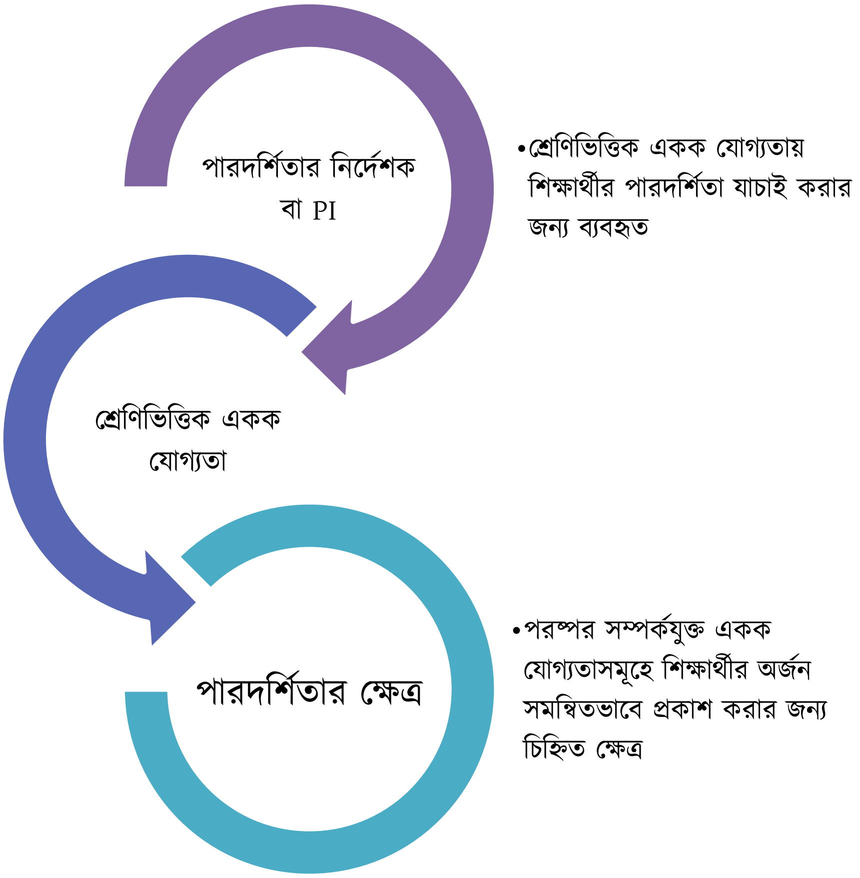

ইংরেজি বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। Communication

২। Linguistic norms

৩। Democratic practice

৪। Creative expression

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'Communication' ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

ইংরেজি **বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র**	সপ্তম **শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
1. Communication	7.1 Ability to repair communication breakdown relating to the contexts	7.1.1 Students use various strategies to repair oral communication breakdown 7.1.2 Students use various reading strategies to infer meaning

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইংরেজি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

ইংরেজি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**সপ্তম শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা**
১। Communication	Applies strategies to minimize communication breakdown
২। Linguistic norms	Transforms sentence structures according to their purposes
৩। Democratic practice	Practices democratic skills following relevant social practices
৪। Creative expression	Expresses personal feelings on the literary texts

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতার নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পর্যায় মাত্র ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এজন্য এই অবস্থানকে একটি ৭-স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার এই স্তরগুলো নিম্নরূপ:

1. অনন্য (Upgrading)
2. অর্জনমুখী (Achieving)

3. অগ্রগামী (Advancing)
4. সক্রিয় (Activating)
5. অনুসন্ধানী (Exploring)
6. বিকাশমান (Developing)
7. প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

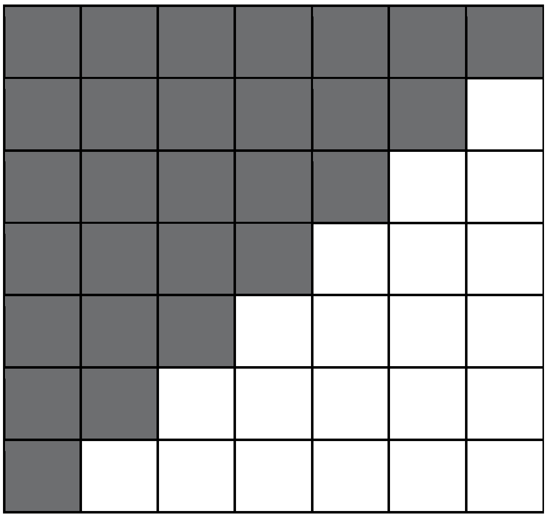

অনন্য (Upgrading)
অর্জনমুখী (Achieving)
অগ্রগামী (Advancing)
সক্রিয় (Activating)
অনুসন্ধানী (Exploring)
বিকাশমান (Developing)
প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

এই কাজটি করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * ১০০\%$$

উদাহরণস্বরূপ, ‘Communication’ শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI 2 টি (7.1.1, 7.1.2) কোনো শিক্ষার্থী এই 2 টি PI এর মধ্যে একটিতেও সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পায়নি, একটিতেও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পায়নি এবং দুইটিতেই মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	০টি

অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা : ০টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{০ - ০}{২} * ১০০\% = ০\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর অবস্থান পারদর্শিতার কোন স্তরে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

নিচের ছকে পারদর্শিতার সবগুলো স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেয়া হলো:

পারদর্শিতার স্তর	**পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত**
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ০% হলে ওই শিক্ষার্থীর অবস্থান হবে ‘সক্রিয় (Activating)’। রিপোর্ট কার্ড বা সনদে, ‘Communication’ পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

Communication
Applies strategies to minimize communication breakdown

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, ইংরেজি বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি সপ্তম শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

ইংরেজি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। Communication	7.1 Ability to repair communication breakdown relating to the contexts	7.1.1 Students use various strategies to repair oral communication breakdown
		7.1.2 Students use various reading strategies to infer meaning
২। Linguistic norms	7.2 Ability to recognize and transform different sentence structures	7.2.1 use different linguistic features in accordance with the purpose of the texts.
		7.2.2 Students transform sentence structures according to the situations
৩। Democratic practice	7.3 Ability to practice democratic norms in accordance with relevant social practices	7.3.1 Students practice democratic skills in different situations
		7.3.2 Students encourage a democratic attitude in different situation
৪। Creative expression	7.4 Ability to connect emotionally with a literary text and express personal feelings on it.	7.4.1 Students analyse the features of the literary texts
		7.4.2 Students produce texts following the features of the literary texts based on their experience/imagination
		7.4.3 Students express their feelings/opinions about the literary texts

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরণিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৬টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে

	৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা □	○	△	সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম
7.1 Ability to communicate with relevance to a given context	7.1.2	Students use various reading strategies to infer meaning	Students, **with the help of their peers and teachers**, use various reading strategies to infer meaning from the texts.	Students, **with the help of their peers**, use various reading strategies to infer meaning from the texts	Students, **independently**, use various reading strategies to infer meaning from the texts	Day 2 Task 3 **Evidence**: Using reading strategies such as rereading the text, using contextual clues (understanding of the title, illustrations, explanations) skimming and scanning to understand a text.
7.2 Ability to use Appropriate vocabulary/ expression (in form of synonyms, antonyms, phrases, etc.) in accordance with the context	7.2.1	Students use different linguistic features in accordance with the purpose of the texts.	Students, with guidance, use different linguistic features in accordance with the purpose of the texts	Students, with limited guidance, use different linguistic features in	Students use different linguistic features in accordance with the purpose of the texts.	Day 1 Task 2 **Evidence**: Using different linguistic features (Capitalization and punctuation marks, articles, parts of speech, modal verbs, appropriate sentences, tenses, active and passive forms of sentences, synonyms and antonyms)

7.3 Ability to appreciate a democratic atmosphere in communication and participate accordingly	7.3.1	Students practice democratic skills in different situations	Students practice one of the democratic skills	Students practice any two of the democratic skills	Students practice all the democratic skills	Day 1 Task 1 **Evidence:** Listening to others attentively, respecting others' opinions and responding logically.
	7.3.2	Students encourage a democratic attitude in different situation	Students demonstrate their attitude or mindset to encourage their peers to any one part of the democratic	Students demonstrate their attitude or mindset to encourage their peers to any two parts of the democratic	Students demonstrate their attitude or mindset to encourage their peers to all parts of the democratic	Day 1 Task 1 **Evidence**: Creating scopes for others to share their thoughts/feelings in conversations (turn-taking), inviting, listening to others attentively, respecting others' opinions and responding logically.
7.4 Ability to comprehend and connect to a literary text using contextual clues	7.4.2	Students produce texts following the features of the literary texts based on their experience/imagination	Students, **with guidance**, express their experience/imagination which reflects the features of the literary texts	Students, **with limited guidance**, express their experience/imagination which reflects the features of the literary texts	Students, **without any guidance**, express their experience/imagination which reflects the features of the literary texts	Day 3 Task - 6 **Evidenc**e: Identifying the interesting things (in the form of central theme, point of view, plot, setting, character, rhymes, stanza, dialogue, act/scene) in literary texts and expressing/articulating preferences (liking, disliking) with examples.
	7.4.3	Students express their feelings/opinions about the	Students, **with help of their peers and teachers**, express their feelings/opinions	Students, **with help of their peers**, express their feelings/opinions about the literary texts	Students, **independently**, express their feelings/opinions about the literary texts	Day 3 Task - 6 **Evidenc**e: Identifying the

		literary texts	about the literary texts			interesting things (in the form of central theme, point of view, plot, setting, character, rhymes, stanza, dialogue, act/scene) in literary texts and expressing/articulating preferences (liking, disliking) with examples.

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : ইংরেজি
	প্রযোজ্য PI নং

রোল নং	নাম	7.1.2	7.2.1	7.3.1	7.3.2	7.4.2	7.4.3		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		

শ্রেণি :		বিষয় : ইংরেজি							
		প্রযোজ্য PI নং							
রোল নং	নাম	7.1.2	7.2.1	7.3.1	7.3.2	7.4.2	7.4.3		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	শ্রেণি : সপ্তম	বিষয় : ইংরেজি	শিক্ষকের নাম :

পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
7.1.1 Students use various strategies to repair oral communication breakdown	Students, **with guidance**, apply various strategies to repair and minimize oral communication breakdown	Students, **with limited guidance**, apply various strategies to repair and minimize oral communication breakdown	Students, **without any guidance**, apply various strategies to repair and minimize oral communication breakdown
7.1.2 Students use various reading strategies to infer meaning			
	Students, **with the help of their peers and teachers**, use various reading strategies to infer meaning from the texts.	Students, **with the help of their peers**, use various reading strategies to infer meaning from the texts	Students, **independently**, use various reading strategies to infer meaning from the texts
7.2.1 Students use different linguistic features in accordance with the purpose of the texts.			
	Students, **with guidance**, use different linguistic features in accordance with the purpose of the texts	Students, **with limited guidance**, use different linguistic features in accordance with the purpose of the texts	Students, **without any guidance**, use different linguistic features in accordance with the purpose of the texts
7.2.2 Students transform sentence structures according to the situations			
	Students, **with the help of their peers and teachers**, transform sentence structures according to the situations	Students, **with the help of their peers**, transform sentence structures according to the situations	Students, **independently**, transform sentence structures according to the situations
7.3.1 Students practice democratic skills in different situations			
	Students practice one of the democratic skills	Students practice any two of the democratic skills	Students practice all the democratic skills
7.3.2 Students encourage a democratic attitude in different situation			
	Students demonstrate their attitude or mindset to encourage their peers to any one part of the democratic	Students demonstrate their attitude or mindset to encourage their peers to any two parts of the democratic	Students demonstrate their attitude or mindset to encourage their peers to all parts of the democratic

7.4.1 Students analyse the features of the literary texts	Students analyse a **few** of the features of any literary text	Students analyse **some** of the features of any literary text	Students analyse **almost all** of the features of any literary text
7.4.2 Students produce texts following the features of the literary texts based on their experience/imagination			
	Students, **with guidance**, express their experience/imagination which reflects the features of the literary texts	Students, **with limited guidance**, express their experience/imagination which reflects the features of the literary texts	Students, **without any guidance**, express their experience/imagination which reflects the features of the literary texts
7.4.3 Students express their feelings/opinions about the literary texts			
	Students, **with help of their peers and teachers**, express their feelings/opinions about the literary texts	Students, **with help of their peers**, express their feelings/opinions about the literary texts	Students, **independently**, express their feelings/opinions about the literary texts

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :

শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর :

তারিখ:

শ্রেণি :

বিষয় : ইংরেজি

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :						বিষয় : ইংরেজি					
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

একীভূত

শিখনকালীন মূল্যায়ন

সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৭ম .... শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ	ভাষারীতি	প্রায়োগিক যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত উপায়ে ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ করেছে	বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পেরেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছে	নিজস্ব পর্যবেক্ষণসহ বর্ণনামূলক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ	মানবিক চিন্তন
জীবন ও পরিপার্শ্বের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে	নিজের মতামত সম্পর্কে অন্যদের সমালোচনা ইতিবাচকভাবে নিয়েছে ও অন্যের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication	Linguistic norms	Democratic practice
Applies strategies to minimize communication breakdown	Transforms sentence structures according to their purposes	Practices democratic skills following relevant social practices

Creative expression
Expresses personal feelings on the literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান	সংখ্যা ও পরিমাণ	জ্যামিতিক আকৃতি
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে	বাস্তব সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ সমাধানে প্রথাগত ও ডিজিটাল কৌশল ব্যবহার করেছে	জ্যামিতিক আকৃতি যুক্তিসহ চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক	সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে	প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ

বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর খুঁজে বের করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন

কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা

প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করে উপযুক্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে কন্টেন্ট তৈরি করেছে

আইসিটি সক্ষমতা

নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণের জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করতে পেরেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন

কোনো বাস্তব সমস্যা বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্যের নিরাপদ বিনিময় বা সম্প্রচারের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার

ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রযুক্তির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার করতে পেরেছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়

বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

সময়ের সাথে সামাজিক কাঠামো এবং প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন মানুষের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা পর্যালোচনা করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন সমাজের প্রেক্ষাপটে সম্পদ ব্যবস্থাপনার চর্চা ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা

সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কেন একেক অঞ্চলে একেকরকম হয় কিংবা সময়ের সাথে পালটায় তা উদঘাটন করে নিজ প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন
নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং
দেশীয় শ্রম বাজারে পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা বুঝে দক্ষতার উন্নয়ন ও লাভজনক বিনিয়োগ খাত খোঁজার চেষ্টা করেছে

পেশাগত দক্ষতা
নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা
প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে জেনে পেশায় এর প্রভাব বুঝতে পেরেছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান
ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান
মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ
ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলেমিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলা করে নিজের সামগ্রিক যত্ন ও পরিচর্যা করেছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা
যে কোন ফলাফলকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে সহমর্মী আচরণ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা
ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর
প্রকৃতি-পরিবেশের রূপ, গল্প, বা ঘটনায় নিজের কল্পনা মিশিয়ে শিল্পকলার যে কোন ধারায় সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ
শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হয়ে উপভোগ করে মতামত দিতে পারছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা
দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার চর্চা করছে ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ						

নিষ্ঠা ও সততা						

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা						

মূল্যায়নের স্কেল

■	■	■	■	■	■	■	=	অনন্য (Upgrading)
■	■	■	■	■	■	□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■	■	■	■	■	□	□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■	■	■	■	□	□	□	=	সক্রিয় (Activating)
■	■	■	□	□	□	□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■	■	□	□	□	□	□	=	বিকাশমান (Developing)
■	□	□	□	□	□	□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: হিন্দুধর্ম শিক্ষা | সপ্তম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সপ্তম শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয়: হিন্দু ধর্ম

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন: হিন্দু ধর্ম

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় হিন্দু ধর্মবিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই হিন্দু ধর্মবিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

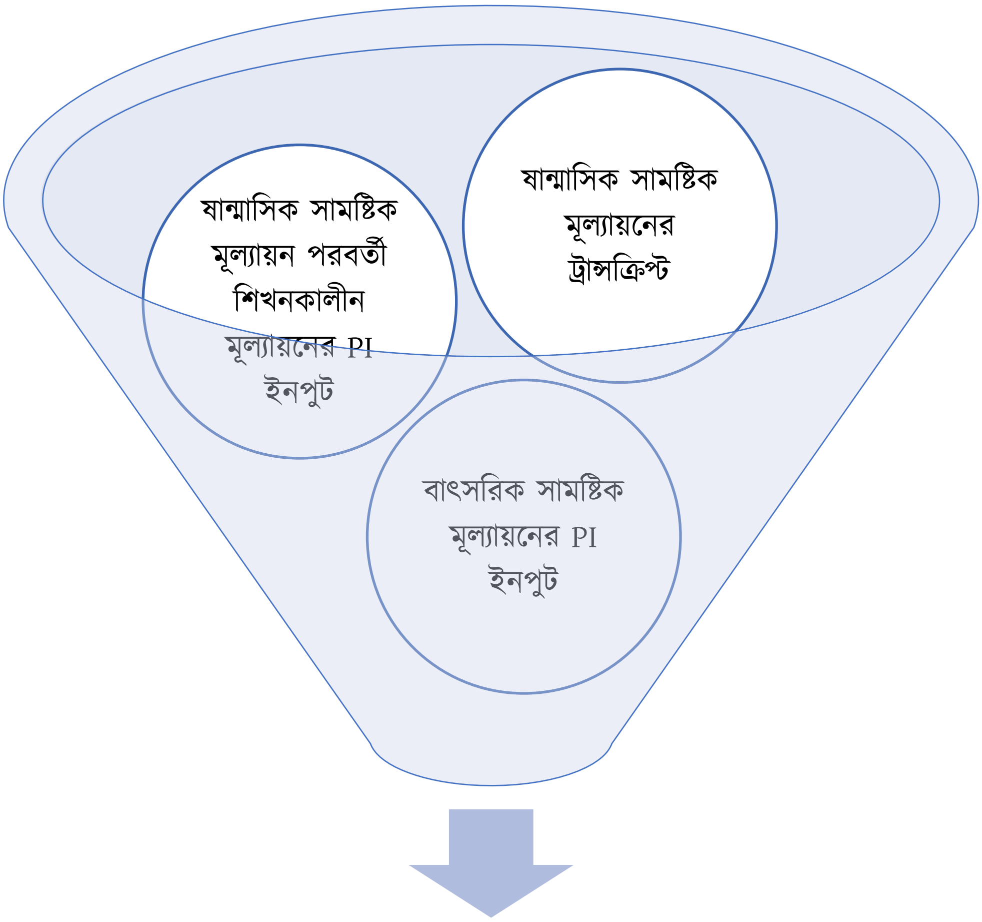

চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে হিন্দু ধর্মবিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।

- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে অনুসন্ধানী পাঠ বই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

মূল্যায়ন প্রকল্প / কাজের বিবরণ:

প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

৭.২ হিন্দুধর্মের মৌলিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধিবিধান- চর্চা করতে পারা।

৭.৩ হিন্দুধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা।

প্রাসঙ্গিক পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ:

৭.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধান অনুধাবন করছে।

৭.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে।

৭.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে।

কাজের সারসংক্ষেপ:

শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যপুস্তক এবং বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তকের আলোকে ডেঙ্গু বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত রোগীর সেবায় করনীয় অনুসন্ধান করবে। এরপর তারা তাদের অনুসন্ধানের ফলাফল বিভিন্ন উপায়ে উপস্থাপন করবে এবং সেই সাথে ডেঙ্গু রোগী বা অন্য কোন রোগীর আরোগ্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে।

কর্মদিবস অনুসারে কাজের পরিকল্পনা:

কর্মদিবস ১: ৯০ মিনিট

- শিক্ষার্থীরা নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে পরিবার/আত্মীয়/প্রতিবেশী একজন ডেঙ্গু রোগী/অসুস্থ ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষায় কী কী করেছে এককভাবে তার একটি তালিকা তৈরি করবে।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে অসুস্থ ব্যক্তির/রোগীর সেবায় হিন্দুধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসারে কী কী করা যায় সে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করবে। প্রয়োজনে অভিভাবক/ধর্মীয় ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করবে অথবা প্রয়োজনে অন্য কোন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে তা সংরক্ষণ করবে।

- শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং অভিভাবক/ধর্মীয় ব্যক্তির নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে হিন্দুধর্মীয় বিধি-বিধান বা শাস্ত্র অনুসারে অসুস্থ ব্যক্তির সেবায় করণীয়সমূহ চূড়ান্ত করবে এবং খাতায় লিখে রাখবে।
- শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক দল গঠন করবে। কোন দল কীভাবে উপস্থাপনা করবে তা আলোচনা করবে। উপস্থাপনার ধরণ নির্ধারিত হলে সে মোতাবেক দলের প্রত্যেক সদস্যকে দলে তার ভূমিকা এবং কাজ বন্টন করে দিতে হবে।
- দলের সদস্য শিক্ষার্থীরা অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী কাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

কর্মদিবস ২: ৯০ মিনিট

- হিন্দুধর্মীয় বিধি-বিধান বা শাস্ত্র অনুসারে অসুস্থ ব্যক্তির /ডেঙ্গু রোগীর সেবায় করণীয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য সংগৃহীত উপকরণ দিয়ে কাজ শুরু করবে। যেমন- ভূমিকা অভিনয়ের জন্য স্ক্রিপ্ট তৈরি এবং রিহার্সেল, জনসচেতনতা ও প্রচারণার জন্য প্রয়োজনীয় পোস্টার, সাইনপেন, ছবি অংকন ইত্যাদি, অথবা পাওয়ার পয়েন্ট প্রস্তুতি ইত্যাদি।
- মূল্যায়নের উৎসবের দিনে দলগতভাবে উপস্থাপনার জন্য দলের প্রস্তুতি পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ।
- সারা দেশের ডেঙ্গু রোগীদের দ্রুত আরোগ্য লাভ ও ডেঙ্গু পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের কাছে সমবেত প্রার্থনা আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণ। যেমন- প্রার্থনা নির্বাচন এবং কীভাবে পরিচালনা করা হবে তার পরিকল্পনা।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসব): ১২০ – ১৮০ মিনিট

- মূল্যায়ন উৎসবের দিন শুরুতে শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষার্থীরা ডেঙ্গু রোগীদের দ্রুত আরোগ্য লাভ ও ডেঙ্গু পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের কাছে সমবেত প্রার্থনা করবে।
- শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে তাদের নির্ধারিত কাজ উপস্থাপন করবে।

উপকরণ:

কর্মদিবস ১, কর্মদিবস ২ এবং কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসব) এর কাজগুলো করতে শিক্ষার্থীদের কাগজ (তাদের শ্রেণির কাজের খাতা থেকে নেয়া) এবং কলম ছাড়া অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই। বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়ার ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষার্থীরা তা ব্যবহার করতে পারে। পোস্টার বানানোর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের খাতার পৃষ্ঠা বা পুরনো ক্যালেন্ডারের পেছনের সাদা পাতা ব্যবহার করা যেতে পারে।

শিক্ষকের কাজ:

সাধারণ কাজ-

- মূল্যায়নসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ ও উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা ভুল করলেও তাদেরকে নিরুৎসাহিত না করে বরং বারবার চেষ্টা করতে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজ ও উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করে নির্ধারিত একক যোগ্যতাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে পারদর্শিতার কোন স্তরে আছে, তা যাচাই করে নির্ধারিত ফরমে রেকর্ড করবেন।
- পর্যবেক্ষন করে রেকর্ড সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 'পরিশিষ্ট ১' এ দেয়া ছক অনুসরণ করবেন।

কর্মদিবস ১ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থী সংখ্যা পাঁচের অধিক হলে দলে বিভক্ত করে তাদেরকে রোগীর সুস্থতায় করণীয়/অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করতে বলুন। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে পরিবার/আত্মীয়/প্রতিবেশী একজন ডেঙ্গু রোগী/অসুস্থ ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষায় কী কী করেছে তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। সেসব অভিজ্ঞতার সারাংশ একটি কাগজে লিখে রাখার নির্দেশনা দিন। কাগজগুলো পড়ে শিক্ষার্থীদের সেবাদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে রোগীর সেবায় হিন্দুধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসারে কী কী করতে পারে সে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন। প্রয়োজনে অভিভাবক/ ধর্মীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করতে অথবা অন্য কোন উৎসের সহযোগিতা নিতে বলুন।
- দলের সদস্যরা কে কোন কাজ করবে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত মতামতের ভিত্তিতে স্থির করার নির্দেশনা দিন।
- মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য প্রাপ্ত তথ্যের কাগজ ও অভিজ্ঞতার তালিকাগুলো সংরক্ষণ করুন।

কর্মদিবস ২ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদের আগ্রহকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের উপস্থাপনার ধরন নির্ধারণ করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তু নির্ধারণে সহযোগিতা করতে পারেন। যেমন-রোগীর সেবায় কী কী ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করা যায় তার ভূমিকাভিনয়, ডেঙ্গু রোগীর সেবা কীভাবে করতে হয় তার উপস্থাপন, রোগীর সেবায় ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসারে কী করা যায় তার উপস্থাপন, অন্য কোন সৃজনশীল ধারণা দিয়ে ধর্মীয় বিধি-বিধান ও জ্ঞান থেকে সৃষ্ট মূল্যবোধের আলোকে রোগীর সেবায় শিক্ষার্থীদের করণীয় বিষয়বস্তুর ভূমিকাভিনয়, ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক বক্তব্য উপস্থাপন, ছবি আঁকা, সচেতনামূলক কার্যক্রম (পোস্টার, গান, নাটক, পরিবেশ পরিচ্ছন্নকরণ ইত্যাদি)।
- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলুন।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসবের দিন) এর ক্ষেত্রে-

- মূল্যায়ন উৎসবের দিন শুরুতে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করুন।
- শিক্ষার্থীরা ডেঙ্গু রোগী/অসুস্থ ব্যক্তির সেবায় কী কী করবে তা তাদের দলগত প্রস্তুতি অনুযায়ী উপস্থাপন করতে বলুন। ভূমিকাভিনয়/ পোস্টার উপস্থাপন/ অন্য কোন মাধ্যমে উপস্থাপন করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীর উপস্থাপন পর্যবেক্ষণ করুন। দলীয় উপস্থাপনায় কতটা ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতিফলন হয়েছে তা লক্ষ্য করুন।
- উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর লেখা, আঁকা, ভূমিকাভিনয়, মন্ত্র, শ্লোক তাদের অভিজ্ঞতাগুলোর সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা দেখুন। এখানে শিক্ষার্থীর লেখা, কাহিনি, অভিনয় ও আঁকা কতটা নিখুঁত হলো তা বিবেচ্য নয়। শিক্ষার্থী সপ্তম শ্রেণির নির্ধারিত যোগ্যতা ২ ও ৩ কতটা অর্জন করতে পারল সেটাই লক্ষ্যণীয়।
- শিক্ষার্থীর কাজ অনুসারে সংশ্লিষ্ট পিআই এবং বিআই এর পর্যায় সনাক্ত করে প্রদত্ত ফর্মে সংরক্ষণ করবেন। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই কাজটি করতে হবে। উপস্থাপনা শেষে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ প্রমানক হিসাবে সংরক্ষণ করুন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।
এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির

হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)
বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

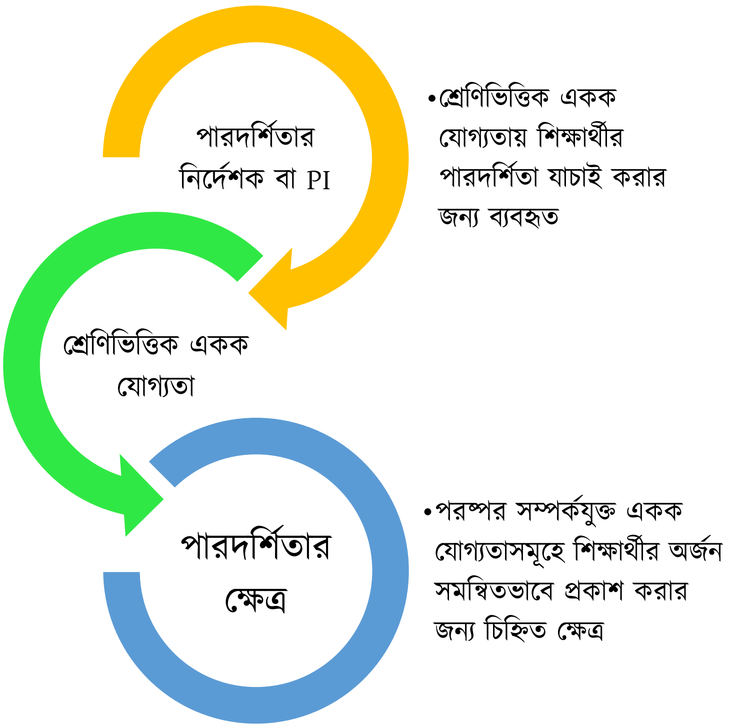

ধর্মের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। ধর্মীয় জ্ঞান

২। ধর্মীয় বিধি-বিধান

৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, "ধর্মীয় বিধি-বিধান" ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

হিন্দু ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতা**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	৭.২ হিন্দুধর্মের মৌলিক উৎস হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা	৭.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে ৭.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের (সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে) একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। হিন্দু ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

হিন্দু ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম **শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা**
১। ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে।
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ি ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে।
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ	ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলে মিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ণয় করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * ১০০\%$$

উদাহরণস্বরূপ, 'ধর্মীয় মূল্যবোধ' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ২টি (৭.৩.১ এবং ৭.৩.২)। কোনো শিক্ষার্থী এই ২টি PI এর মধ্যে ১টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। অন্যটিতে সর্বনিম্ন পর্যায় (□ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{১ - ১}{২} * ১০০\% = ০\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে 'ধর্মীয় মূল্যবোধ' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মানের (-১০০% থেকে +১০০%) উপর ভিত্তি করে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রকে **নিম্নবর্ণিত সাত স্তর বিশিষ্ট স্কেল** দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার স্তর	**পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত**
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%

7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ০% হলে ওই শিক্ষার্থীর 'ধর্মীয় মূল্যবোধ' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে অবস্থান হবে **'সক্রিয় (Activating)'**। ৭ম শ্রেণি শেষে রিপোর্ট কার্ডে, 'ধর্মীয় মূল্যবোধ' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

ধর্মীয় মূল্যবোধ
ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলে মিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে

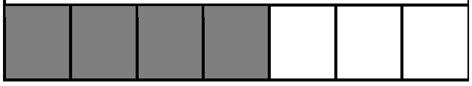

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

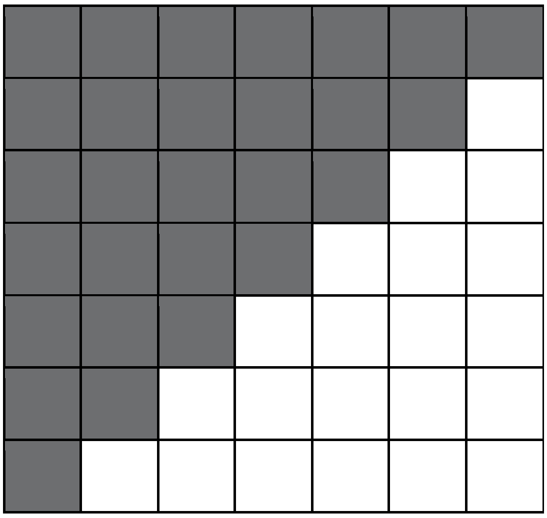

অনন্য (Upgrading)
অর্জনমুখী (Achieving)
অগ্রগামী (Advancing)
সক্রিয় (Activating)
অনুসন্ধানী (Exploring)
বিকাশমান (Developing)
প্রারম্ভিক (Elementary)

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, হিন্দু ধর্ম বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি সপ্তম শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

হিন্দু ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতা**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। ধর্মীয় জ্ঞান	৭.১ ধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে ধর্মগ্রন্থের (বয়স উপযোগি) নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা	৭.১.১ ধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে উপলব্ধি প্রকাশ করছে ৭.১.২ শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা অনুসরণ করছে
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	৭.২ হিন্দুধর্মের মৌলিক উৎস হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা	৭.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে

হিন্দু ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
		৭.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ	৭.৩ হিন্দুধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা	৭.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে ৭.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

<table>
<tr><th rowspan="2">একক যোগ্যতা</th><th rowspan="2">পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং</th><th rowspan="2">পারদর্শিতার নির্দেশক</th><th colspan="3">পারদর্শিতার মাত্রা</th></tr>
<tr><th>□</th><th>○</th><th>△</th></tr>
<tr><td rowspan="3">৭.২ হিন্দুধর্মের মৌলিক উৎস হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা</td><td rowspan="3">৭.২.১</td><td rowspan="3">শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে</td><td>বিধি-বিধানগুলো আংশিক অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে</td><td>বিধি-বিধানগুলো আংশিক অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশনা ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে</td><td>বিধি-বিধানগুলো আংশিক অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশনা ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে</td></tr>
<tr><td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td></tr>
<tr><td>পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য হতে অসুস্থ মানুষের সেবায় করণীয়গুলো চিহ্নিত করে উপস্থাপন করতে পারছে।</td><td>পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য হতে অসুস্থ মানুষের সেবায় করণীয়গুলোর তাৎপর্ উপস্থাপন করতে পারছে</td><td>পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য হতে অসুস্থ মানুষের সেবায় করণীয়গুলো পালনে উদ্বুদ্ধ হয়েছে</td></tr>
<tr><td rowspan="4">৭.৩ হিন্দুধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির</td><td rowspan="3">৭.৩.১</td><td rowspan="3">শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করেছে</td><td>মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি নিজ ভাষায় লিখে বা অন্য কোন উপায়ে শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী শিখন পরিবেশে প্রকাশ করছে</td><td>এ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি সচেতনভাবে শিখন পরিবেশে (বিদ্যালয়ে) আচরণে প্রকাশ করছে</td><td>জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিকভাবে শিখন পরিবেশের বাইরেও প্রকাশ করছে</td></tr>
<tr><td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td></tr>
<tr><td>পরিবারের অসুস্থ রোগীর জন্য করণীয়/ রোগ প্রতিরোধে করণীয় চিহ্নিত করে উপস্থাপন করতে পেরেছে</td><td>বিদ্যালয়ের অসুস্থ রোগীর জন্য করণীয়/ রোগ প্রতিরোধে করণীয় চিহ্নিত করে উপস্থাপন করতে পেরেছে</td><td>প্রতিবেশী অসুস্থ রোগীর জন্য করণীয়/ রোগ প্রতিরোধে করণীয় চিহ্নিত করে উপস্থাপন করতে পেরেছে</td></tr>
<tr><td>৭.৩.২</td><td>শিক্ষার্থী নিজ</td><td>মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি</td><td>মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি</td><td>মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি</td></tr>
</table>

কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা		পরিবেশ ও সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে	নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিক আচরণ সম্পর্কে তার অভিমত শিখন পরিবেশে ব্যক্ত করছে	নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিকতা শিখন পরিবেশে আচরণে প্রকাশ করছে	নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিকতা যে কোনো পরিস্থিতিতে বহুমাত্রিক উপায়ে শিখন পরিবেশের বাইরে আচরণে প্রকাশ করছে
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে		
			অসুস্থ রোগীর প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিক আচরণ সম্পর্কে তার অভিমত বিদ্যালয়ে ব্যক্ত করছে	অসুস্থ রোগীর প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিক আচরণ সম্পর্কে তার অভিমত বিদ্যালয়ে আচরণে প্রকাশ করছে	অসুস্থ রোগীর প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিক আচরণ সম্পর্কে তার অভিমত পরিবার ও সমাজে আচরণে প্রকাশ করছে

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন				
প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:		
শ্রেণি:		বিষয়:		
		প্রযোজ্য PI নং		
আইডি	নাম	৭.২.১	৭.৩.১	৭.৩.২
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:		বিষয়:		
		প্রযোজ্য PI নং		
আইডি	**নাম**	**৭.২.১**	**৭.৩.১**	**৭.৩.২**
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীদের ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম	
শিক্ষার্থীর নাম	

শিক্ষার্থীর আইডি: _____________	**শ্রেণি:**	**বিষয়:** হিন্দু ধর্ম	**শিক্ষকের নাম:**

পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা

পারদর্শিতার নির্দেশক	**শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা**		
৭.১.১ ধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে উপলব্ধি প্রকাশ করছে			
	শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়বস্তু জেনে শ্রেণিকক্ষে সংবেদনশীল আচরণ প্রদর্শন করছে	শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়বস্তু জেনে শিখণ পরিবেশে (শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয় ও পরিবার) সংবেদনশীল আচরণ প্রদর্শন করছে	শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়বস্তু জেনে যে কোনো প্রেক্ষাপটে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সংবেদনশীল আচরণ প্রদর্শন করছে
৭.১.২ শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা অনুসরণ করছে			
	শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা জেনে শিখন পরিবেশে শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে আংশিক নিয়ম মেনে চলছে	শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা জেনে স্বপ্রণোদিত হয়ে শিখন পরিবেশে নিয়ম মেনে চলছে ও অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে ও সম্পূর্ণ পালন করছে	শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা জেনে স্বপ্রণোদিত হয়ে শিখন পরিবেশে এবং শিখন পরিবেশের বাইরে (পারিবারিক ও সামাজিক) নিয়ম মেনে চলছে
৭.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে			
	বিধি-বিধানগুলো আংশিক অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে	বিধি-বিধানগুলো আংশিক অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশনা ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে	বিধি-বিধানগুলো আংশিক অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশনা ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে
৭.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে			
	মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি নিজ ভাষায় লিখে বা অন্য কোন উপায়ে শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী শিখন পরিবেশে প্রকাশ করছে	এ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি সচেতনভাবে শিখন পরিবেশে (বিদ্যালয়ে) আচরণে প্রকাশ করছে	জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিকভাবে শিখন পরিবেশের বাইরেও প্রকাশ করছে
৭.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে			
	মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিক আচরণ সম্পর্কে তার অভিমত শিখন পরিবেশে ব্যক্ত করছে	মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিকতা শিখন পরিবেশে আচরণে প্রকাশ করছে	মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিকতা যে কোনো পরিস্থিতিতে বহুমাত্রিক উপায়ে শিখন পরিবেশের বাইরে আচরণে প্রকাশ করছে

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:

শ্রেণি:	বিষয়:

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:					বিষয়:						
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৭ম .... শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ

পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত উপায়ে ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি

বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পেরেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ

নিজস্ব পর্যবেক্ষণসহ বর্ণনামূলক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ

জীবন ও পরিপার্শ্বের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন

নিজের মতামত সম্পর্কে অন্যদের সমালোচনা ইতিবাচকভাবে নিয়েছে ও অন্যের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication

Applies strategies to minimize communication breakdown

Linguistic norms

Transforms sentence structures according to their purposes

Democratic practice

Practices democratic skills following relevant social practices

Creative expression

Expresses personal feelings on the literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান

সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ

বাস্তব সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ সমাধানে প্রথাগত ও ডিজিটাল কৌশল ব্যবহার করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি

জ্যামিতিক আকৃতি যুক্তিসহ চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক

সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ

বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর খুঁজে বের করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন

কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা

প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করে উপযুক্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে কন্টেন্ট তৈরি করেছে

আইসিটি সক্ষমতা

নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণের জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করতে পেরেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন

কোনো বাস্তব সমস্যা বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্যের নিরাপদ বিনিময় বা সম্প্রচারের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার

ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রযুক্তির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার করতে পেরেছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়

বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

সময়ের সাথে সামাজিক কাঠামো এবং প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন মানুষের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা পর্যালোচনা করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন সমাজের প্রেক্ষাপটে সম্পদ ব্যবস্থাপনার চর্চা ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা

সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কেন একেক অঞ্চলে একেকরকম হয় কিংবা সময়ের সাথে পালটায় তা উদঘাটন করে নিজ প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন	ক্যারিয়ার প্ল্যানিং	পেশাগত দক্ষতা
নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে	দেশীয় শ্রম বাজারে পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা বুঝে দক্ষতার উন্নয়ন ও লাভজনক বিনিয়োগ খাত খোঁজার চেষ্টা করেছে	নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা
প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে জেনে পেশায় এর প্রভাব বুঝতে পেরেছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মীয় বিধিবিধান	ধর্মীয় মূল্যবোধ
ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে	মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে	ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলেমিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা	আবেগিক বুদ্ধিমত্তা	সামাজিক বুদ্ধিমত্তা
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলা করে নিজের সামগ্রিক যত্ন ও পরিচর্যা করেছে	যে কোন ফলাফলকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে সহমর্মী আচরণ করেছে	ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর	নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ	যাপিত জীবনে নান্দনিকতা
প্রকৃতি-পরিবেশের রূপ, গল্প, বা ঘটনায় নিজের কল্পনা মিশিয়ে শিল্পকলার যে কোন ধারায় সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করেছে	শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হয়ে উপভোগ করে মতামত দিতে পারছে	দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার চর্চা করছে ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	নিষ্ঠা ও সততা	পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

মূল্যায়নের স্কেল

■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: ইসলাম শিক্ষা | সপ্তম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সপ্তম শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয়: ইসলাম শিক্ষা

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন: ইসলাম শিক্ষা

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় ইসলাম ধর্ম বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই ইসলাম ধর্ম বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর অনুশীলন বই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

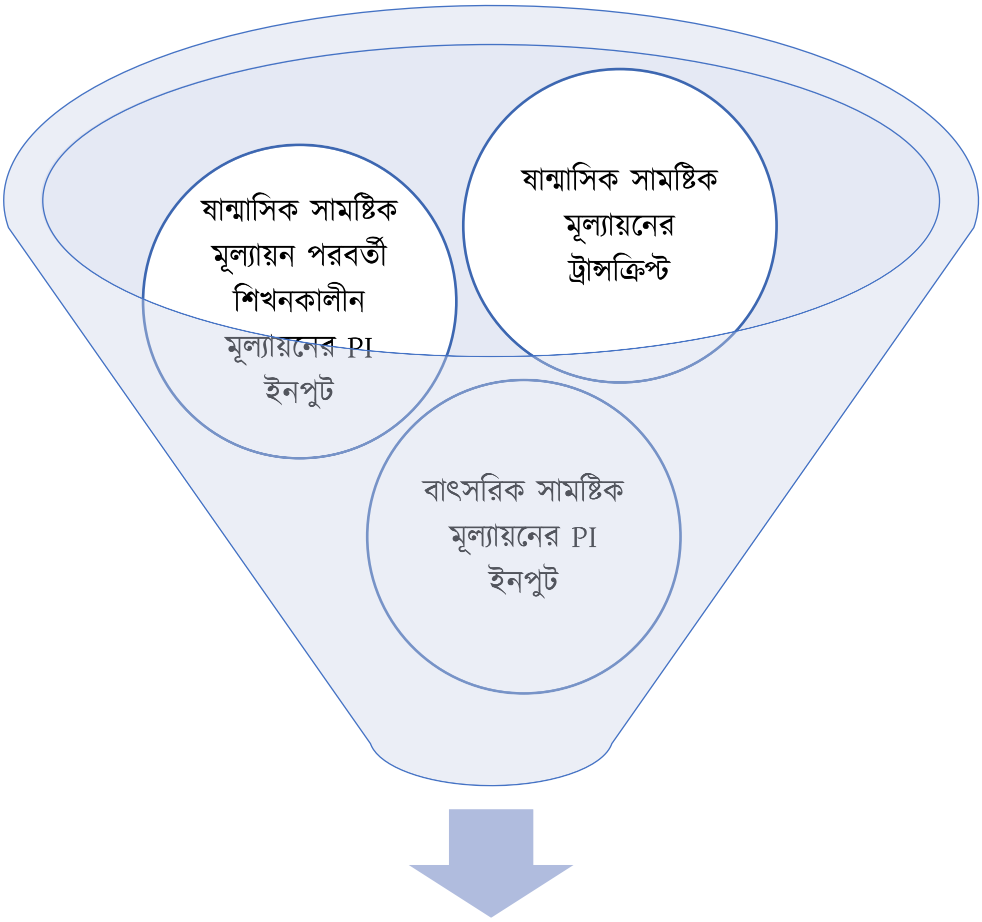

চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে ইসলাম ধর্ম বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।
- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে

দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।

- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্য বই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

মূল্যায়ন প্রকল্প / কাজের বিবরণ:

প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

৭.২ ইসলামের মৌলিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ইসলামি বিধিবিধান- চর্চা করতে পারা।
৭.৩ ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা।

প্রাসঙ্গিক পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ:

৭.২.১ শিক্ষার্থী তার পক্ষে সম্ভবপর ইসলামি মৌলিক বিধি-বিধান চর্চা করছে।
৭.৩.১ শিক্ষার্থী ইসলামি মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি নিজ জীবনে চর্চা করছে।
৭.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে।

কাজের সারসংক্ষেপ:

শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যপুস্তক, কুরআন-হাদিস এবং অন্যান্য ইসলামি পুস্তকের আলোকে ডেঙ্গু বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত রোগীর সেবায় করনীয় অনুসন্ধান করবে। এরপর তারা তাদের অনুসন্ধানের ফলাফল বিভিন্ন উপায়ে উপস্থাপন করবে এবং সেই সাথে ডেঙ্গু রোগী বা অন্য কোন রোগীর আরোগ্যের জন্য দোয়া ও মোনাজাত করবে।

কর্মদিবস অনুসারে কাজের পরিকল্পনা:

কর্মদিবস ১: ৯০ মিনিট

কাজ ১: একক কাজ (৩০ মিনিট)

শিক্ষার্থী ডেঙ্গু বা অন্য কোন রোগ আক্রান্ত রোগীর সেবায় কী কী করা যায় সে সম্পর্কে তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি তালিকা তৈরি করবে।

কাজ ২: একক কাজ (৬০ মিনিট)

শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক অথবা অন্য কোন ইসলামি পুস্তক বা অন্যান্য উৎস থেকে ডেঙ্গু বা অন্য কোন রোগ আক্রান্ত রোগীর সেবায় ইসলামি বিধি-বিধান অনুসারে কী কী করা যায় সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে নিজের তৈরি তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখবে।

কর্মদিবস ২: ৯০ মিনিট

কাজ ১: দলগত কাজ (২০ মিনিট)

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের কর্মদিবস ১ এর কাজগুলো একত্র করবে। এক্ষেত্রে দল গঠনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান করবেন। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন দিলে ৫-৬ জনের বেশি শিক্ষার্থী না থাকে।

কাজ ২: দলগত কাজ (১০ মিনিট)

শিক্ষার্থীরা রোগীর সেবায় করণীয় সম্পর্কে নিজেরা যা ভেবেছে এবং ইসলামের আলোকে যা পেয়েছে সেগুলো কীভাবে শিক্ষকের সামনে উপস্থাপন করবে (লিখে, বলে, ছবি এঁকে, পোস্টার বানিয়ে, কুরআন এর আয়াত লিখে, মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ইত্যাদি) তার পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

কাজ ৩: দলগত কাজ (৫০ মিনিট)

কাজ ২ এর পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষার্থীরা তাদের উপস্থাপনার জন্য লেখা, ছবি, পোস্টার, মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন তৈরি করবে।

কাজ ৪: দলগত কাজ (১০ মিনিট)

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তায় ডেঙ্গু বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত বা অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্যের জন্য দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসব): ১২০ – ১৮০ মিনিট

কাজ ১: দলগত কাজ (৫০ মিনিট)

শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে তাদের উপস্থাপনা চূড়ান্ত করে তা প্রদর্শন / প্রকাশের প্রস্তুতি শেষ করবে।

কাজ ২: দলগত কাজ (১০ মিনিট)

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তায় ডেঙ্গু বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত বা অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্যের জন্য এবং বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারির সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য দোয়া ও মোনাজাত করবে।

কাজ ৩: দলগত কাজ (দলপ্রতি ১০-১৫ মিনিট)

শিক্ষার্থীরা দলে দলে তাদের প্রস্তুতি অনুযায়ী শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক ধারাবাহিকভাবে তাদের উপস্থাপনগুলো করবে।

উপকরণ:

কর্মদিবস ১, কর্মদিবস ২ এবং কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসব) এর কাজগুলো করতে শিক্ষার্থীদের কাগজ (তাদের শ্রেণির কাজের খাতা থেকে নেয়া) এবং কলম ছাড়া অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই। বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়ার ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষার্থীরা তা ব্যবহার করতে পারে। পোস্টার বানানোর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পুরনো ক্যালেন্ডারের খালি পাতা, খাতার পৃষ্ঠা ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

শিক্ষকের কাজ:

সাধারণ কাজ-

- মূল্যায়নসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ ও উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা ভুল করলেও তাদেরকে নিরুৎসাহিত না করে বরং বারবার চেষ্টা করতে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজ ও উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করে নির্ধারিত একক যোগ্যতাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে পারদর্শিতার কোন স্তরে আছে, তা যাচাই করে নির্ধারিত ফরমে রেকর্ড করবেন।
- পর্যবেক্ষন করে রেকর্ড সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 'পরিশিষ্ট ১' এ দেয়া ছক অনুসরণ করবেন।

কর্মদিবস ১: কাজ ১ এবং ২ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্যান্য যেসকল উৎসের সহায়তা নিতে পারে সেগুলোর সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। প্রয়োজনে বিভিন্ন ইসলামি পুস্তক সরবরাহ করতে পারেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থী কাজে অংশগ্রহণ করছে কিনা তা ঘুরে দেখবেন এবং 'পরিশিষ্ট ১' এ দেয়া ছক অনুসরণ করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কর্মদিবস ২: কাজ ১ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে দিবেন। কোন দলেই ৫ জনের বেশি সদস্য না রাখাই ভালো।

কর্মদিবস ২: কাজ ২ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদের সংগৃহীত তথ্য কীভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে তা নিয়ে দলে আলোচনা করতে বলবেন। প্রয়োজনে উপস্থাপনের কয়েকটি উপায় (লিখে, বলে, মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন করে ইত্যাদি) সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিবেন।

কর্মদিবস ২: কাজ ৩ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদেরকে নিজ নিজ দলে বসে তাদের কাজ উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুত করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি দেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা ফলাবর্তন (ফিডব্যাক) প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীরা কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে 'পরিশিষ্ট ১' এ দেয়া ছক অনুসরণ করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কর্মদিবস ২: কাজ ৪ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীরা কীভাবে অসুস্থ রোগীর জন্য দোয়া ও মোনাজাত করতে পারে সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসবের দিন): কাজ ১ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি দেখে আরো ভাল কীভাবে করা যেতে পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা ফলাবর্তন (ফিডব্যাক) প্রদান করবেন।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসবের দিন): কাজ ২ এর ক্ষেত্রে-

- মূল্যায়ন উৎসবের দিন শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে (প্রতিটি দল) উপস্থাপন করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা দেখে 'পরিশিষ্ট ১' এ দেয়া ছক অনুসরণ করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।

এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।

- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)
বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

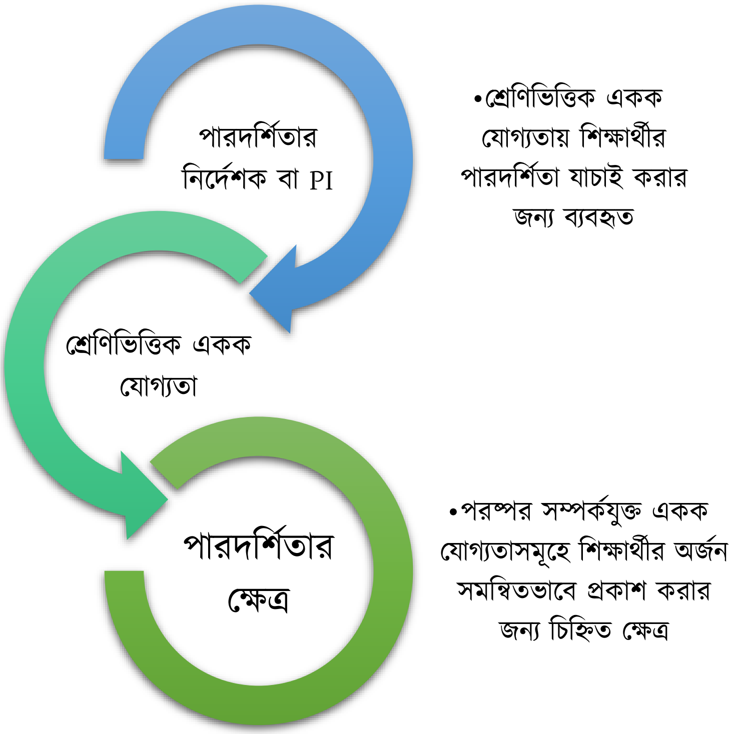

ধর্মের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। ধর্মীয় জ্ঞান
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, "ধর্মীয় বিধি-বিধান" ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম **শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতা**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	৭.২ ইসলামের মৌলিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ইসলামি বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা	৭.২.১ শিক্ষার্থী তার পক্ষে সম্ভবপর ইসলামি মৌলিক বিধি-বিধান চর্চা করছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে।
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ি ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে।
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ	ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলে মিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতার নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পর্যায় মাত্র ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এজন্য এই অবস্থানকে একটি ৭-স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার এই স্তরগুলো নিম্নরূপ:

1. অনন্য (Upgrading)
2. অর্জনমুখী (Achieving)
3. অগ্রগামী (Advancing)
4. সক্রিয় (Activating)
5. অনুসন্ধানী (Exploring)
6. বিকাশমান (Developing)
7. প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

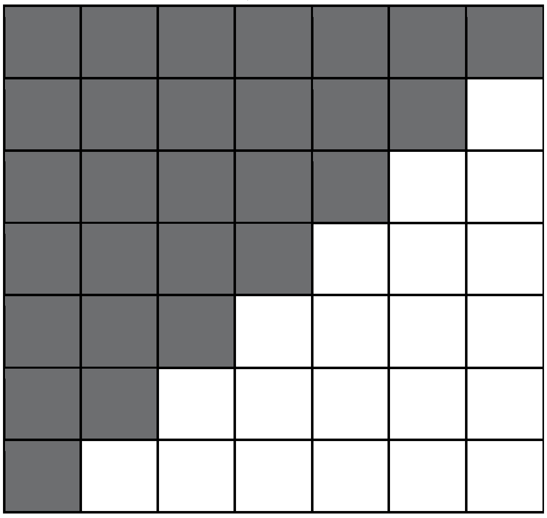

অনন্য (Upgrading)

অর্জনমুখী (Achieving)

অগ্রগামী (Advancing)

সক্রিয় (Activating)

অনুসন্ধানী (Exploring)

বিকাশমান (Developing)

প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

এই কাজটি করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * ১০০\%$$

উদাহরণস্বরূপ, 'ধর্মীয় মূল্যবোধ' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ২টি (৭.৩.১ এবং ৭.৩.২)। কোনো শিক্ষার্থী এই ২টি PI এর মধ্যে ১টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। অন্যটিতে সর্বনিম্ন পর্যায় (□ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{১ - ১}{২} * ১০০\% = ০\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর অবস্থান পারদর্শিতার কোন স্তরে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

নিচের ছকে পারদর্শিতার সবগুলো স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেয়া হলো:

পারদর্শিতার স্তর	পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ০% হলে ওই শিক্ষার্থীর অবস্থান হবে 'সক্রিয় (Activating)'। রিপোর্ট কার্ড বা সনদে, 'ধর্মীয় মূল্যবোধ' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

ধর্মীয় মূল্যবোধ
ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলে মিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে

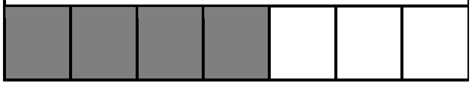

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি সপ্তম শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
১। ধর্মীয় জ্ঞান	৭.১ ধর্মীয় উৎসসমূহ থেকে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা	৭.১.১ শিক্ষার্থী কুরআন ও হাদিস থেকে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে উপলব্ধি প্রকাশ করছে ৭.১.২ শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিষয়বস্তুর নির্দেশনা অনুসরণ করছে
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	৭.২ ইসলামের মৌলিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ইসলামী বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা	৭.২.১ শিক্ষার্থী তার পক্ষে সম্ভবপর ইসলামি মৌলিক বিধি-বিধান চর্চা করছে
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ	৭.৩ ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও	৭.৩.১ শিক্ষার্থী ইসলামি মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি নিজ জীবনে চর্চা করছে

ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
	মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা	৭.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ
২। নিষ্ঠা ও সততা
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩ টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে

	১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) –

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
৭.২ ইসলামের মৌলিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ইসলামি বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা	৭.২.১	শিক্ষার্থী তার পক্ষে সম্ভবপর ইসলামি মৌলিক বিধি-বিধান চর্চা করছে	শিক্ষার্থী বিধি-বিধানগুলো শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে	শিক্ষার্থী বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশ ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে	শিক্ষার্থী বিধি-বিধানগুলোর শিক্ষা অনুধাবন করে স্বপ্রণোদিত হয়ে ব্যক্তি জীবনে আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করছে	কর্মদিবস ১, কাজ ১ এবং কর্মদিবস ১, কাজ ২
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক থেকে ইসলামের বিধি-বিধান অনুসারে রোগীর সেবায় করণীয় চিহ্নিত করেছে	শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য ইসলামি উৎস থেকে ইসলামের বিধি-বিধান অনুসারে রোগীর সেবায় করণীয় চিহ্নিত করেছে	শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য ইসলামি উৎস থেকে ইসলামের বিধি-বিধান অনুসারে রোগীর সেবায় করণীয় চিহ্নিত করে বাস্তব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করেছে	
৭.৩ ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা	৭.৩.১	শিক্ষার্থী ইসলামি মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি নিজ জীবনে চর্চা করছে	শিক্ষার্থী ইসলামি জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে তার কাজে প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী ইসলামি জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি বিদ্যালয়ে সচেতনভাবে আচরণে প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী ইসলামি জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বহুমাত্রিক উপায়ে প্রকাশ করছে	কর্মদিবস ৩, কাজ ২
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			

করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা			শিক্ষার্থী রোগীর সেবায় করণীয় লিখে, বলে বা অন্য কোন উপায়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সামনে উপস্থাপন করেছে	শিক্ষার্থী রোগীর সেবায় করণীয় লিখে, বলে বা অন্য কোন উপায়ে বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করেছে	শিক্ষার্থী রোগীর সেবায় করণীয় সম্পর্কে জেনে, উপলব্ধি করে এবং নিজের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করে লিখে, বলে বা অন্য কোন উপায়ে সকলের সামনে উপস্থাপন করেছে	
	৭.৩.২	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে	শিক্ষার্থী মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিক আচরণ সম্পর্কে তার অভিমত শিখন পরিবেশে ব্যক্ত করছে	শিক্ষার্থী মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিকতা শিখন পরিবেশে আচরণে প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিকতা যে কোন পরিস্থিতিতে বহুমাত্রিক উপায়ে শিখন পরিবেশের বাইরে আচরণে প্রকাশ করছে	কর্মদিবস ৩, কাজ ১ এবং কর্মদিবস ৩, কাজ ২
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			শিক্ষার্থী রোগীর সেবায় করণীয় উপস্থাপন করেছে	শিক্ষার্থী দোয়া ও মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেছে এবং রোগীর সেবায় করণীয় উপস্থাপন করেছে	শিক্ষার্থী দোয়া ও মোনাজাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং রোগীর সেবায় করণীয় বিভিন্ন উপায়ে উপস্থাপন করেছে	

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষক নির্ধারিত কাজ চলাকালীন অথবা কাজ শেষ হলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম:

শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর:

তারিখ:

শ্রেণি:

বিষয়:

		প্রযোজ্য PI নং		
আইডি	নাম	৭.২.১	৭.৩.১	৭.৩.২
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:		বিষয়:		
		প্রযোজ্য PI নং		
আইডি	**নাম**	**৭.২.১**	**৭.৩.১**	**৭.৩.২**
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীদের ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি: ______________	**শ্রেণি:** ৭ম	**বিষয়:** ইসলাম শিক্ষা	**শিক্ষকের নাম:**

পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা

পারদর্শিতার নির্দেশক	**শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা**		
৭.১.১ শিক্ষার্থী কুরআন ও হাদিস থেকে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে উপলব্ধি প্রকাশ করছে			
	শিক্ষার্থী ইসলামি মৌলিক জ্ঞান ও উপলব্ধি সাধারণভাবে লিখে, বলে বা অন্য কোন উপায়ে প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী ইসলামি মৌলিক জ্ঞান ও উপলব্ধি উদাহরণসহ নিজের ভাষায় প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী ইসলামি মৌলিক জ্ঞান ও উপলব্ধি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে প্রকাশ করছে
৭.১.২ শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিষয়বস্তুর নির্দেশনা অনুসরণ করছে			
	শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিষয়বস্তু সম্পর্কিত নির্দেশনা শিক্ষকের নির্দেশে শ্রেণিকক্ষে অনুসরণ করছে	শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিষয়বস্তু সম্পর্কিত নির্দেশনা শিক্ষকের নির্দেশ ছাড়াই শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে	শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিষয়বস্তু সম্পর্কিত নির্দেশনা এবং তার শিক্ষা স্বপ্রণোদিত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে যেকোন পরিস্থিতিতে অনুসরণ করছে
৭.২.১ শিক্ষার্থী তার পক্ষে সম্ভবপর ইসলামী মৌলিক বিধি-বিধান চর্চা করছে			
	শিক্ষার্থী বিধি-বিধানগুলো শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে	শিক্ষার্থী বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশ ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে	শিক্ষার্থী বিধি-বিধানগুলোর শিক্ষা অনুধাবন করে স্বপ্রণোদিত হয়ে ব্যক্তি জীবনে আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করছে
৭.৩.১ শিক্ষার্থী ইসলামী মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি নিজ জীবনে চর্চা করছে			
	শিক্ষার্থী ইসলামী জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে তার কাজে প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী ইসলামী জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি বিদ্যালয়ে সচেতনভাবে আচরণে প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী ইসলামী জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি যেকোন পরিস্থিতিতে যেকোন উপায়ে প্রকাশ করছে
৭.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে			
	মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিক আচরণ সম্পর্কে তার অভিমত শিখন পরিবেশে ব্যক্ত করছে	মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিকতা শিখন পরিবেশে আচরণে প্রকাশ করছে	মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিকতা যে কোন পরিস্থিতিতে বহুমাত্রিক উপায়ে শিখন পরিবেশের বাইরে আচরণে প্রকাশ করছে

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:

শ্রেণি:	বিষয়:

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:			বিষয়:								
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন
একীভূত
শিখনকালীন মূল্যায়ন
সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৭ম শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত উপায়ে ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পেরেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ
নিজস্ব পর্যবেক্ষণসহ বর্ণনামূলক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ
জীবন ও পরিপার্শ্বের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন
নিজের মতামত সম্পর্কে অন্যদের সমালোচনা ইতিবাচকভাবে নিয়েছে ও অন্যের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication
Applies strategies to minimize communication breakdown

Linguistic norms
Transforms sentence structures according to their purposes

Democratic practice
Practices democratic skills following relevant social practices

Creative expression
Expresses personal feelings on the literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ
বাস্তব সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ সমাধানে প্রথাগত ও ডিজিটাল কৌশল ব্যবহার করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি
জ্যামিতিক আকৃতি যুক্তিসহ চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ
প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ
বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া
বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর খুঁজে বের করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ
প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা
প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করে উপযুক্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে কন্টেন্ট তৈরি করেছে

আইসিটি সক্ষমতা
নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণের জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করতে পেরেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন
কোনো বাস্তব সমস্যা বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্যের নিরাপদ বিনিময় বা সম্প্রচারের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার
ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রযুক্তির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার করতে পেরেছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়
বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো
সময়ের সাথে সামাজিক কাঠামো এবং প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন মানুষের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা পর্যালোচনা করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা
বিভিন্ন সমাজের প্রেক্ষাপটে সম্পদ ব্যবস্থাপনার চর্চা ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা
সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কেন একেক অঞ্চলে একেকরকম হয় কিংবা সময়ের সাথে পালটায় তা উদঘাটন করে নিজ প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন	ক্যারিয়ার প্ল্যানিং	পেশাগত দক্ষতা
নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে	দেশীয় শ্রম বাজারে পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা বুঝে দক্ষতার উন্নয়ন ও লাভজনক বিনিয়োগ খাত খোঁজার চেষ্টা করেছে	নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা
প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে জেনে পেশায় এর প্রভাব বুঝতে পেরেছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মীয় বিধিবিধান	ধর্মীয় মূল্যবোধ
ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে	মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে	ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলেমিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা	আবেগিক বুদ্ধিমত্তা	সামাজিক বুদ্ধিমত্তা
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলা করে নিজের সামগ্রিক যত্ন ও পরিচর্যা করেছে	যে কোন ফলাফলকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে সহমর্মী আচরণ করেছে	ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর	নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ	যাপিত জীবনে নান্দনিকতা
প্রকৃতি-পরিবেশের রূপ, গল্প, বা ঘটনায় নিজের কল্পনা মিশিয়ে শিল্পকলার যে কোন ধারায় সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করেছে	শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হয়ে উপভোগ করে মতামত দিতে পারছে	দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার চর্চা করছে ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	নিষ্ঠা ও সততা	পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

মূল্যায়নের স্কেল

স্কেল		মাত্রা
■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: জীবন ও জীবিকা | সপ্তম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

সহযোগিতামূলক

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সপ্তম শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : জীবন ও জীবিকা

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন : জীবন ও জীবিকা

ভূমিকা

সুপ্রিয় শিক্ষক, আপনারা ইতোমধ্যেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত মূল্যায়ন কার্যক্রমের সাথে পরিচিত হয়েছেন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, এবারের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুটি সামষ্টিক মূল্যায়ন রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি বছরের প্রথম ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় জীবন ও জীবিকা বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি অ্যাসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/ অ্যাসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সম্পন্ন করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/ অ্যাসাইনমেন্ট কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে, তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেওয়া রয়েছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই জীবন ও জীবিকা বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় কাজ হলো, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেওয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর অনুশীলন বই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ/রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট অ্যাসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ/রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং অবশিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

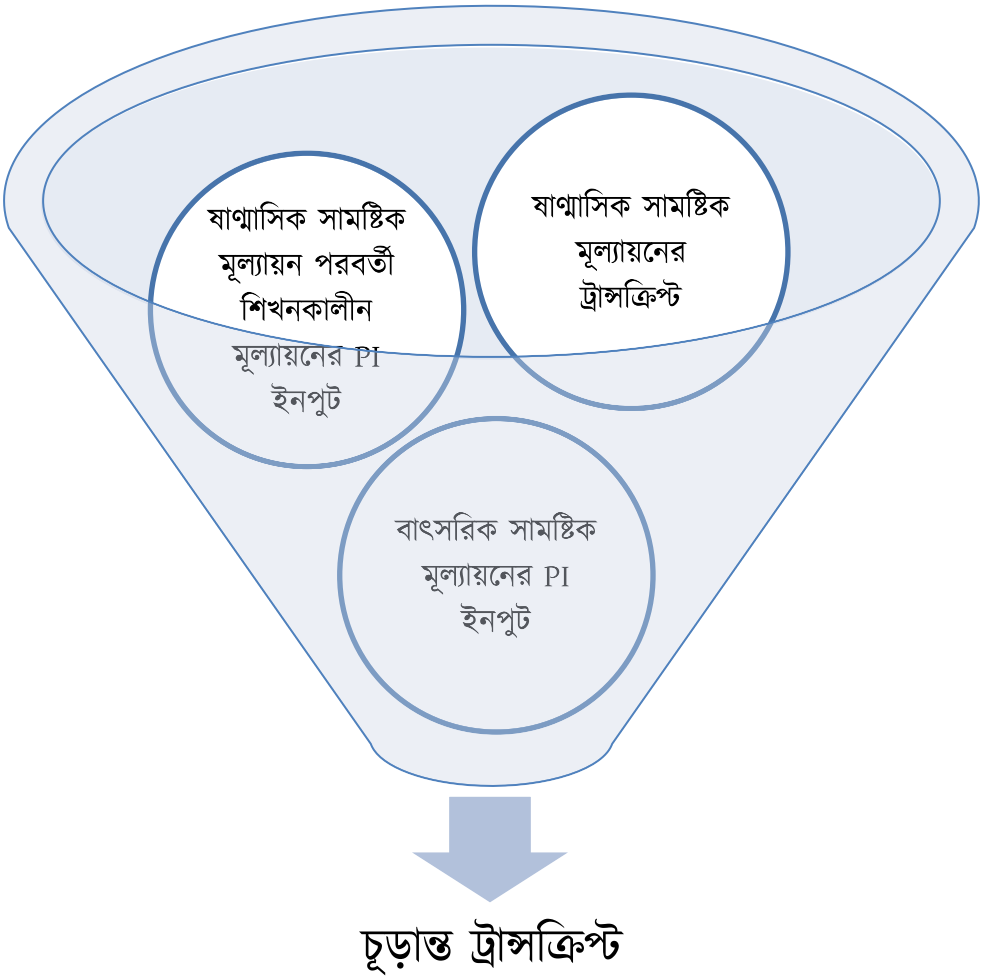

সাধারণ নির্দেশনা

- শুরুতেই ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে জীবন ও জীবিকা বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে, তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে তিন থেকে চার ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারবেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। লক্ষ রাখতে হবে, এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।

- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয়, সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেওয়া যাবে না, বরং উৎস থেকে তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজ

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

এক নজরে জীবন ও জীবিকার বাৎসরিক মূল্যায়ন

দিন	নির্ধারিত কাজ	যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক (পি আই)
প্রথম	এলাকাভিত্তিক সামাজিক সমস্যার সমাধান খুঁজি এবং হেলথ ক্যাম্পের প্রস্তুতি নিই	৭.৩ দলগতভাবে সামাজিক স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসু সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধান করতে পারা।	৭.৩.১ কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখে সমস্যার সমাধান করা
		৭.৭ কৃষি ও সেবা খাতের একাধিক কাজ/ আইটেমের ওপর প্রাথমিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা।	৭.৭.২ সঠিক, নিরাপদ ও কার্যকর উপায়ে পরিবারের শিশু, বয়স্ক বা অসুস্থ ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধী সদস্যকে সেবা প্রদান করা
দ্বিতীয়	আগামীর জন্য তৈরি হই	৭.১ ব্যক্তিগত পছন্দ, সামর্থ্য ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং তা বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা	৭.১.১ নিজের পছন্দ, সামর্থ্য ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা ৭.১.২ নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা
		৭.৬ ভবিষ্যত পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যত প্রযুক্তি (বিগ ডাটা, সাইবার সিকিউরিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ডিজিটাল মার্কেটিং, থ্রিডি প্রিন্টিং ইত্যাদি) সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যবস্থায় এর প্রভাব অন্বেষণ করতে পারা।	৭.৬.১ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করা ৭.৬.২ কোনো একটি ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পেশায় নিজেকে কল্পনা করে দেশের কল্যাণে নিজে কীভাবে অবদান রাখবে তা অন্বেষণ করা
তৃতীয়	হেলথ ক্যাম্পের আয়োজন করি	৭.৩ দলগতভাবে সামাজিক স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসু সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধান করতে পারা।	৭.৩.১ কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখে সমস্যার সমাধান করা
		৭.৭ কৃষি ও সেবা খাতের একাধিক কাজ/আইটেমের ওপর প্রাথমিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা।	৭.৭.২ সঠিক, নিরাপদ ও কার্যকর উপায়ে পরিবারের শিশু, বয়স্ক বা অসুস্থ ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধী সদস্যকে সেবা করা

মূল্যায়নের প্রথম দিন (সময় : ৯০ মিনিট)

নির্ধারিত কাজ: এলাকাভিত্তিক সামাজিক সমস্যার সমাধান খুঁজি এবং হেলথ ক্যাম্পের প্রস্তুতি নিই

(সংকেত: নিজ এলাকায় বিশেষ কোনো রোগ, যেমন-ডেঙ্গু বা স্বাস্থ্যবিষয়ক যেকোনো সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম; হাত ধোয়া ও সঠিক উপায়ে দাঁত ব্রাশের নিয়ম বিষয়ক কর্মসূচি; ধুমপানের কুফল সম্পর্কিত ক্যাম্পেইন; অপরিচ্ছন্নতার কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকি; প্রাথমিক চিকিৎসাধর্মী সচেতনতা; প্রবীণ/প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্যসেবা (জ্বর মাপা, নখ কাটার নিয়ম, ওরস্যালাইন বানানো ইত্যাদি) অনুশীলন করানো বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়ে ছোট পরিসরে শিক্ষার্থীরা কাজ করতে পারে। যেমন- এলাকার বড়দের/বৃদ্ধ/শিশুদের নিয়ে উঠানে বা ছাদে বসে সচেতনতামূলক কথা বলা, ভিডিও দেখানো, আলোচনা করা, হাতে লেখা লিফলেট বিতরণ, হাতে আঁকা পোস্টার টানানো ইত্যাদি)

শিক্ষক যেভাবে পরিচালনা করবেন: এটি দলগত কাজ। পরিচালনার সুবিধার্থে নিচে বর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে-

ক) দলগতভাবে সামাজিক সমস্যা খুঁজে সমাধান বের করা (৪০ মিনিট)

- শিক্ষার্থীদের ৬-৮ জন নিয়ে এলাকাভিত্তিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করে দিন। এক একটি দলকে নিজ নিজ এলাকায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কী কী সমস্যা রয়েছে, যেগুলোর সমাধানে শিক্ষার্থীরা উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে, তার একটি তালিকা (অন্তত ৩ টি সমস্যার) তৈরি করতে বলুন।
- উক্ত তালিকার সমস্যাগুলো থেকে সহজে এবং তাদের পক্ষে উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব, এমন একটি সমস্যা বেছে নিতে বলুন। এবার উক্ত সমস্যার কী ধরনের সমাধান হতে পারে, তা দলগত আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে বের করতে বলুন।
- দলের সবাই মিলে প্রতিটি সমাধান বা সমস্যা সমাধানের উপায়গুলো পর্যালোচনা করতে বলুন এবং সবচেয়ে ভালো উপায়টি খুঁজে বের করতে বলুন। এরপর সমস্যা সমাধানের ধাপ অনুসরণ করে সমস্যাটির সমাধান করার একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন।
- প্রতিটি দলকে দলগত কাজের প্রতিটি ধাপের ভিত্তিতে একটি পোস্টার তৈরি করে জমা দিতে বলুন। (মূল্যায়নের ৩য় দিন উপস্থাপনের জন্যে উক্ত পোস্টার আবার দলগুলোকে ফেরত দিবেন।)

খ) চিহ্নিত সমস্যার সমাধানের নির্দেশনা (১০ মিনিট)

বাড়িতে শিক্ষার্থীরা নিজ উদ্যোগে দলগতভাবে অথবা এককভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্যাটির সমাধানের উদ্যোগ বাস্তবায়নে কাজ করবে। যে দল/শিক্ষার্থী যে এলাকায় কাজটি সম্পন্ন করেছে, সে এলাকার অংশীজনদের মধ্য থেকে যেকোনো দুইজনের স্বাক্ষর ও মতামত সংগ্রহ করবে। বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা একটি কাগজে লিখে অংশীজনের মতামত বা স্বাক্ষরসহ মূল্যায়নের তৃতীয় দিন জমা দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দিন।

গ) হেলথ ক্যাম্পের জন্য প্রস্তুতি (৩০ মিনিট)

- মূল্যায়নের ৩য় দিন শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দলকে হেলথ ক্যাম্পের জন্য স্টল তৈরি করতে হবে, তা জানিয়ে দিন। হেলথ ক্যাম্পে প্রতিটি দল যে যে কাজ করবে তা হলো- ক্যাম্প সাজানো, সমস্যা খুঁজি ও সমাধান বের করি'র পোস্টার উপস্থাপন, কেয়ার গিভিং স্কিল কোর্সের ব্যক্তিগত পরিচর্যা থেকে ১টি ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা থেকে ১টি কাজের ভূমিকাভিনয় প্রদর্শন। (ক্লাসরুম বা বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় হেলথ ক্যাম্প আয়োজন করা যেতে পারে।)
- উক্ত কাজগুলো সুন্দরভাবে করার জন্য প্রতিটি দলকে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলুন। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দলের সদস্যরা তাদের বাৎসরিক সঞ্চয় থেকে কে কত টাকা দিতে পারবে তার তালিকা তৈরি করে মোট টাকা হিসেব করতে বলুন। একজন সর্বোচ্চ ৩০ টাকা দিতে পারবে। কারো সঞ্চয় না থাকলে সে দেবেনা। যত টাকা উঠবে, তার মধ্যেই

ক্যাম্পের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বাজেট করতে হবে। ক্যাম্পের জন্য কিছু জিনিস শিক্ষার্থীদের তৈরি বা সংগ্রহ করতে হতে পারে, যেমন- স্বাস্থ্য পরিচর্যার ভূমিকাভিনয়ের জন্য থার্মোমিটার, হাত ধোয়ার উপকরণ, নেইল কাটার, চিরুনি, হাতে বানান লিফলেট, পোস্টার, ব্যক্তিগত পরিচর্যার ভূমিকাভিনয়ের উপকরণ ইত্যাদি।

- হেলথ ক্যাম্প আয়োজনের পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের পর কে কোন কাজ করবে তার দায়িত্ব ভাগ করে নিবে। কীভাবে যৌক্তিকতা ও নৈতিকতা বজায় রেখে উপকরণ ক্রয়/সংগ্রহ করবে, তা দলগত আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে নিতে হবে। তবে কোনোভাবেই দলের নির্ধারিত বাজেটের বাইরে ব্যয় করা যাবে না, তা জানিয়ে দিন। সকল দলকে পরিকল্পনা মাফিক সকল উপকরণসহ মূল্যায়নের ৩য় দিন হেলথ ক্যাম্পের আয়োজনের করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করুন।

ঘ) পরবর্তী কাজের নির্দেশনা (১০ মিনিট)

- শিক্ষার্থীর মা বা বাবা বা অভিভাবক এবং বন্ধু বা আত্মীয়দের থেকে একজনের (মোট ২ জন) সাথে নিজ সম্পর্কে তাদের ধারণা ও প্রত্যাশা নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন। নিজ সম্পর্কে তাদের ধারণা ও প্রত্যাশা লিখে তাদের স্বাক্ষরসহ মূল্যায়নের **দ্বিতীয় দিন** আনার জন্য অনুরোধ করবেন।
- পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার অনুশীলন ছক (পাঠ্যপুস্তকের ছক ৮.১, বিগত এক সপ্তাহের আলোকে আলাদা শীটে তৈরি করে) পূরণ করে মূল্যায়নের **তৃতীয় দিন** জমা দিতে হবে তা জানিয়ে দিন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ সঞ্চয়ের আর্থিক ডায়রি মূল্যায়নের তৃতীয় দিন জমা দিতে হবে তা জানিয়ে দিন।

যেসব পি আই অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে: ৭.৩.১, ৭.৫.১, ৭.৭.২ (মূল্যায়নের তৃতীয় দিন পারদর্শিতার নির্দেশক যাচাই সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে।)

মূল্যায়নের দ্বিতীয় দিন (সময়: ৯০ মিনিট)
নির্ধারিত কাজ: আগামীর জন্য তৈরি হই

শিক্ষক যেভাবে পরিচালনা করবেন: এটি শিক্ষার্থীদের জন্য একক কাজ। কাজটি পরিচালনার সুবিধার্থে নিচে বর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে-

ক) নিজেকে জানা (২০ মিনিট)

- শিক্ষার্থীদের নিজের পছন্দ বা আগ্রহ এবং নিজের সামর্থ্য বা দক্ষতা চিহ্নিত করতে বলুন। পূর্বের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজ সম্পর্কে অভিভাবক ও বন্ধু বা আত্মীয়দের ধারণা ছকে লিখতে বলুন (ছকটি বোর্ডে এঁকে দিন)।

ছক: নিজেকে জানা

নিজের পছন্দ ও আগ্রহ	নিজের দক্ষতা ও সামর্থ্য	নিজ সম্পর্কে অন্যের ধারণা বা প্রত্যাশা
		অভিভাবক: বন্ধু বা আত্মীয়:

খ) কাঙ্ক্ষিত পেশার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ণ (৩০ মিনিট)

- নিজেকে জানা ছকের আলোকে নিজের জন্য প্রযুক্তি নির্ভর একটি পেশা নির্বাচন করতে বলুন। SWOT ডায়াগ্রাম ব্যবহার করে নির্বাচিত পেশায় নিজের সামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করতে বলুন।

- এরপর উক্ত পেশার উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য ছক অনুযায়ী (ছকটি বোর্ডে এঁকে দিন) স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতোমধ্যেই সে কী কী কাজ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে শুরু করেছে তার অভিজ্ঞতা (৩০-৫০ শব্দের মধ্যে) লিখতে বলুন।

ছক: কাঙ্ক্ষিত পেশার উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা

কাঙ্ক্ষিত পেশার নাম	দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (৫-১০ বছর)	মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা (২-৪ বছর)	স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা (১ বছর)

গ) ভবিষ্যতের গল্প (৩০ মিনিট)

- ভবিষ্যতে উক্ত পেশায় ২০ বছর পর প্রযুক্তির কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে, এবং আমাদের দেশে এই পেশার ফলে তখন কী ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে তা কল্পনা করে একটি গল্প (৮০-১০০ শব্দের মধ্যে) লিখতে বা চিত্র আঁকতে বলুন (এক্ষেত্রে যদি কেউ লিখতে না পারে/প্রতিবন্ধী থাকে, তাহলে তার কাছে গিয়ে বর্ণনা শুনে নিতে হবে)। গল্পে ভবিষ্যত প্রযুক্তিটি কাল্পনিকও হতে পারে।

ঘ) পরবর্তী দিনের জন্য নির্দেশনা (১০ মিনিট)

- এলাকাভিত্তিক সামজিক সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন দলের পদক্ষেপ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিন। প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করুন। মূল্যায়নের তৃতীয় দিন হেলথ ক্যাম্পের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করুন।

ঘুরে ঘুরে সকল শিক্ষার্থীর অ্যাসাইনমেন্ট তৈরির কাজ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। কারও অতিরিক্ত কাগজ প্রয়োজন হলে তা সরবরাহ করুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজের সক্রিয়তা, পরিকল্পনা এবং অ্যাসাইনমেন্ট তৈরির প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে নির্দিষ্ট **পি আই (৭.১.১, ৭.১.২, ৭.৬.১, ৭.৬.২)** অনুযায়ী প্রত্যেকের রেকর্ড সংরক্ষণ করুন।

মূল্যায়নের তৃতীয় দিন (সময় : সকাল ১০.৩০ থেকে বিকাল ৪.০০)
নির্ধারিত কাজ: হেলথ ক্যাম্পের আয়োজন করি

শিক্ষক যেভাবে পরিচালনা করবেন: এটি শিক্ষার্থীদের জন্য একক ও দলগত কাজ। কাজটি পরিচালনার সুবিধার্থে নিচে বর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে-

ক) দলগত কাজ : হেলথ ক্যাম্প পরিচালনা (২ ঘণ্টা)

- হেলথ ক্যাম্প পরিদর্শনের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ অন্যান্য শিক্ষকদের পূর্বেই আমন্ত্রণ জানাবেন এবং অন্তত ৩জন পরিদর্শকের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন। আপনি চাইলে অভিভাবকদেরও দর্শক হিসেবে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের এলাকাভিত্তিক পূর্বনির্ধারিত দলে বিভক্ত হয়ে হেলথ ক্যাম্পের আয়োজন শুরু করতে বলুন। নিজ নিজ দলের ক্যাম্প সাজানোর জন্য ৩০-৪৫ মিনিট সময় দিন। ক্যাম্প প্রস্তুত করার জন্য তারা তাদের ক্লাস রুমের বেঞ্চ, চেয়ার টেবিল

বা বিদ্যালয়ে সহজলভ্য আসবাবপত্র ব্যবহার করতে পারবে তা বলে দিন। সেই সাথে মূল্যায়নের **১**ম দিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয়কৃত উপকরণ ব্যবহার করে ক্যাম্প সেবা প্রদানের উপযোগী করে প্রস্তুত করতে বলুন। এলাকাভিত্তিক সমস্যা খুঁজি ও সমাধান বের করি'র পোস্টার প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে। কেয়ার গিভিং স্কিল কোর্সের ভূমিকাভিনয় প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় আয়োজনও সম্পন্ন করতে বলুন। স্টল সাজাতে প্লাস্টিক বা পলিথিনের ব্যবহার করতে নিরুৎসাহিত করুন।

- এক এক করে প্রতিটি দলের ক্যাম্প পরিদর্শন করুন। তাদের এলাকাভিত্তিক সমস্যা খুঁজি ও সমাধান বের করি'র পোস্টার উপস্থাপন ও ক্যাম্পের সেবা প্রদান সম্পর্কিত ভূমিকাভিনয়ের সুযোগ দিন। দলগত কাজটিতে দলের কে কোন দায়িত্ব পালন করেছে তা জিজ্ঞেস করুন। [পরিদর্শক দল (প্রতিষ্ঠান প্রধান বা অন্যান্য আমন্ত্রিত শিক্ষক) প্রতিটি দলের উপস্থাপনা ও ভূমিকাভিনয় পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রতিটি দল সম্পর্কে তাদের মতামত সংরক্ষণ করুন।]
- সব শেষে সকল দলকে ক্যাম্পিং এর স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং ক্যাম্প আয়োজনের স্থানটি পূর্বের মতো গুছিয়ে রাখার জন্য ৩০ মিনিট সময় দিন।

খ) একক কাজ: প্রতিবেদন প্রণয়ন (৬০ মিনিট)

ক্যাম্পিং কার্যক্রম সম্পন্ন হলে, দলগত কাজের ওপর এককভাবে একটি **প্রতিবেদন প্রণয়ন** করতে বলুন। প্রতিবেদনে যা যা থাকবে-

- এলাকাভিত্তিক স্বাস্থ্যগত সমস্যার জন্য কী ধরনের সমাধান কার্যক্রম পরিচালনা করেছে? এর মাধ্যমে কে কে সুবিধাপ্রাপ্ত হবে? কীভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত হবে?
- কাজটি পরিচালনায় কী কী চ্যালেঞ্জ ছিল এবং কীভাবে সেই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা যেতে পারে?
- হেলথ ক্যাম্পিং কার্যক্রমটির সবল দিক, দুর্বল দিক এবং কীভাবে সেই দুর্বলতা মোকাবিলা করা যেতে পারে- এই সংক্রান্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করে সংক্ষেপে নিজের অনুভূতির প্রকাশ।

গ) প্রমাণক সংরক্ষণ

সকল শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ সঞ্চয়ের আর্থিক ডায়রি জমা নিন। একক কাক হিসেবে দেওয়া প্রতিবেদন জমা নিন। পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার অনুশীলন ছক জমা নিন।
মূল্যায়নের প্রথম দিন ও তৃতীয় দিন মিলে **পি আই** ৭.৩.১, ৭.৭.২ যাচাই সম্পন্ন করতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে, তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতো এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়

ইতোমধ্যে ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, অবশিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, অবশিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে, সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষাণ্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেওয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।
এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেওয়া আছে। ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলগত কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, **পরিশিষ্ট ৫** এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চুড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে, সেটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে-

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার
২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা, সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে, তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো, পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেওয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষাণ্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেওয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয়, তবে তার শিখন এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দিবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে, যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন, এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে, যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকগণ সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। **পরিশিষ্ট ৬** এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মূলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই

ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোনো শ্রেণির কোনো নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোনো শ্রেণির কোনো নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেওয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মূলত এই ডাইমেনশনগুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)
বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

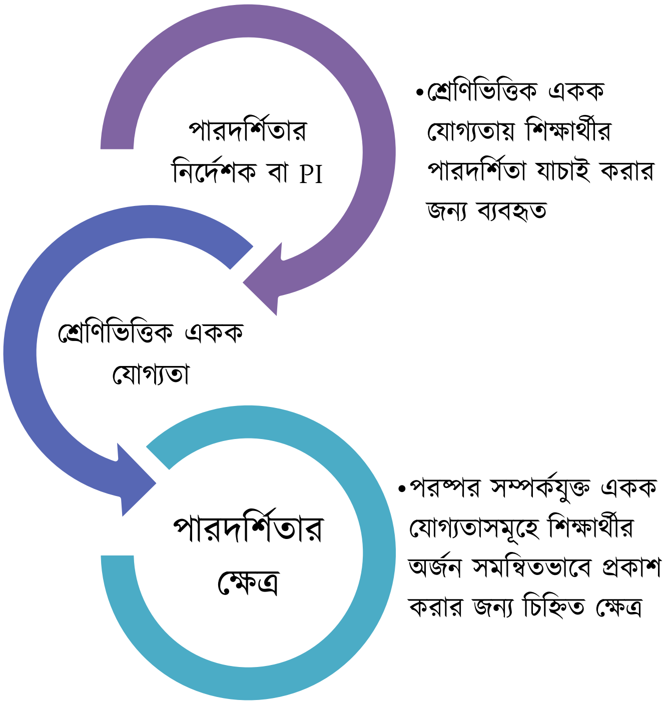

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। আত্মউন্নয়ন

২। ক্যারিয়ার প্লানিং

৩। পেশাগত দক্ষতা

৪। ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'ক্যারিয়ার প্লানিং' ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ হলো:

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
ক্যারিয়ার প্লানিং	৭.১ ব্যক্তিগত পছন্দ, যোগ্যতা ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং তা বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা	৭.১.১ নিজের পছন্দ, যোগ্যতা ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা ৭.১.২ নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি **পারদর্শিতার ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের (সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে, এক্ষেত্রে ৭.১ একক যোগ্যতা নিয়ে) একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। জীবন ও জীবিকা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। আত্মউন্নয়ন	দলগতভাবে কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের অনুশীলন এবং আর্থিক সাক্ষরতাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছে।
২। ক্যারিয়ার প্লানিং	নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে।
৩। পেশাগত দক্ষতা	দেশের কৃষি, সেবা ও শিল্পখাতের চাহিদা পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ ও মৌলিক দক্ষতা অন্বেষণ করে নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শণ করতে পেরেছে।
৪। ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা	প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে জেনে পেশায় এর প্রভাব অনুসন্ধানের চেষ্টা করছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতা নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পর্যায় মাত্র ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে উক্ত ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থির অবস্থান সহজেই বুঝতে পারেন, এজন্য এই অবস্থানকে ৭স্তর বিশিষ্ট একটি মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে বোঝানো হবে।

পারদর্শিতার এই স্তরগুলো নিম্নরূপ:

১. অনন্য (Upgrading)
২. অর্জনমুখী (Achieving)
৩. অগ্রগামী (Advancing)
৪. সক্রিয় (Activating)
৫. অনুসন্ধানী (Exploring)

৬. বিকাশমান (Developing)
৭. প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

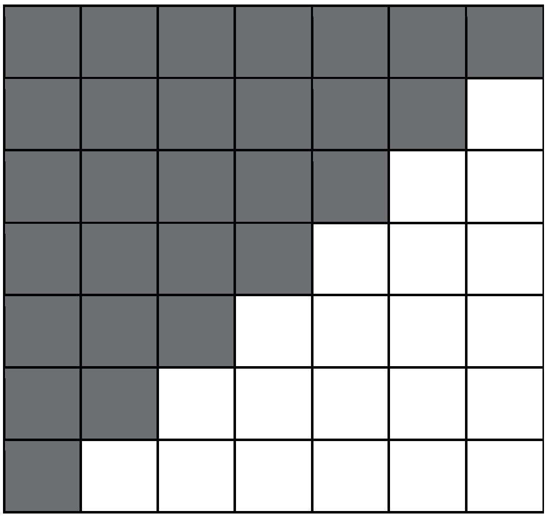

অনন্য (Upgrading)
অর্জনমুখী (Achieving)
অগ্রগামী (Advancing)
সক্রিয় (Activating)
অনুসন্ধানী (Exploring)
বিকাশমান (Developing)
প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ণয় করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * \text{১০০}\%$$

উদাহরণস্বরূপ, 'ক্যারিয়ার প্লানিং' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ২টি (৭.১.১, ৭.১.২)। কোনো শিক্ষার্থী এই ২টি PI এর মধ্যে ১টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। অবশিষ্ট ১টিতে সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{১} - \text{১}}{\text{২}} * \text{১০০}\% = \text{০}\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে 'ক্যারিয়ার প্লানিং' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে ।

এখানে উল্লেখ্য যে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

নিচের ছকে পারদর্শিতার সবকটি স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেওয়া হলো-

পারদর্শিতার স্তর	**পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত**
১. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
২. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
৩. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
৪. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
৫. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
৬. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
৭. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ৫০% হলে ওই শিক্ষার্থীর 'ক্যারিয়ার প্লানিং' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে অবস্থান হবে **'সক্রিয় (Activating)'**। সপ্তম শ্রেণি শেষে রিপোর্ট কার্ডে 'ক্যারিয়ার প্লানিং' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

ক্যারিয়ার প্লানিং
নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

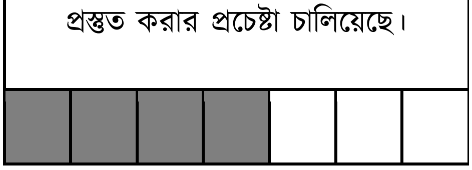

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, জীবন ও জীবিকা বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি সপ্তম শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
আত্মউন্নয়ন	৭.৩ দলগতভাবে সামাজিক স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসূ সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধান করতে পারা।	৭.৩.১ কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখে সমস্যার সমাধান করা
	৭.৪ পারিবারিক আয় ও ব্যয় বিবেচনা করে পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন করতে পারা এবং পরিবারের আর্থিক কাজে সহযোগিতা করতে পারা।	৭.৪.১ নিজ পরিবারের পারিবারিক বাজেট করা ৭.৪.২ পরিবারের আর্থিক কাজে সহযোগিতা করা
	৭.৫ আর্থিক কার্যক্রমে নৈতিকতা বজায় রেখে যৌক্তিকভাবে নিজ ও পরিবারের আর্থিক লেনদেন সম্পাদনে ভূমিকা রাখতে পারা।	৭.৫.১ নিজ ও পারিবারিক আর্থিক লেনেদেনে যৌক্তিকতা বজায় রাখা ৭.৫.২ নিজ ও পারিবারিক আর্থিক লেনেদেনে নৈতিকতা বজায় রাখা
ক্যারিয়ার প্লানিং	৭.১ ব্যক্তিগত পছন্দ, যোগ্যতা ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং তা বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা।	৭.১.১ নিজের পছন্দ, যোগ্যতা ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা ৭.১.২ নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা
পেশাগত দক্ষতা	৭.২ সেবা, শিল্প ও কৃষিখাতসমূহের আলোকে দেশীয় শ্রমবাজারের চাহিদার পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করতে পারা এবং ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী সম্ভাব্য পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ অনুসন্ধান করতে পারা।	৭.২.১ সেবা, শিল্প ও কৃষিখাতসমূহের দেশীয় শ্রমবাজারের চাহিদা পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করা ৭.২.২ ভবিষ্যৎ শ্রমবাজার অনুযায়ী পরিবর্তীত বা নতুন যে কোনো একটি পেশার মৌলিক দক্ষতাসমূহ অন্বেষণ করা
	৭.৭ কৃষি ও সেবা খাতের একাধিক কাজ/আইটেমের ওপর প্রাথমিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা।	৭.৭.১ সঠিকভাবে সব্জি রান্না করতে পারা এবং বাড়িতে নিয়মিত সব্জি রান্নার অনুশীলন করা। ৭.৭.২ সঠিক, নিরাপদ ও কার্যকর উপায়ে পরিবারের শিশু, বয়স্ক বা অসুস্থ ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধী সদস্যকে সেবা প্রদান করা
ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা	৭.৬ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি (বিগ ডাটা, সাইবার সিকিউরিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ডিজিটাল মার্কেটিং, থ্রি-ডি প্রিন্টিং ইত্যাদি) সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যবস্থায় এর প্রভাব অন্বেষণ করতে পারা।	৭.৬.১ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করা ৭.৬.২ যেকোনো একটি ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পেশায় নিজেকে কল্পনা করে দেশের কল্যাণে নিজে কীভাবে অবদান রাখবে তা অন্বেষণ করা

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৬টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো-

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলগত কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলগত ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালোভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে। মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছানো হলে, এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

<table>
<tr><th rowspan="2">একক যোগ্যতা</th><th rowspan="2">পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং</th><th rowspan="2">পারদর্শিতার নির্দেশক</th><th colspan="3">পারদর্শীতার মাত্রা</th><th rowspan="2">সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম</th></tr>
<tr><th>□</th><th>○</th><th>△</th></tr>
<tr><td rowspan="6">৭.১ ব্যক্তিগত পছন্দ, সামর্থ্য ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং তা বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা</td><td rowspan="3">৭.১.১</td><td rowspan="3">নিজের পছন্দ, সামর্থ্য ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা</td><td>বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ, সামর্থ্য এবং পারিবারিক সামর্থ্য আংশিক নির্ণয় করে পছন্দ ও সামর্থ্যের সাথে সম্পর্কহীন নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে ।</td><td>বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ, সামর্থ্য এবং পারিবারিক সামর্থ্য যথাযথভাবে নির্ণয় করে পছন্দ, সামর্থ্য ও পারিবারিক সামর্থ্যর সাথে আংশিক সংশ্লিষ্ট নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।</td><td>বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ, সামর্থ্য এবং পারিবারিক সামর্থ্য যথাযথভাবে নির্ণয় করে নিজ সম্পর্কে অপরের ধারণা বিবেচনায় নিয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।</td><td rowspan="6">একক কাজের লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (মূল্যায়নের দ্বিতীয় দিন)</td></tr>
<tr><td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td></tr>
<tr><td>নিজের পছন্দ, সামর্থ্য আংশিক নির্ণয় করেছে, কিন্তু নির্বাচিত লক্ষ্যের সাথে নিজের সামর্থ্যের কোনো মিল নেই।</td><td>নিজের পছন্দ, সামর্থ্য ও পারিবারিক সামর্থ্য নির্ণয় করেছে, তবে নির্বাচিত লক্ষ্য উক্ত সামর্থ্যের সাথে পুরোপুরি সংশ্লিষ্ট নয়।</td><td>নিজের পছন্দ, সামর্থ্য ও পারিবারিক সামর্থ্যের পাশাপাশি নিজের অভিভাবক ও বন্ধু/আত্মীয়ের মতামত বিবেচনায় নিয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">৭.১.২</td><td rowspan="3">নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা</td><td>লক্ষ্যের সাথে তেমন সম্পর্ক নেই এমন আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।</td><td>লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।</td><td>লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে যথাযথ স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।</td></tr>
<tr><td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td></tr>
<tr><td>পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করেছে, তবে লক্ষ্যের সাথে কোনো মিল নেই।</td><td>লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে যেকোনো দুই ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং বাস্তবায়নে ন্যূনতম একটি পদক্ষেপ নিয়েছে।</td><td>লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে যথাযথভাবে তিন ধরনেরই অর্থাৎ স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং কমপক্ষে দুটি যৌক্তিক পদক্ষেপ নিয়েছে।</td></tr>
</table>

৭.৩ দলগতভাবে সামাজিক স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসূ সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধান করতে পারা।	৭.৩.১	কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখে সমস্যার সমাধান করা	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করার চেষ্টা করে।	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করে, দলীয়কাজে নিজের মতামত প্রদান করে।	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করে, দলীয়কাজে নিজের মতামত প্রদান করে, নিজের কাজের বিষয়ে অন্যের মতামত শুনতে আগ্রহী এবং অন্যকে দলীয় কাজে সহায়তা করে।	দলগত কাজ সম্পাদনের সময় পর্যবেক্ষণ এবং লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (মূল্যায়নের প্রথম ও তৃতীয় দিন)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			উল্লিখিত ২টি কাজ যথাযথভাবে করছে	উল্লিখিত ৩টি কাজ যথাযথভাবে করছে	উল্লিখিত ৫টি কাজই যথাযথভাবে করছে	
৭.৬ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি (বিগ ডাটা, সাইবার সিকিউরিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ডিজিটাল মার্কেটিং, থ্রি-ডি প্রিন্টিং ইত্যাদি) সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যবস্থায় এর প্রভাব অন্বেষণ করতে পারা।	৭.৬.১	ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করা	ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে আংশিক ধারণা অর্জন করে মানব কল্যাণে এর প্রভাবগুলো আংশিক বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।	ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে মানব কল্যাণে এর প্রভাবগুলো আংশিক বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।	ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে মানব কল্যাণে এর প্রভাবগুলো বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।	একক কাজের লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (মূল্যায়নের দ্বিতীয় দিন)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			গল্পে চেনা প্রযুক্তির শুধুই কাল্পনিক চিত্র উপস্থাপন করেছে কিন্তু এলাকার জন্য কল্যানকর ব্যবহারের সম্ভাব্য ক্ষেত্র উপস্থাপন করেনি।	গল্পে চেনা প্রযুক্তির শুধুই কাল্পনিক ও এলাকার জন্য কল্যানকর ব্যবহারের সম্ভাব্য ক্ষেত্র উপস্থাপন করছে।	গল্পে চেনা প্রযুক্তির যৌক্তিক, কাল্পনিক ও এলাকার জন্য কল্যানকর ব্যবহারের সম্ভাব্য ক্ষেত্র উপস্থাপন করছে।	
	৭.৬.২	যেকোনো একটি ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পেশায় নিজেকে কল্পনা করে দেশের কল্যাণে নিজে কীভাবে অবদান রাখবে তা অন্বেষন করা	যেকোনো একটি ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পেশায় নিজের অবস্থানকে সুনির্দিষ্টভাবে কল্পনা করতে না পারলেও দেশের কল্যাণে সম্ভাব্য দুই একটি অবদান নির্দিষ্ট করতে পেরেছে।	যেকোনো একটি ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পেশায় নিজের অবস্থানকে সুনির্দিষ্টভাবে কল্পনা করতে না পারলেও দেশের কল্যাণে সম্ভাব্য অবদান নির্দিষ্ট করতে পেরেছে।	যেকোনো একটি ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পেশায় নিজের অবস্থানকে সঠিকভাবে কল্পনা করে দেশের কল্যাণে সম্ভাব্য অবদান নির্দিষ্ট করতে পেরেছে।	একক কাজের লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (মূল্যায়নের দ্বিতীয় দিন)

			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ১-২ ধরনের প্রভাব চিহ্নিত করেছে করছে।	নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ৩-৪ ধরনের প্রভাব চিহ্নিত করেছে করছে।	নির্দিষ্ট প্রযুক্তির কমপক্ষে ৫ ধরনের যৌক্তিক প্রভাব চিহ্নিত করেছে করছে।	
৭.৭ কৃষি ও সেবা খাতের একাধিক কাজ/আইটেমের ওপর প্রাথমিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা।	৭.৭.৩	সঠিক, নিরাপদ ও কার্যকর উপায়ে পরিবারের শিশু, বয়স্ক বা অসুস্থ ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধী সদস্যকে সেবা প্রদান করা	কেয়ার গিভিং এর ব্যক্তিগত পরিচর্যা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সামাজিক পরিচর্যার কাজে আংশিক দক্ষতা অর্জন করে পরিবারের সদস্যদের কদাচিৎ সেবা প্রদান করেছে।	কেয়ার গিভিং এর ব্যক্তিগত পরিচর্যা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সামাজিক পরিচর্যার কাজে আংশিক দক্ষতা অর্জন করে পরিবারের সদস্যদের মাঝে মাঝে সেবা প্রদান করেছে।	কেয়ার গিভিং এর ব্যক্তিগত পরিচর্যা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সামাজিক পরিচর্যার কাজে সঠিকভাবে দক্ষতা অর্জন করে পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত সেবা প্রদান করেছে।	
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			১-২ ধরনের সেবা মাঝে মাঝে পরিবার/আত্মীয়/প্রতিবেশীকে প্রদান করেছে এবং তারা খুব একটা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি।	৩-৪ ধরনের সেবা মাঝে মাঝে পরিবার/আত্মীয়/প্রতিবেশীকে প্রদান করেছে এবং তারা মোটামুটি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।	কমপক্ষে ৫ ধরনের সেবা নিয়মিতভাবে পরিবার/আত্মীয়/প্রতিবেশীকে প্রদান করেছে এবং তারা খুবই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।	

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : জীবন ও জীবিকা
	প্রযোজ্য PI নং

রোল নং	নাম	৭.১.১	৭.১.২	৭.৩.১	৭.৬.১	৭.৬.২	৭.৭.২		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		

শ্রেণি :		বিষয় : জীবন ও জীবিকা							
		প্রযোজ্য PI নং							
রোল নং	নাম	৭.১.১	৭.১.২	৭.৩.১	৭.৬.১	৭.৬.২	৭.৭.২		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম :			
শিক্ষার্থীর আইডি :	শ্রেণি : সপ্তম	বিষয় : জীবন ও জীবিকা	শিক্ষকের নাম :

একক যোগ্যতা	সূচক/ নির্দেশক (PI)	পারদর্শিতার মাত্রা		
		□	○	△
৭.১ ব্যক্তিগত পছন্দ, সামর্থ্য ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং তা বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা	৭.১.১ নিজের পছন্দ, যোগ্যতা ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ, যোগ্যতা ও পারিবারিক সামর্থ্যগুলো আংশিক নির্ণয় করে পছন্দ ও যোগ্যতার সাথে সম্পর্কহীন নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে ।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ, যোগ্যতা ও পারিবারিক সামর্থ্য গুলো যথাযথভাবে নির্ণয় করে পছন্দ, যোগ্যতা ও পারিবারিক সামর্থ্যর সাথে আংশিক সংশ্লিষ্ট নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ, যোগ্যতা ও পারিবারিক সামর্থ্য যথাযথভাবে নির্ণয় করে নিজ সম্পর্কে অপরের ধারণা বিবেচনায় নিয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
	৭.১.২ নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা	লক্ষ্যের সাথে তেমন সম্পর্ক নেই এমন আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।	লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।	লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে যথাযথ স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
৭.২ সেবা, শিল্প ও কৃষিখাতসমূহে-র আলোকে দেশীয় শ্রমবাজারের চাহিদার পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করতে পারা এবং ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী সম্ভাব্য পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ অনুসন্ধান করতে পারা।	৭.২.১ সেবা, শিল্প ও কৃষিখাতসমূহের দেশীয় শ্রমবাজারের চাহিদা পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করা	সময়ের প্রেক্ষিতে সেবা, শিল্প ও কৃষিখাতসমূহের মধ্যে থেকে একটি বা দুইটি খাতের দেশীয় শ্রমবাজারের চাহিদার পরিবর্তনের ধারা আংশিক বিশ্লেষণ করতে পারেছে।	সময়ের প্রেক্ষিতে সেবা, শিল্প ও কৃষিখাতসমূহের দেশীয় শ্রমবাজারের চাহিদার পরিবর্তনের ধারা আংশিক বিশ্লেষণ করতে পারেছে।	সময়ের প্রেক্ষিতে সেবা, শিল্প ও কৃষিখাতসমূহের দেশীয় শ্রমবাজারের চাহিদার পরিবর্তনের ধারা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।
	৭.২.২ ভবিষ্যৎ শ্রমবাজার অনুযায়ী পরিবর্তীত বা নতুন যে কোনো একটি পেশার মৌলিক দক্ষতাসমূহ অন্বেষণ করা	সাধারণভাবে ভবিষ্যত যে কোনো একটি পেশার মৌলিক দক্ষতাসমূহ আংশিক অন্বেষণ করতে পেরেছে।	পদ্ধতিগতভাবে ভবিষ্যত যে কোনো একটি পেশার মৌলিক দক্ষতাসমূহ আংশিক অন্বেষণ করতে পেরেছে।	পদ্ধতিগতভাবে ভবিষ্যত যে কোনো একটি পেশার মৌলিক দক্ষতাসমূহ যথাযথভাবে অন্বেষণ করতে পেরেছে।
৭.৩ দলগতভাবে সামাজিক স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসূ সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধান করতে পারা।	৭.৩.১ কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখে সমস্যার সমাধান করা	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করার চেষ্টা করে।	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করে, দলগত কাজে নিজের মতামত প্রদান করে।	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করে, দলগত কাজে নিজের মতামত প্রদান করে, নিজের কাজের বিষয়ে অন্যের মতামত শুনতে আগ্রহী এবং অন্যকে দলগত কাজে সহায়তা করে।

৭.৪ পারিবারিক আয় ও ব্যয় বিবেচনা করে পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন করতে পারা এবং পরিবারের আর্থিক কাজে সহযোগিতা করতে পারা।	৭.৪.১ নিজ পরিবারের পারিবারিক বাজেট করা	নিজ পরিবারের আয় ও ব্যয় বিবেচনা না করেই পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন করেছে।	পারিবারিক বাজেট প্রণয়নে নিজ পরিবারের আয় বিবেচনা করলেও ব্যয় পরিকল্পনায় সকল প্রয়োজনীয় খাত যথাযথভাবে বিবেচনা করে নি।	নিজ পরিবারের আয় ও ব্যয় বিবেচনা করে পারিবারিক বাজেট যথাযথভাবে প্রণয়ন করতে পেরেছে।
	৭.৪.২ পরিবারের আর্থিক কাজে সহযোগিতা করা	আর্থিক কাজের সহযোগিতার পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ত্ বাস্তবায়নে প্রচেষ্ঠা গ্রহণ করেছে।	অভিভাবকের সাথে মিলে পারিবারিক আর্থিক কাজে সহযোগিতার পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা আংশিক বাস্তবায়ন করেছে।	অভিভাবকের সাথে মিলে পারিবারিক আর্থিক কাজে সহযোগিতার পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেছে।
৭.৫ আর্থিক কার্যক্রমে নৈতিকতা বজায় রেখে যৌক্তিকভাবে নিজ ও পরিবারের আর্থিক লেনদেন সম্পাদনে ভূমিকা রাখতে পারা।	৭.৫.১ নিজ ও পারিবারিক আর্থিক লেনেদেনে যৌক্তিকতা বজায় রাখা	আর্থিক লেনদেনে যৌক্তিকতার আংশিক ধারণা নিয়ে নিজ ও পারিবারিক লেনদেনে তার আংশিক প্রতিফলন দেখাতে পেরেছে।	আর্থিক লেনদেনে যৌক্তিকতার ধারণা ভালোভাবে বোঝে, যৌক্তিকতা বজায় রেখে নিজে আর্থিক লেনদেন করে কিন্তু পরিবারিক লেনদেনে যৌক্তিকতা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে না।	যৌক্তিকতা বজায় রেখে নিজে আর্থিক লেনদেন করে ও পরিবারিক লেনদেনে যৌক্তিকতা বজায় রাখতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে।
	৭.৫.২ নিজ ও পারিবারিক আর্থিক লেনেদেনে নৈতিকতা বজায় রাখা	আর্থিক লেনদেনে নৈতিকতার আংশিক ধারণা নিয়ে নিজ ও পারিবারিক লেনদেনে তার আংশিক প্রতিফলন দেখাতে পেরেছে।	আর্থিক লেনদেনে নৈতিকতার ধারণা ভালোভাবে বুঝে নৈতিকতা বজায় রেখে নিজে আর্থিক লেনদেন করে কিন্তু পরিবারিক লেনদেনে নৈতিকতা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে না।	আর্থিক লেনদেনে নৈতিকতার ধারণা ভালোভাবে বুঝে নৈতিকতা বজায় রেখে নিজে আর্থিক লেনদেন করে ও পরিবারিক লেনদেনে নৈতিকতা বজায় রাখতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে।
৭.৬ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি (বিগ ডাটা, সাইবার সিকিউরিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ডিজিটাল মার্কেটিং, থ্রি-ডি প্রিন্টিং ইত্যাদি) সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যবস্থায় এর প্রভাব অন্বেষণ করতে পারা।	৭.৬.১ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করা	ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে আংশিক ধারণা অর্জন করে মানব কল্যাণে এর প্রভাবগুলো আংশিক বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।	ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে মানব কল্যাণে এর প্রভাবগুলো আংশিক বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।	ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে মানব কল্যাণে এর প্রভাবগুলো বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।
	৭.৬.২ যেকোনো একটি ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পেশায় নিজেকে কল্পনা করে দেশের কল্যাণে নিজে কীভাবে অবদান রাখবে তা অন্বেষণ করা	যেকোনো একটি ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পেশায় নিজের অবস্থানকে সুনির্দিষ্টভাবে কল্পনা করতে না পারলেও দেশের কল্যাণে সম্ভাব্য দুই একটি অবদান নির্দিষ্ট করতে পেরেছে।	যেকোনো একটি ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পেশায় নিজের অবস্থানকে সুনির্দিষ্টভাবে কল্পনা করতে না পারলেও দেশের কল্যাণে সম্ভাব্য কী কী অবদান রাখতে পারে তা নির্দিষ্ট করতে পেরেছে।	যেকোনো একটি ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পেশায় নিজের অবস্থানকে সঠিকভাবে কল্পনা করে দেশের কল্যাণে সম্ভাব্য কী কী অবদান রাখতে পারে তা নির্দিষ্ট করতে পেরেছে।
৭.৭ কৃষি ও সেবা খাতের একাধিক	৭.৭.১ সঠিকভাবে সব্জি রান্না করা এবং বাড়িতে	সব্জি রান্নায় আংশিক দক্ষতা অর্জন করেছে ও	পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে, নিরাপত্তা মেনে, সব্জি রান্না	পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে, নিরাপত্তা মেনে, সব্জি

কাজ/আইটেমের ওপর প্রাথমিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা।	নিয়মিত সব্জি রান্নার অনুশীলন করা।	কদাচিৎ বাড়িতে সব্জি রান্নার অনুশীলন করে।	করতে পারে এবংবাড়িতে মাঝেমাঝে অনুশীলন করে।	রান্না করতে পারে এবং বাড়িতে নিয়মিত অনুশীলন করে।
	৭.৭.২ সঠিক, নিরাপদ ও কার্যকর উপায়ে পরিবারের শিশু, বয়স্ক বা অসুস্থ ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধী সদস্যকে সেবা প্রদান করা	কেয়ার গিভিং এর ব্যক্তিগত পরিচর্যা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সামাজিক পরিচর্যার কাজে আংশিক দক্ষতা অর্জন করে পরিবারের সদস্যদের কদাচিৎ সেবা প্রদান করেছে।	কেয়ার গিভিং এর ব্যক্তিগত পরিচর্যা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সামাজিক পরিচর্যার কাজে আংশিক দক্ষতা অর্জন করে পরিবারের সদস্যদের মাঝে মাঝে সেবা প্রদান করেছে।	কেয়ার গিভিং এর ব্যক্তিগত পরিচর্যা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সামাজিক পরিচর্যার কাজে সঠিকভাবে দক্ষতা অর্জন করে পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত সেবা প্রদান করেছে।
	৭.৭.৩ নিরাপদ পরিবেশে পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে সহজ উপায়ে মুরগি পালন করা	মুরগি পালনে আংশিক দক্ষতা অর্জন করেছে কিন্তু বাড়িতে মুরগি পালন করে নি।	মুরগি পালনে আংশিক দক্ষতা অর্জন করে বাড়ির সদস্যদের সহায়তায় অন্তত একটি মুরগি পালন করেছে।	মুরগি পালনে দক্ষতা অর্জন করে বাড়িতে নিজে সফলভাবে অন্তত একটি মুরগি পালন করেছে।

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
১. দলগত কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
২. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
৩. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
৪. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
৫. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
৬. দলগত ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
৭. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

৮. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
৯. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
১০. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলগত কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : জীবন ও জীবিকা

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :					বিষয় : জীবন ও জীবিকা						
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন
একীভূত
শিখনকালীন মূল্যায়ন
সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৭ম .... শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত উপায়ে ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পেরেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ
নিজস্ব পর্যবেক্ষণসহ বর্ণনামূলক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ
জীবন ও পরিপার্শ্বের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন
নিজের মতামত সম্পর্কে অন্যদের সমালোচনা ইতিবাচকভাবে নিয়েছে ও অন্যের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication
Applies strategies to minimize communication breakdown

Linguistic norms
Transforms sentence structures according to their purposes

Democratic practice
Practices democratic skills following relevant social practices

Creative expression
Expresses personal feelings on the literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ
বাস্তব সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ সমাধানে প্রথাগত ও ডিজিটাল কৌশল ব্যবহার করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি
জ্যামিতিক আকৃতি যুক্তিসহ চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ
প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ

বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর খুঁজে বের করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন

কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা

প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করে উপযুক্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে কন্টেন্ট তৈরি করেছে

আইসিটি সক্ষমতা

নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণের জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করতে পেরেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন

কোনো বাস্তব সমস্যা বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্যের নিরাপদ বিনিময় বা সম্প্রচারের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার

ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রযুক্তির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার করতে পেরেছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়

বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

সময়ের সাথে সামাজিক কাঠামো এবং প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন মানুষের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা পর্যালোচনা করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন সমাজের প্রেক্ষাপটে সম্পদ ব্যবস্থাপনার চর্চা ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা

সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কেন একেক অঞ্চলে একেকরকম হয় কিংবা সময়ের সাথে পালটায় তা উদঘাটন করে নিজ প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন
দলগতভাবে কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের অনুশীলন এবং আর্থিক সাক্ষরতাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছে

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং
নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে

পেশাগত দক্ষতা
দেশের কৃষি, সেবা ও শিল্প খাতের চাহিদা পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ ও মৌলিক দক্ষতা অন্বেষণ করে নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা
প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে জেনে পেশায় এর প্রভাব অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান
ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান
মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ
ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলেমিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলা করে নিজের সামগ্রিক যত্ন ও পরিচর্যা করেছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা
যে কোন ফলাফলকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে সহমর্মী আচরণ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা
ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর
প্রকৃতি-পরিবেশের রূপ, গল্প, বা ঘটনায় নিজের কল্পনা মিশিয়ে শিল্পকলার যে কোন ধারায় সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ
শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হয়ে উপভোগ করে মতামত দিতে পারছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা
দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার চর্চা করছে ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	নিষ্ঠা ও সততা	পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

মূল্যায়নের স্কেল

স্কেল		
■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: গণিত | সপ্তম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সপ্তম শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয়: গণিত

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন: গণিত

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় গণিত বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেওয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই গণিত বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

- সাধারণ নির্দেশনা:

শুরুতেই ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে গণিত বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।

শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।

উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।

বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্যবই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

- প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

৭.১ গাণিতিক সমস্যা সমাধানে একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করা ও বস্তুনিষ্ঠভাবে বিকল্পগুলোর উপযোগিতা যাচাই করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারা।

৭.২ মানসাঙ্ক, লিখিত/পদ্ধতিগত এবং ডিজিটাল কৌশলের সমন্বয়ে জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পারা

৭.৪ জ্যামিতিক আকার আকৃতিগুলোর রৈখিক ও ক্ষেত্রভিত্তিক (সমান্তরাল, সর্বসমতা, সদৃশতা ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য গাণিতিক যুক্তিসহ উপস্থাপন করতে পারা ও এই সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা

৭.৫ গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীকের ব্যবহার অনুধাবন করা এবং গাণিতিক যুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে গণিতের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারা
৭.৬ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে গণিতের প্রয়োগকে উপলব্ধি করতে পারা
৭.৭ গাণিতিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফলের যে একাধিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে তা হৃদয়ঙ্গম করা ও সেগুলোর সম্ভাবনা যাচাই করতে পারা
৭.৮ গাণিতিক সূত্র বা নীতিকে অনুপুঙ্খ বশ্লিষেণ করা ও তা ব্যবহার করে বাস্তব ও বিমূর্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা

নিচের ছকে প্রতিটি সেশন কিভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কিভাবে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করবেন তা ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হয়েছে।

কার্যক্রম পরিচালনার প্রক্রিয়া (কাজের বর্ণনা, ধাপসমূহ, মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ প্রস্তুতির প্রক্রিয়া)

যোগ্যতা	পারদর্শিতা যাচাইয়ের জন্য নির্ধারিত কাজ	পি আই	শিক্ষক কাজগুলো যেভাবে পরিচালনা করবেন	মূল্যায়নের সময় শিক্ষক যে সকল দিক লক্ষ রাখবেন
সেশন ১ ৭.১ ৭.৪	**কাজ - ১ (সময়: ৯০ মিনিট)** **জোড়ায় কাজের নির্দেশনাঃ** 1) কাগজ দিয়ে যে কোনো একটি মডেল তৈরি করো যেমন- নৌকা, প্লেন, ফুল, ঘর, ব্যাগ প্রভৃতি যেখানে ত্রিভুজ এবং চতুর্ভুজ আকৃতি থাকতে হবে। 2) জোড়ায় আলোচনা করে একটি বস্তর মডেল তৈরি করবে এবং এই মডেলটি কিভাবে তৈরি করবে, কিভাবে পরিমাপ করবে তা জোড়ায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নাও। তোমাদের কাজের পরিকল্পনা লিখে রাখো। 3) তৈরিকৃত মডেল থেকে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি চিহ্নিত করে তাদের ছবি আঁকো। 4) এরপর প্রাপ্ত জ্যামিতিক আকৃতিগুলোর মধ্যে সর্বসমতা, সদৃশতা আছে কিনা তা চিহ্নিত	৭.৪	• কাজ-১ এর মডেল তৈরির জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে A4 কাগজ/পোস্টার কাগজ সরবরাহ করুন। (এইগুলো প্রতিষ্ঠান থেকে সরবরাহ করা হবে। • সেশনের শুরুতেই সকল শিক্ষার্থীকে জোড়ায় ভাগ করে দিন। এরপর কাজ-১ সম্পাদনের নির্দেশনা ভালভাবে ব্যাখ্যা করুন। না বুঝে থাকলে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে বলুন। • বস্তর মডেল তৈরির সময় প্রতিটি জোড়াকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য মুল্যায়নের পয়েন্টগুলো (কলাম-৫)	কাজ-১ মূল্যায়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে নিচের পয়েন্টগুলো ভালভাবে পড়ুন এবং বুঝে নিন। শিক্ষার্থীদের জোড়ায় কাজের সময় কখন কোন পয়েন্ট পর্যবেক্ষণ করবেন তা চিহ্নিত করে রাখুন। 1) ত্রিভুজ এবং চতুর্ভুজ আকৃতি নিশ্চিত করে কাগজ দিয়ে মডেল তৈরি করতে পেরেছে। (৭.৪) 2) তারা জোড়ায় কিভাবে কি আলোচনা করে পরিকল্পনা তৈরি করলো তা পর্যবেক্ষণ করুন, দুইজনই মতামত প্রদান করছে এবং যৌক্তিক পরিকল্পনা করতে পেরেছে। (৭.১) 3) ৩ নং এর ক্ষেত্রে তাদের তৈরিকৃত মডেলে বিভিন্ন জ্যামাতিক আকৃতি চিহ্নিত করতে পেরেছে। অন্য কোন জ্যামিতিক আকৃতির নাম লিখল কিনা চিহ্নিত করে রাখুন। (৭.৪)

	করবে এবং উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি লিখবে। 5) চিহ্নিত আকৃতিগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো। 6) সমগ্র বহিঃতলের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করবে। 7) সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা সম্ভব হলো কিনা উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।		চিহ্নিত করে তথ্য সংগ্রহ করে রাখুন। • ২ নং প্রশ্নে মডেল তৈরির জন্য সময় নির্ধারণ করে দিন।	৪) সর্বসমতা/সদৃশতা চিহ্নিত করে উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি লিখতে পেরেছে। (কেন সর্বসম / কেন সদৃশ তা ব্যাখ্যা করতে পেরেছে)। (৭.৪) ৫) চিহ্নিত আকৃতিগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পেরেছে। (এই ধরণের কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যদি পরিমাপ এবং হিসাবের পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে থাকে তা চিহ্নিত করুন।) (৭.৪) ৬) সমগ্র বহিঃতলের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করতে পেরেছে। (এই ধরণের কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যদি পরিমাপ এবং হিসাবের পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে থাকে তা চিহ্নিত করুন।) (৭.৪) ৭) সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা সম্ভব হলো কিনা উত্তরের স্বপক্ষে যথাযথ যুক্তি দিতে পেরেছে। (৭.৮)
সেশন ২ ৭.৪ ৭.৫ ৭.৮	**কাজ ২- একক কাজ (৯০ মিনিট)** নিচের নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করে এককভাবে কাজটি করো এবং প্রতিবেদন আকারে শিক্ষকের কাছে জমা দাও। 1) অনুপাত ঠিক রেখে কাগজ দিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা তৈরি করো। 2) এখানে কী কী জ্যামিতিক আকৃতি পেলে তা চিহ্নিত করে চিত্র খাতায় আঁকো। 3) আকৃতিগুলোর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো। 4) তোমার পতাকার সবুজ অংশটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।		• কাজ-২ এর পতাকা তৈরির জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সাদা কাগজ/পোস্টার কাগজ ও লাল-সবুজ রঙ সরবরাহ করুন। (এইগুলো প্রতিষ্ঠান থেকে সরবরাহ করা হবে। • সেশনের শুরুতেই সকল শিক্ষার্থীকে জোড়ায় ভাগ করে দিন। এরপর কাজ-২ সম্পাদনের নির্দেশনা ভালভাবে ব্যাখ্যা করুন। না বুঝে থাকলে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে বলুন। • পতাকা তৈরির তৈরির সময় প্রতিটি শিক্ষার্থীরকে নিবিড়ভাবে	কাজ-২ মূল্যায়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে নিচের পয়েন্টগুলো ভালভাবে পড়ুন এবং বুঝে নিন। শিক্ষার্থীদের একক কাজের সময় কখন কোন পয়েন্ট পর্যবেক্ষণ করবেন তা চিহ্নিত করে রাখুন। 1. অনুপাত নিশ্চিত করে কাগজ দিয়ে পতাকা তৈরি করতে পেরেছে। 2. জ্যামিতিক আকৃতি চিহ্নিত করে চিত্র খাতায় আঁকতে পেরেছে। (চিত্র কিছুটা ভুল হলেও আকৃতির সঠিক নাম উল্লেখ করলে উত্তর সঠিক হবে)। (৭.৪) 3. আকৃতিগুলোর (আয়ত এবং ভিতরের বৃত্ত) বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে পেরেছে। (৭.৪)

	5) তোমার পতাকার লাল বৃত্তাকার অংশের ব্যাস $1\frac{1}{4}$ গুণ করা হলে পতাকাটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কি রকম হবে তা নির্ণয় করো। 6) তোমার তৈরি পতাকার বৃত্তাকার অংশের ব্যাস দ্বিতীয় আরেকটি পতাকার বৃত্তাকার অংশের ব্যাসের অনুপাত = 6:8 । পতাকা দুইটির বৃত্তাকার অংশের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করো। 7) তোমরা জানো যে, আমাদের জাতীয় পতাকার প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যের অনুপাত 3:5। প্রস্থকে অজানা রাশি ধরে দৈর্ঘ্যকে প্রস্থের সাপেক্ষে প্রকাশ করো। যদি জাতীয় পতাকার ক্ষেত্রফল 15 একক হয় তাহলে কাগজ কাটা পদ্ধতি ব্যবহার করে মডেল তৈরি করে পতাকাটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো।		পর্যবেক্ষণ করুন। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য মুল্যায়নের পয়েন্টগুলো (কলাম-৫) চিহ্নিত করে তথ্য সংগ্রহ করে রাখুন। • ১ ও ২ নং প্রশ্নের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিন। • ২ নং সেশনের শেষে শিক্ষার্থীদের পরের সেশন ৩ এর কাজের নির্দেশনা ব্যাখ্যা করে দিবেন। পরের সেশনের কাজটি দলগত কাজ এবং সেশন ৩ এ শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করে আনতে হবে। দল গঠন করে দিয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্দেশনা প্রদান করবেন। তারা পরের সেশনে আসার আগে দলগত কাজটি করার পরিকল্পনা করবে এবং সেই অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে আনবে।	4. নিজের আঁকা পতাকার সবুজ অংশটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পেরেছে। (মুল্যায়নের জন্য ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের পদ্ধতির উপর বেশি গুরুত্ব দিন।) (৭.৪) 5. পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করতে পেরেছে। (মুল্যায়নের জন্য দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয়ের পদ্ধতির উপর বেশি গুরুত্ব দিন। কোন শিক্ষার্থীর যদি শুধু সঠিক ফলাফল লিখে রাখে কিন্তু কোন পদ্ধতি প্রদর্শন না করে তবে সেই উত্তর সঠিক হবেনা)। (৭.৮) 6. পতাকা দুইটির বৃত্তাকার অংশের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করতে পেরেছে। (মুল্যায়নের জন্য ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয়ের পদ্ধতির উপর বেশি গুরুত্ব দিন।) (৭.৮) 7. অনুপাতের উপর ভিত্তি করে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থকে বীজগণিতীয় রাশি দিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে। (৭.৫) কাগজ কাটা পদ্ধতি ব্যবহার করে মডেল তৈরি করে পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করতে পেরেছে। (৭.৫)
সেশন ৩ ৭.১ ৭.৭ ৭.৮	**কাজ ৩ (৯০ মিনিট) দলগত কাজ- ফলের দোকানে বিক্রি বৃদ্ধির কৌশল খুঁজে বের করি।** ফলের দোকানের বিক্রি বৃদ্ধি করার জন্য ক্রেতার পছন্দ/অপছন্দ জেনে দোকানে ফল রেখে ফল বিক্রেতারা লাভ করতে পারে। এই কাজটির মাধ্যমে তোমরা তোমাদের এলাকার বিভিন্ন বয়সী অন্তত ৪০ জন মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে। এক্ষেত্রে ঐ পাঁচটি ফলের মধ্যে তার কোনটি পছন্দ সেই তথ্য নিবে। এর		শিক্ষক সংগ্রহ করা তথ্য নিয়ে সকল শিক্ষার্থীকে তাদের নির্দিষ্ট দলে বসতে বলবেন। প্রয়োজনে দলগত কাজের নির্দেশনা আবার ব্যাখ্যা করে দিবেন। সেশন ৩ এর শুরুতে ৬-১২ নং কাজগুলো দলের মধ্যে আলোচনা করে প্রতিবেদন তৈরি করতে বলুন।	কাজ-৩ মূল্যায়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে নিচের পয়েন্টগুলো ভালভাবে পড়ুন এবং বুঝে নিন। শিক্ষার্থীদের জোড়ায় কাজের সময় কখন কোন পয়েন্ট পর্যবেক্ষণ করবেন তা চিহ্নিত করে রাখুন। ১। পরিকল্পনা করে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে। পরিকল্পনা গ্রহণের যুক্তি ব্যাখ্যা করতে পেরেছে। ২। সংগৃহীত তথ্য সারণীভুক্ত করতে পেরেছে।

	সাথে তথ্যদাতার নাম ও বয়সের তথ্য সংগ্রহ করবে। **সেশন ২ এ করে রাখা দল গঠনের কাজ** প্রথমেই শ্রেণির শিক্ষার্থী অনুযায়ী ৬ জনের দল তৈরি করতে হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আগের সেশনেই (সেশন ২) দল গঠনের কাজটি করবেন। দলে বসার পর তোমার এলাকার মানুষ পছন্দ করে এমন ৫টি ফলের নাম দলে আলোচনা করে লিখো। এই কাজটি করার জন্য দলগত আলোচনার মাধ্যমে একটি পরিকল্পনা করবে (সেশন ২ ও ৩ এর মাঝের বিরতিতে) । সবার মতামত নিয়ে চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি খাতায় লিখে রাখবে। **দলগত কাজের জন্য নির্দেশনাঃ** 1) পরিকল্পনা অনুসারে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে সেশন ৩ এ সংগৃহীত তথ্য সারণীভুক্ত করবে। (কোন ফলটি কতজন তথ্যদাতা পছন্দ করে উল্লেখ করে তালিকা তৈরি করতে হবে) 2) পছন্দকারী মানুষের সংখ্যা ব্যবহার করে ঐ ৫টি ফলের জন্য একটি পাই চার্ট তৈরি করো। 3) পাইচার্ট থেকে কি কি তথ্য পেলে তা প্রতিবেদনে লিখো। 4) তথ্যদাতাদের বয়সের শ্রেণিব্যাপ্তি অনুসারে তোমাদের সংগৃহীত উপাত্তের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করো। 5) সারণি অনুযায়ী সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পছন্দের ফল পছন্দকারীর সংখ্যা স্তম্ভলেখ (Bar graph) এর মাধ্যমে উপস্থাপন করো। 6) স্তম্ভলেখটি বিশ্লেষণ করে তোমাদের সংগৃহীত উপাত্ত সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্ত লিখো।		৬-১২ নং কাজগুলো সমাধান করে প্রতিটি দল একটি করে প্রতিবেদন তৈরি করবে। এই প্রতিবেদন তৈরির সময় দলের সকলে অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে বিভিন্ন দলের সদস্যদের কাছে তাদের কাজের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করুন। তারা সকলে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে কি না, একে অপরকে সাহায্য করছে কিনা এই বিষয়গুলোও দেখুন এবং কলাম ৫ এর পয়েন্টগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করুন। প্রতিবেদন তৈরি শেষ হলে প্রতিটি দল থেকে অন্য আরেকজন সদস্য তাদের কাজের ফলাফল উপস্থাপন করবে। দলের প্রত্যেক সদস্য উপস্থাপনার কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। কে কোন অংশ উপস্থাপন করবে তা আগে থেকে শিক্ষার্থীদের নির্ধারণ করে নিতে বলুন। তারা নিচের বিষয়গুলো উপস্থাপন করবে • কর্মপরিকল্পনা • তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি • তথ্য সংগ্রহের অভিজ্ঞতা • পাই চার্ট ব্যাখ্যা • গনসংখ্যা নিবেশন সারণি ব্যাখ্যা • স্তম্ভলেখটি বিশ্লেষণ করে তোমাদের সংগৃহীত উপাত্ত সম্পর্কে কয়েকটি	৩। পছন্দকারী মানুষের সংখ্যা ব্যবহার করে ঐ ৫টি ফলের জন্য একটি পাই চার্ট তৈরি করতে পেরেছে। ৪। পাই চার্ট থেকে তথ্যদাতাদের প্রিয় ফল সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য লিখতে পেরেছে। ৫। তথ্যদাতাদের বয়সের শ্রেণিব্যাপ্তি অনুসারে তোমাদের সংগৃহীত উপাত্তের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করতে পেরেছে। ৬। ফল পছন্দকারীর সংখ্যা স্তম্ভলেখ (Bar graph) এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেছে। 9) স্তম্ভলেখটি বিশ্লেষণ করে সংগৃহীত উপাত্ত সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত লিখতে পেরেছে। 10) দোকান যদি স্কুলের পাশে হয় তাহলে কি ফল কি পরিমানে রাখবে? তোমাদের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। 11) তোমাদের ফলের দোকান যদি অফিস এলাকায় হয় তাহলে কি কি ফল রাখবে?

	7) তোমাদের ফলের দোকান যদি স্কুলের পাশে হয় তাহলে কি ফল কি পরিমানে রাখবে? তোমাদের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। 8) তোমাদের ফলের দোকান যদি অফিস এলাকায় হয় তাহলে কি কি ফল রাখবে?		সিদ্ধান্ত উপস্থাপন (৭ ও ৮ নং)	

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষাণ্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেওয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।
এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেওয়া আছে। ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চুড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।

- ○ আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ◯, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ◯।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেওয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ

বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষাণ্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।

- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেওয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)

বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

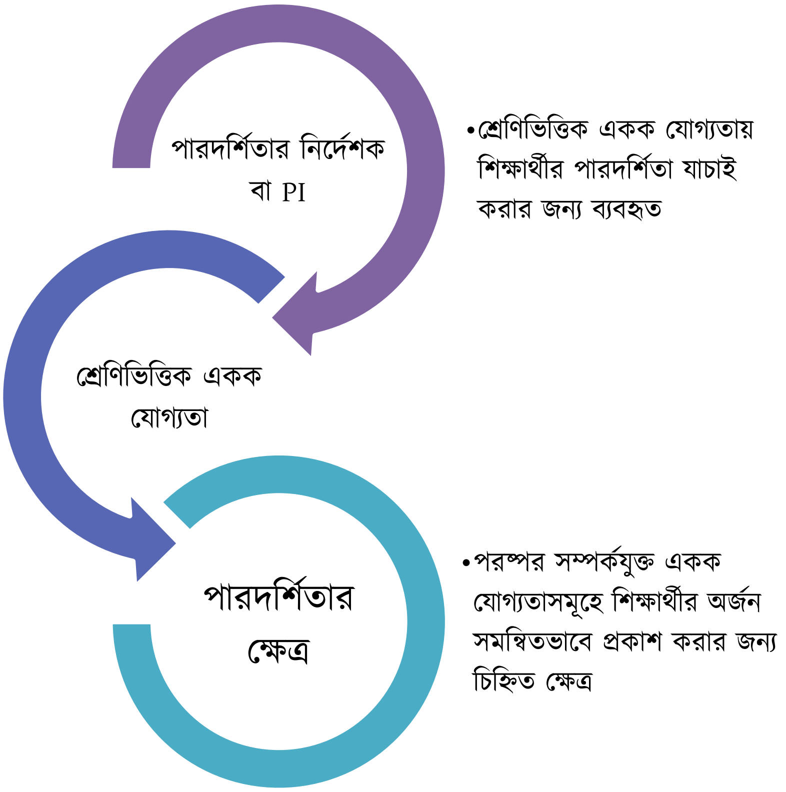

গণিত বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। গাণিতিক অনুসন্ধান

২। সংখ্যা ও পরিমাণ

৩। জ্যামিতিক আকৃতি

৪। গাণিতিক সম্পর্ক

৫। সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, "সংখ্যা ও পরিমাণ" পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

গণিত বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
	৭.২ মানসাঙ্ক, লিখিত/পদ্ধতিগত এবং ডিজিটাল কৌশলের সমন্বয়ে জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পারা	৭.২.১ মানসাঙ্ক ও লিখিত/পদ্ধতিগত কৌশল সমন্বয় করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা যৌক্তিকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে।

গণিত বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
সংখ্যা ও পরিমাণ	৭.৩ বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিমাপ করে ফলাফলে উপনীত হওয়া এবং এই পরিমাপ যে সুনিশ্চিত্ নয় বরং কাছাকাছি একটা ফলাফল তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা	৭.৩.১ ক্ষেত্র অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাপের ফলাফল নির্ণয় করতে পেরেছে। ৭.৩.২ কাছাকাছি ও গ্রহণযোগ্য ফলাফল সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কৌশল বা প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পেরেছে।
	৭.৬ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে গণিতের প্রয়োগকে উপলব্ধি করতে পারা	৭.৬.১ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে গাণিতিক কৌশলের প্রয়োগসমূহ যুক্তিসহকারে সনাক্ত করতে পারছে। ৭.৬.২ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত ও বস্তুনিষ্ঠভাবে যথোপযুক্ত গাণিতিক কৌশল প্রয়োগ করতে পারছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। গণিত বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

গণিত বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। গাণিতিক অনুসন্ধান	সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে
২। সংখ্যা ও পরিমাণ	বাস্তব সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ সমাধানে প্রথাগত ও ডিজিটাল কৌশল ব্যবহার করেছে
৩। জ্যামিতিক আকৃতি	জ্যামিতিক আকৃতি যুক্তিসহ চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে
৪। গাণিতিক সম্পর্ক	সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে
৫। সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ	প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতার নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পর্যায় মাত্র ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এজন্য এই অবস্থানকে একটি ৭-স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার এই স্তরগুলো নিম্নরূপ:

1. অনন্য (Upgrading)
2. অর্জনমুখী (Achieving)
3. অগ্রগামী (Advancing)
4. সক্রিয় (Activating)
5. অনুসন্ধানী (Exploring)
6. বিকাশমান (Developing)
7. প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

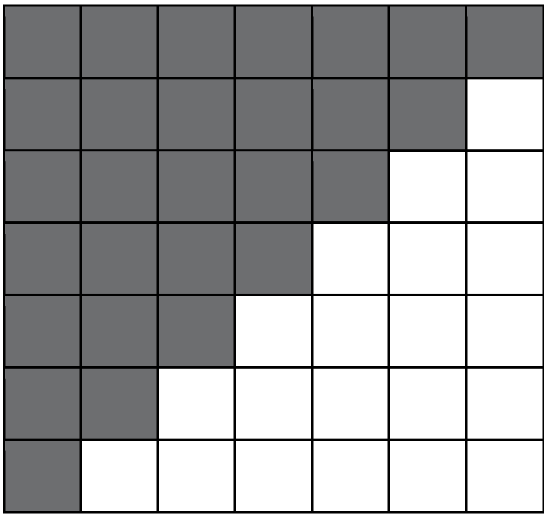

অনন্য (Upgrading)
অর্জনমুখী (Achieving)
অগ্রগামী (Advancing)
সক্রিয় (Activating)
অনুসন্ধানী (Exploring)
বিকাশমান (Developing)
প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

এই কাজটি করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * \text{১০০}\%$$

উদাহরণস্বরূপ, ‘সংখ্যা ও পরিমাণ’ শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ৫টি (৭.২.১, ৭.৩.১, ৭.৩.২, ৭.৬.১, ৭.৬.২) । কোনো শিক্ষার্থী এই ৫টি PI এর মধ্যে ৩টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। বাকি একটিতে সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) এবং আরেকটিতে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	৫টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	৩টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{৩ - ১}{৫} * ১০০\% = ৪০\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর অবস্থান পারদর্শিতার কোন স্তরে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
    - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
    - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
    - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
    - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

নিচের ছকে পারদর্শিতার সবগুলো স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেওয়া হলো:

পারদর্শিতার স্তর	পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ৪০% হলে ওই শিক্ষার্থীর অবস্থান হবে ‘অগ্রগামী (Advancing)’। রিপোর্ট কার্ড বা সনদে, ‘সংখ্যা ও পরিমাণ’ পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

সংখ্যা ও পরিমাণ
বাস্তব সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ সমাধানে প্রথাগত ও ডিজিটাল কৌশল ব্যবহার করেছে।

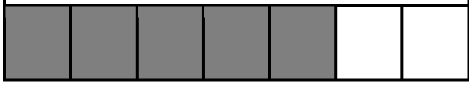

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, গণিত বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি সপ্তম শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

গণিত বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
১। গাণিতিক অনুসন্ধান	৭.১ গাণিতিক সমস্যা সমাধানে একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করা ও বস্তুনিষ্ঠভাবে বিকল্পগুলোর উপযোগিতা যাচাই করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারা।	৭.১.১ গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করতে পেরেছে। ৭.১.২ বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে অধিক কার্যকরী প্রক্রিয়া বেছে নেয়ার পক্ষে যুক্তি দিতে পেরেছে।
২। সংখ্যা ও পরিমাণ	৭.২ মানসাঙ্ক, লিখিত/পদ্ধতিগত এবং ডিজিটাল কৌশলের সমন্বয়ে জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পারা	৭.২.১ মানসাঙ্ক ও লিখিত/পদ্ধতিগত কৌশল সমন্বয় করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা যৌক্তিকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে।
	৭.৩ বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিমাপ করে ফলাফলে উপনীত হওয়া এবং এই পরিমাপ যে সুনিশ্চিত নয় বরং কাছাকাছি একটা ফলাফল তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা	৭.৩.১ ক্ষেত্র অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাপের ফলাফল নির্ণয় করতে পেরেছে। ৭.৩.২ কাছাকাছি ও গ্রহণযোগ্য ফলাফল সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কৌশল বা প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পেরেছে।

গণিত বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
	৭.৬ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে গণিতের প্রয়োগকে উপলব্ধি করতে পারা	৭.৬.১ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে গাণিতিক কৌশলের প্রয়োগসমূহ যুক্তিসহকারে সনাক্ত করতে পারছে। ৭.৬.২ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত ও বস্তুনিষ্ঠভাবে যথোপযুক্ত গাণিতিক কৌশল প্রয়োগ করতে পারছে।
৩। জ্যামিতিক আকৃতি	৭.৪ জ্যামিতিক আকার আকৃতিগুলোর রৈখিক ও ক্ষেত্রভিত্তিক (সমান্তরাল, সর্বসমতা, সদৃশতা ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য গাণিতিক যুক্তিসহ উপস্থাপন করতে পারা ও এই সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা	৭.৪.১ জ্যামিতিক আকার আকৃতিগুলোর রৈখিক ও ক্ষেত্রভিত্তিক (সমান্তরাল, সর্বসমতা, সদৃশতা ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য গাণিতিক যুক্তিসহ উপস্থাপন করতে পেরেছে। ৭.৪.২ জ্যামিতিক আকার আকৃতিগুলোর রৈখিক ও ক্ষেত্র অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে যৌক্তিকভাবে সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে।
৪। গাণিতিক সম্পর্ক	৭.৫ গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীকের ব্যবহার অনুধাবন করা এবং গাণিতিক যুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে গণিতের সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারা	৭.৫.১ গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীকের বস্তুনিষ্ঠ ব্যবহারের গুরুত্ব সনাক্ত করছে। ৭.৫.২ বাস্তব সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করছে।
	৭.৮ গাণিতিক সূত্র বা নীতিকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা ও তা ব্যবহার করে বাস্তব ও বিমূর্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা	৭.৮.১ বাস্তব সমস্যা/ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে গাণিতিক সুত্র/নীতি তৈরি করতে পেরেছে।
৫। সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ	৭.৭ গাণিতিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লষেণ, করে ফলাফলের যে একাধিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে তা হৃদয়ঙ্গম করা ও সেগুলোর সম্ভাবনা যাচাই করতে পারা	৭.৭.১ গাণিতিক অনুসন্ধানের জন্য প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল নির্ণয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। ৭.৭.২ প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনা অনুধাবন করে যুক্তি প্রদান করছে।

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য) ।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত **১০**টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে

	৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI)

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা		
			□	○	△
৭.১ গাণিতিক সমস্যা সমাধানে একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করা ও বস্তুনিষ্ঠভাবে বিকল্পগুলোর উপযোগিতা যাচাই করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারা।	৭.১.১	গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করতে পেরেছে।	একাধিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করতে উদ্যোগ নিয়েছে।	একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া সঠিকভাবে পরিকল্পনা করছে কিন্তু যথাযথ যুক্তি দিতে পারছে না।	একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া সঠিকভাবে পরিকল্পনা করছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করছে।
	৭.১.২	বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে অধিক কার্যকরী প্রক্রিয়া বেছে নেয়ার পক্ষে যুক্তি দিতে পারছে।	একটি প্রক্রিয়া বাছাই করছে কিন্তু পক্ষে যুক্তি দিতে পারছেনা।	অধিক কার্যকরী প্রক্রিয়া বেছে নেয়ার পক্ষে/বিপক্ষে মতামত দিচ্ছে কিন্তু যথাযথ যুক্তিপ্রমাণ দিতে পারছে না।	অধিক কার্যকরী প্রক্রিয়া বেছে নেয়ার পক্ষে/বিপক্ষে যথাযথ যুক্তি দিচ্ছে।
৭.২ মানসাঙ্ক, লিখিত/পদ্ধতিগত এবং ডিজিটাল কৌশলের সমন্বয়ে জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পারা	৭.২.১	মানসাঙ্ক ও লিখিত/পদ্ধতিগত এবং ডিজিটাল কৌশল সমন্বয় করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা যৌক্তিকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে।	মানসাঙ্ক অথবা লিখিত/পদ্ধতিগত অথবা ডিজিটাল কৌশলের মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পেরেছে।	মানসাঙ্ক, লিখিত/পদ্ধতিগত এবং ডিজিটাল কৌশল সমন্বয় করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পেরেছে।	মানসাঙ্ক, লিখিত/পদ্ধতিগত এবং ডিজিটাল কৌশল যৌক্তিকভাবে সমন্বয় করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পেরেছে।
৭.৩ বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিমাপ করে ফলাফলে উপনীত হওয়া এবং এই পরিমাপ যে সুনিশ্চিত নয় বরং কাছাকাছি একটা ফলাফল তা	৭.৩.১	ক্ষেত্র অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাপের ফলাফল নির্ণয় করতে পেরেছে।	যে কোনো একটি পরিমাপ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফলাফল নির্ণয় করতে পেরেছে।	একাধিক পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করে ফলাফল নির্ণয় করতে পেরেছে।	বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিমাপ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে ফলাফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখতে পেরেছে।

হৃদয়ঙ্গম করতে পারা	৭.৩.২	কাছাকাছি ও গ্রহণযোগ্য ফলাফল সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কৌশল বা প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পেরেছে।	প্রাপ্ত ফলাফল সুনিশ্চিত করার জন্য কোনো কৌশল গ্রহণ করেনি।	প্রাপ্ত ফলাফল যে সুনিশ্চিত নয় তা চিহ্নিত করে ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পেরেছে।	ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণ করার মাধ্যমে প্রকৃত ও আপাত ফলাফলের পার্থক্য যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করতে পেরেছে।
৭.৪ জ্যামিতিক আকার আকৃতিগুলোর রৈখিক ও ক্ষেত্রভিত্তিক (সমান্তরাল, সর্বসমতা, সদৃশতা ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য গাণিতিক যুক্তিসহ উপস্থাপন করতে পারা ও এই সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা	৭.৪.১	জ্যামিতিক আকার আকৃতিগুলোর রৈখিক ও ক্ষেত্রভিত্তিক (সমান্তরাল, সর্বসমতা, সদৃশতা ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য গাণিতিক যুক্তিসহ উপস্থাপন করতে পেরেছে।	জ্যামিতিক আকার আকৃতিগুলোর রৈখিক ও ক্ষেত্রভিত্তিক (সমান্তরাল, সর্বসমতা, সদৃশতা ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারছে।	জ্যামিতিক আকার আকৃতিগুলোর রৈখিক ও ক্ষেত্রভিত্তিক (সমান্তরাল, সর্বসমতা, সদৃশতা ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারছে।	জ্যামিতিক আকার আকৃতিগুলোর রৈখিক ও ক্ষেত্রভিত্তিক (সমান্তরাল, সর্বসমতা, সদৃশতা ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য গাণিতিক যুক্তিসহ উপস্থাপন করতে পারছে।
	৭.৪.২	জ্যামিতিক আকার আকৃতিগুলোর রৈখিক ও ক্ষেত্র অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে যৌক্তিকভাবে সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে।	যে কোন একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করে রৈখিক ও ক্ষেত্র সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।	রৈখিক ও ক্ষেত্র সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে।	রৈখিক ও ক্ষেত্র সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট এক/একাধিক পদ্ধতি প্রয়োগ করার যুক্তি উপস্থাপন করতে পেরেছে।
৭.৫ গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীকের ব্যবহার অনুধাবন করা এবং গাণিতিক যুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে গণিতের সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারা	৭.৫.১	গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীকের বস্তুনিষ্ঠ ব্যবহারের গুরুত্ব সনাক্ত করছে।	গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীক ব্যবহারের ক্ষেত্র সনাক্ত করছে।	গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীক সঠিকভাবে ব্যবহার করছে।	গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীক ব্যবহারের যৌক্তিকতা উপস্থাপন করছে।
	৭.৫.২	বাস্তব সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করছে।	প্রয়োজনে বাস্তব সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করছে।	বাস্তব সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করছে।	বাস্তব সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহারের যৌক্তিকতা উপস্থাপন করছে।

৭.৬ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে গণিতের প্রয়োগকে উপলব্ধি করতে পারা	৭.৬.১	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে গাণিতিক কৌশলের প্রয়োগসমূহ যুক্তিসহকারে সনাক্ত করতে পারছে।	নির্দিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য গণিতের প্রয়োগ চিহ্নিত করতে পারছে।	নির্দিষ্ট গাণিতিক কৌশল প্রয়োগের কারণ যুক্তি সহকারে উপস্থাপন কতে পারছে।	সমস্যা সমাধানের জন্য গাণিতিক পদ্ধতি/ গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগের ফলে সুবিধাগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছে।
	৭.৬.২	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত ও বস্তুনিষ্ঠভাবে যথোপযুক্ত গাণিতিক কৌশল প্রয়োগ করতে পারছে।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গাণিতিক কৌশল প্রয়োগ করতে পারছে।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে গণিতের প্রয়োগ কিভাবে করা যায় তা যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারছে।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত ও বস্তুনিষ্ঠভাবে যথোপযুক্ত গাণিতিক কৌশল প্রয়োগ করতে পারছে এবং নির্দিষ্ট গাণিতিক কৌশল প্রয়োগের যুক্তি উপস্থাপন করতে পারছে।
৭.৭ গাণিতিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লষেণ**,** করে ফলাফলের যে একাধিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে তা হৃদয়ঙ্গম করা ও সেগুলোর সম্ভাবনা যাচাই করতে পারা	৭.৭.১	গাণিতিক অনুসন্ধানের জন্য প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল নির্ণয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।	প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে পেরেছে। কিন্তু সঠিক ফলাফল নির্ণয় করেনি।	প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সঠিক ফলাফল নির্ণয় করছে।	প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।
	৭.৭.২	প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনা অনুধাবন করে যুক্তি প্রদান করছে।	প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনা যাচাই করার পরিকল্পনা করছে।	প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য এক/একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করছে।	প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনা যাচাই করার মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।
৭.৮ গাণিতিক সূত্র বা নীতিকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা ও তা ব্যবহার করে বাস্তব ও বিমূর্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা	৭.৮.১	বাস্তব সমস্যা/ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে গাণিতিক সুত্র/নীতি তৈরি করতে পেরেছে।	বাস্তব/বিমূর্ত সমস্যা/ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট গাণিতিক সুত্র/নীতির প্যাটার্ন খুঁজে বের করতে পেরেছে।	প্যাটার্ন এর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে গাণিতিক সুত্র/নীতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ/উদঘাটন করতে পেরেছে।	বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে গাণিতিক সুত্র/নীতি তৈরি করে বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে।

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন									
প্রতিষ্ঠানের নাম:						শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:			
শ্রেণি: সপ্তম		বিষয়: গণিত							
		প্রযোজ্য PI নং							
রোল নং	নাম	৬.১.১	৬.৪.১	৬.৪.২	৬.৫.১	৬.৯.১	৬.৯.২	৬.১০.১	৬.১০.২
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি: সপ্তম		বিষয়: গণিত							
		প্রযোজ্য PI নং							
রোল নং	নাম	৬.১.১	৬.৪.১	৬.৪.২	৬.৫.১	৬.৯.১	৬.৯.২	৬.১০.১	৬.১০.২
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	**শ্রেণি: সপ্তম**	**বিষয়: গণিত**	**শিক্ষকের নাম:**

পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা

পারদর্শিতার নির্দেশক	**শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা**		
৭.১.১ গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করতে পেরেছে।			
	একাধিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করতে উদ্যোগ নিয়েছে।	একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া সঠিকভাবে পরিকল্পনা করছে কিন্তু যথাযথ যুক্তি দিতে পারছে না।	একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া সঠিকভাবে পরিকল্পনা করছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করছে।
৭.১.২ বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে অধিক কার্যকরী প্রক্রিয়া বেছে নেয়ার পক্ষে যুক্তি দিতে পারছে।			
	একটি প্রক্রিয়া বাছাই করছে কিন্তু পক্ষে যুক্তি দিতে পারছেনা।	অধিক কার্যকরী প্রক্রিয়া বেছে নেয়ার পক্ষে/বিপক্ষে মতামত দিচ্ছে কিন্তু যথাযথ যুক্তিপ্রমাণ দিতে পারছে না।	অধিক কার্যকরী প্রক্রিয়া বেছে নেয়ার পক্ষে/বিপক্ষে যথাযথ যুক্তি দিচ্ছে।
৭.২.১ মানসাঙ্ক ও লিখিত/পদ্ধতিগত এবং ডিজিটাল কৌশল সমন্বয় করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা যৌক্তিকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে।			
	মানসাঙ্ক অথবা লিখিত/পদ্ধতিগত অথবা ডিজিটাল কৌশলের মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পেরেছে।	মানসাঙ্ক, লিখিত/পদ্ধতিগত এবং ডিজিটাল কৌশল সমন্বয় করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পেরেছে।	মানসাঙ্ক, লিখিত/পদ্ধতিগত এবং ডিজিটাল কৌশল যৌক্তিকভাবে সমন্বয় করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পেরেছে।
৭.৩.১ ক্ষেত্র অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাপের ফলাফল নির্ণয় করতে পেরেছে।			
	যে কোনো একটি পরিমাপ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফলাফল নির্ণয় করতে পেরেছে।	একাধিক পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করে ফলাফল নির্ণয় করতে পেরেছে।	বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিমাপ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে ফলাফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখতে পেরেছে।

৭.৩.২ কাছাকাছি ও গ্রহণযোগ্য ফলাফল সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কৌশল বা প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পেরেছে।	প্রাপ্ত ফলাফল সুনিশ্চিত করার জন্য কোনো কৌশল গ্রহণ করেনি।	প্রাপ্ত ফলাফল যে সুনিশ্চিত নয় তা চিহ্নিত করে ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পেরেছে।	ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণ করার মাধ্যমে প্রকৃত ও আপাত ফলাফলের পার্থক্য যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করতে পেরেছে।
৭.৪.১ জ্যামিতিক আকার আকৃতিগুলোর রৈখিক ও ক্ষেত্রভিত্তিক (সমান্তরাল, সর্বসমতা, সদৃশতা ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য গাণিতিক যুক্তিসহ উপস্থাপন করতে পেরেছে।	জ্যামিতিক আকার আকৃতিগুলোর রৈখিক ও ক্ষেত্রভিত্তিক (সমান্তরাল, সর্বসমতা, সদৃশতা ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারছে।	জ্যামিতিক আকার আকৃতিগুলোর রৈখিক ও ক্ষেত্রভিত্তিক (সমান্তরাল, সর্বসমতা, সদৃশতা ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারছে।	জ্যামিতিক আকার আকৃতিগুলোর রৈখিক ও ক্ষেত্রভিত্তিক (সমান্তরাল, সর্বসমতা, সদৃশতা ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য গাণিতিক যুক্তিসহ উপস্থাপন করতে পারছে।
৭.৪.২ জ্যামিতিক আকার আকৃতিগুলোর রৈখিক ও ক্ষেত্র অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে যৌক্তিকভাবে সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে।	যে কোন একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করে রৈখিক ও ক্ষেত্র সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।	রৈখিক ও ক্ষেত্র সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে।	রৈখিক ও ক্ষেত্র সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট এক/একাধিক পদ্ধতি প্রয়োগ করার যুক্তি উপস্থাপন করতে পেরেছে।
৭.৫.১ গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীকের বস্তুনিষ্ঠ ব্যবহারের গুরুত্ব সনাক্ত করছে।	গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীক ব্যবহারের ক্ষেত্র সনাক্ত করছে।	গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীক সঠিকভাবে ব্যবহার করছে।	গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীক ব্যবহারের যৌক্তিকতা উপস্থাপন করছে।
৭.৫.২ বাস্তব সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করছে।	প্রয়োজনে বাস্তব সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করছে।	বাস্তব সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করছে।	বাস্তব সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহারের যৌক্তিকতা উপস্থাপন করছে।
৭.৬.১ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে গাণিতিক কৌশলের প্রয়োগসমূহ যুক্তিসহকারে সনাক্ত করতে পারছে।	নির্দিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য গণিতের প্রয়োগ চিহ্নিত করতে পারছে।	নির্দিষ্ট গাণিতিক কৌশল প্রয়োগের কারণ যুক্তি সহকারে উপস্থাপন কতে পারছে।	সমস্যা সমাধানের জন্য গাণিতিক পদ্ধতি/ গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগের ফলে সুবিধাগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছে।
৭.৬.২ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত ও বস্তুনিষ্ঠভাবে যথোপযুক্ত	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গাণিতিক কৌশল প্রয়োগ করতে	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে গণিতের	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত ও বস্তুনিষ্ঠভাবে যথোপযুক্ত গাণিতিক

গাণিতিক কৌশল প্রয়োগ করতে পারছে।	পারছে।	প্রয়োগ কিভাবে করা যায় তা যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারছে।	কৌশল প্রয়োগ করতে পারছে এবং নির্দিষ্ট গাণিতিক কৌশল প্রয়োগের যুক্তি উপস্থাপন করতে পারছে।
৭.৭.১ গাণিতিক অনুসন্ধানের জন্য প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল নির্ণয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।			
	প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে পেরেছে। কিন্তু সঠিক ফলাফল নির্ণয় করেনি।	প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সঠিক ফলাফল নির্ণয় করছে।	প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।
৭.৭.২ প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনা অনুধাবন করে যুক্তি প্রদান করছে।			
	প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনা যাচাই করার পরিকল্পনা করছে।	প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য এক/একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করছে।	প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনা যাচাই করার মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।
৭.৮.১ বাস্তব সমস্যা/ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে গাণিতিক সুত্র/নীতি তৈরি করতে পেরেছে।			
	বাস্তব/বিমূর্ত সমস্যা/ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট গাণিতিক সুত্র/নীতির প্যাটার্ন খুঁজে বের করতে পেরেছে।	প্যাটার্ন এর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে গাণিতিক সুত্র/নীতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ/উদঘাটন করতে পেরেছে।	বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে গাণিতিক সুত্র/নীতি তৈরি করে বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে।

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:

শ্রেণি: সপ্তম	বিষয়: গণিত

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি: সপ্তম		বিষয়: গণিত									
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

<table>
<tr><td colspan="3">শ্রেণি: সপ্তম</td><td colspan="9">বিষয়: গণিত</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="10">প্রযোজ্য BI নং</td></tr>
<tr><td>রোল নং</td><td>নাম</td><td>১</td><td>২</td><td>৩</td><td>৪</td><td>৫</td><td>৬</td><td>৭</td><td>৮</td><td>৯</td><td>১০</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>□○△</td><td>□○△</td><td>□○△</td><td>□○△</td><td>□○△</td><td>□○△</td><td>□○△</td><td>□○△</td><td>□○△</td><td>□○△</td></tr>
</table>

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন
একীভূত
শিখনকালীন মূল্যায়ন
সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৭ম .... শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত উপায়ে ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পেরেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ
নিজস্ব পর্যবেক্ষণসহ বর্ণনামূলক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ
জীবন ও পরিপার্শ্বের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন
নিজের মতামত সম্পর্কে অন্যদের সমালোচনা ইতিবাচকভাবে নিয়েছে ও অন্যের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication
Applies strategies to minimize communication breakdown

Linguistic norms
Transforms sentence structures according to their purposes

Democratic practice
Practices democratic skills following relevant social practices

Creative expression
Expresses personal feelings on the literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ
বাস্তব সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ সমাধানে প্রথাগত ও ডিজিটাল কৌশল ব্যবহার করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি
জ্যামিতিক আকৃতি যুক্তিসহ চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ
প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ
বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া
বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর খুঁজে বের করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ
প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা
প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করে উপযুক্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে কন্টেন্ট তৈরি করেছে

আইসিটি সক্ষমতা
নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণের জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করতে পেরেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন
কোনো বাস্তব সমস্যা বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্যের নিরাপদ বিনিময় বা সম্প্রচারের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার
ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রযুক্তির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার করতে পেরেছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়
বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো
সময়ের সাথে সামাজিক কাঠামো এবং প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন মানুষের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা পর্যালোচনা করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা
বিভিন্ন সমাজের প্রেক্ষাপটে সম্পদ ব্যবস্থাপনার চর্চা ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা
সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কেন একেক অঞ্চলে একেকরকম হয় কিংবা সময়ের সাথে পালটায় তা উদঘাটন করে নিজ প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন

নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং

দেশীয় শ্রম বাজারে পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা বুঝে দক্ষতার উন্নয়ন ও লাভজনক বিনিয়োগ খাত খোঁজার চেষ্টা করেছে

পেশাগত দক্ষতা

নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা

প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে জেনে পেশায় এর প্রভাব বুঝতে পেরেছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান

ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান

মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ

ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলেমিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা

শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলা করে নিজের সামগ্রিক যত্ন ও পরিচর্যা করেছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা

যে কোন ফলাফলকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে সহমর্মী আচরণ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা

ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর

প্রকৃতি-পরিবেশের রূপ, গল্প, বা ঘটনায় নিজের কল্পনা মিশিয়ে শিল্পকলার যে কোন ধারায় সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হয়ে উপভোগ করে মতামত দিতে পারছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার চর্চা করছে ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ						

নিষ্ঠা ও সততা						

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা						

মূল্যায়নের স্কেল

স্কেল		মাত্রা
■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....

শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর

তারিখ :

....

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

তারিখ :

....

অভিভাবকের স্বাক্ষর

তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়ঃ বিজ্ঞান | সপ্তম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সপ্তম শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : বিজ্ঞান

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন : বিজ্ঞান

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় বিজ্ঞান বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই বিজ্ঞান বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর অনুশীলন বই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

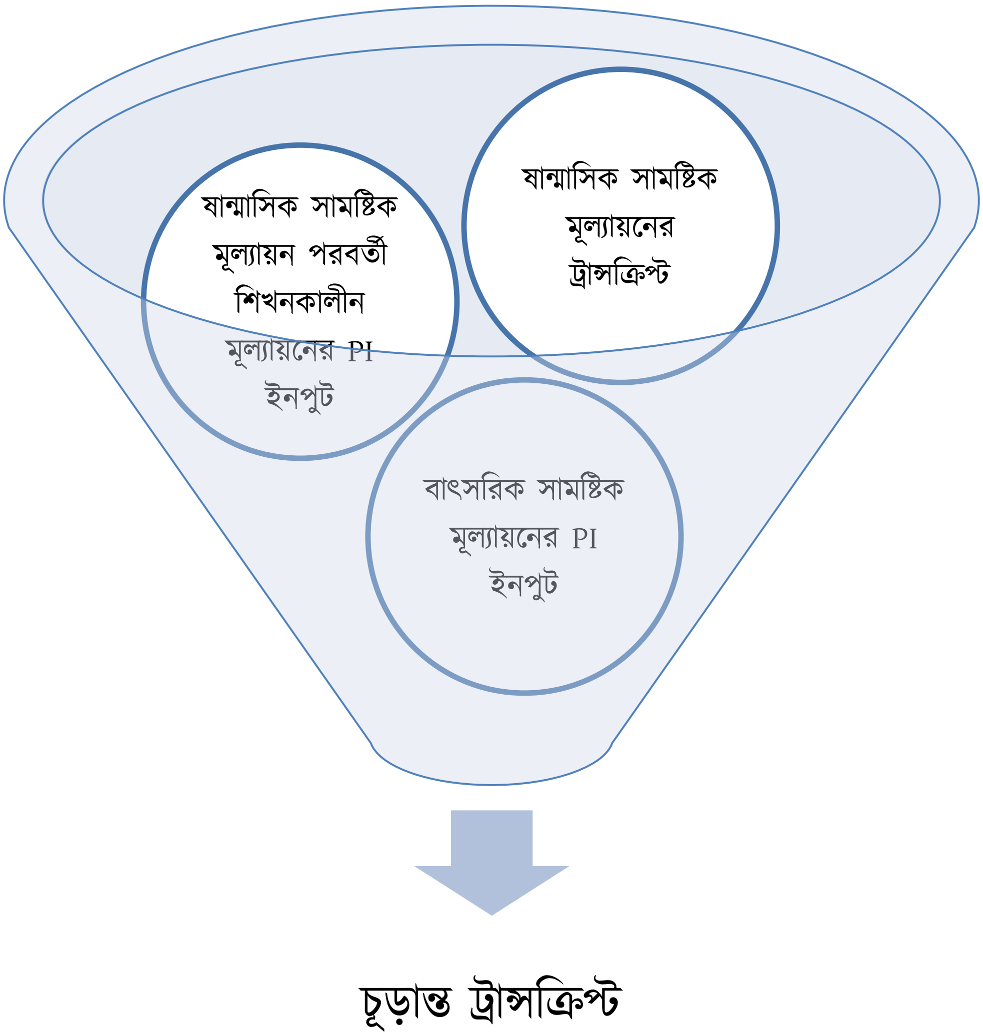

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।
- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে অনুসন্ধানী পাঠ বই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

- প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

  ৬.১ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌছানো এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যে প্রমাণের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে তা গ্রহণ করতে পারা।
  ৬.৪ দৃশ্যমান পরিবেশের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বস্তুসমূহের গঠনের কাঠামো-উপকাঠামো ও তাদের বৈশিষ্ট্যর মধ্যকার সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে পারা।
  ৬.৫ প্রকৃতিতে বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে বস্তুর মতো শক্তিও যে পরিমাপযোগ্য তা উপলব্ধি করা এবং শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করতে পারা
  ৬.৯ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিসমূহ অনুসন্ধান করে সেই ঝুঁকি মোকাবেলায় সচেষ্ট হওয়া।
  ৬.১০ বাস্তব জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

- কাজের সারসংক্ষেপ

  শিক্ষার্থীরা এই কাজের মধ্য দিয়ে তার এলাকায় প্রচলিত বিভিন্ন যানবাহনের সুবিধা-অসুবিধা, মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর প্রভাব, ইত্যাদি দিক পর্যালোচনা করে এদের ব্যবহার মূল্যায়ন করবে। শুরুতে তারা খুঁজে বের করবে তাদের এলাকায় মানুষের যাতায়াতের জন্য কোন কোন যানবাহন সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। এসব যানবাহনে কী ধরনের জ্বালানি কী পরিমাণ প্রয়োজন হয় তাও তারা অনুসন্ধান করবে। এরপর কোন যানবাহনে কোনো দূরত্ব অতিক্রম করতে কেমন সময় লাগে সেই হিসাব থেকে বিভিন্ন যানের গড় গতির তুলনা করবে। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য

সংগ্রহের মাধ্যমে বিভিন্ন যানবাহনে দুর্ঘটনার হার হিসাব করবে। পাশাপাশি মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর এদের প্রভাব, উৎপন্ন বর্জ্যের ধরণ ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে এদের ব্যবহার মূল্যায়ন করবে। সবশেষে তারা তাদের এলাকার জন্য সবচাইতে পরিবেশবান্ধব যানবাহন কোনটি, এবং বিভিন্ন যানবাহনের ক্ষতিকর প্রভাব কীভাবে কমিয়ে আনা যায় সে বিষয়ে মতামত তৈরি করবে।

বিশেষ নির্দেশনা: নিয়মিত উপকরণের পাশাপাশি পোস্টার উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পোস্টারের বদলে ক্যালেন্ডার ফাঁকা পৃষ্ঠা বা অন্য বিকল্প ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষার্থীরা তাদের চারপাশের ব্যবহৃত দ্রব্য, ফেলনা জিনিস ইত্যাদি ব্যবহার করে যাতে মডেল তৈরি করে সে বিষয়ে উৎসাহ দিন।

- ধাপসমূহ:
  - **ধাপ ১ (প্রথম কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**
    - শিক্ষার্থীদেরকে কাজের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিন। ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। তাদেরকে বুঝিয়ে বলুন যে বাৎসরিক মূল্যায়নেও তাদের একইভাবে তারা নতুন একটা শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে, এবং এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাদেরকে একটি নির্ধারিত সমস্যা সমাধান করতে হবে।
    - শিক্ষার্থীদের ৫/৬ জনের দলে ভাগ করে দিন।
    - পুরো কাজের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া তাদের বুঝিয়ে বলুন।
      - শুরুতেই তাদের খুঁজে বের করতে হবে তাদের এলাকায় যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনে কোন কোন যানবাহন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে তারা এই বিভিন্ন যানবাহনের তালিকা তৈরি করবে।
      - এখন দেখার পালা, কী পরিমাণ মানুষ যাতায়াতের প্রয়োজনে এসব যানবাহন ব্যবহার করে। এই তথ্যের জন্য তারা নিজের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি নিজেদের পরিবারের সদস্যদের অভিজ্ঞতাও উল্লেখ করতে পারে। এর বাইরে তারা শিক্ষকসহ স্কুলের অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিজ্ঞতাও শুনতে পারে।
      - প্রতিটি দল আলোচনা করে তথ্যদানকারী ব্যাক্তিদের তালিকা তৈরি করবে এবং তথ্য সংগ্রহ করবে।
      - কাজ শুরুর আগে দলে কে কী ভূমিকা পালন করবে তা নির্ধারণ করতে বলুন, এবং পুরো কাজের প্রক্রিয়া রেকর্ড রাখতে বলুন।

    (বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রথম সেশনে কোনো PI এর ইনপুট দিতে হবে না।)

  - **ধাপ ২ (দ্বিতীয় কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**

- দ্বিতীয় সেশনের আগে প্রতিটি দলের সদস্যরা সবচেয়ে প্রচলিত এমন তিনটি যানবাহনের গঠন ও কাজ পর্যালোচনা করবে। সেজন্য কাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তা তারাই নির্ধারণ করবে এবং দ্বিতীয় সেশনের আগে সেই তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে।
- সংশ্লিষ্ট লোকজনের সাথে কথা বলে তারা কয়েক ধরনের তথ্য সংগ্রহ করবে:
  - এই যানবাহনগুলোর গঠন কেমন?
    (শিক্ষার্থীরা মোটাদাগে এদের গঠন বোঝার চেষ্টা করবে, এবং মূল যন্ত্রাংশগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করবে। তবে খুব বিস্তারিতভাবে—যেমন, মোটর কীভাবে কাজ করে এরকম জটিল আলোচনার প্রয়োজন নেই।)
  - এই যানবাহনগুলো কীভাবে কাজ করে?
  - এগুলোর কোনটার ক্ষেত্রে কী ধরনের জ্বালানি ব্যবহৃত হয় এবং তার পরিমাণ কী?
  - কী ধরনের বর্জ্য উৎপন্ন হয়?
- দ্বিতীয় সেশনের শুরুর ৩০ মিনিট তারা তাদের নির্বাচিত তিনটি যানবাহনের যানবাহনের নকশা এঁকে নিতে পারে, বা মডেল তৈরি করতে পারে। এরপর বাকি সময়ে তারা নকশা/মডেল উপস্থাপনের পাশাপাশি এগুলো কীভাবে কাজ করে তার ওপর দলীয় উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনের সময় এগুলোতে ব্যবহৃত জ্বালানির পরিমাণ এবং উৎপন্ন বর্জ্য উল্লেখ করবে। এসব যানবাহন কীভাবে কাজ করে এবং এই প্রক্রিয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে শক্তির রূপান্তর ঘটে হয় তা তারা ব্যাখ্যা করবে। উপস্থাপনের উপর ভিত্তি করে PI (৭.৪.১, ৭.৪.২ ও ৭.৫.১) এর ইনপুট দেবেন, এই ক্ষেত্রে দলের সবার PI এর ইনপুট একই হবে।
- তৃতীয় সেশনের আগে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন যানবাহনের গড় গতির হার তুলনা করবে, এবং এদের কারণে ঘটা দুর্ঘটনার হার এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে।
- এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে দেখবে, কোনো যানবাহনের নকশায় কোনো পরিবর্তন এনে তাকে আরো পরিবেশবান্ধব বা ব্যবহারোপযোগী করা যায় কিনা। এই ক্ষেত্রে দলের সদস্যদের এককভাবে পরিবেশবান্ধব যানবাহনের পরিকল্পনা করতে বলুন, এবং পরিকল্পনা শেষে দলের সব সদস্যদের পরিকল্পনা থেকে একটি বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা বাছাই করতে বলুন।
- তৃতীয় সেশনের আগে দলীয় কাজের পাশাপাশি প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার দলের পুরো কাজের প্রক্রিয়া, দলের সদস্যদের কাজ বণ্টন ও দলে নিজের ভূমিকা উল্লেখ করে একটি সংক্ষিপ্ত লিখিত প্রতিবেদন তৈরি করবে। প্রতিবেদনে এই পুরো কাজ থেকে শিক্ষার্থীর কী উপলব্ধি হলো তা বর্ণনা করবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়, মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে যানবাহনের নিরাপদ ব্যবহার কেমন হওয়া উচিৎ তা ব্যাখ্যা করবে। এবং সর্বোপরি এই ক্ষেত্রে তার নিজের করণীয় পদক্ষেপ কী হতে পারে, এবং অন্যদের কীভাবে সে সচেতন করতে পারে সে বিষয়ে তার পরিকল্পনা তুলে ধরবে।

- **ধাপ ৩ (মূল্যায়ন উৎসবের দিন : ১২০ মিনিট)**
  - তৃতীয় সেশনের শুরুর ২৫ মিনিট শিক্ষার্থীরা তাদের সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করবে। প্রতিটি দল সবচাইতে পরিবেশবান্ধব এবং তাদের এলাকার জন্য উপযোগী এমন একটি যানবাহন নির্বাচন করবে

এবং তাদের মতামতের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাবে। এই নির্বাচনের সময় তারা পরিবেশের উপর বিভিন্ন যানবাহনের প্রভাব বিশ্লেষণ করবে, একইসাথে মানবস্বাস্থ্যের উপরে এদের প্রভাবও আলোচনা করবে।

- পরবর্তী ৪৫ মিনিট তারা তাদের মতামত উপস্থাপনের জন্য পোস্টার বা মডেল তৈরি করবে এবং শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে। সব দল তাদের দলের সদস্যদের এককভাবে করা পরিবেশবান্ধব যানবাহনের পরিকল্পনা এবং তার মধ্যে থেকে দলীয়ভাবে বাছাইকৃত একটি পরিকল্পনা উপস্থাপন করবে, এবং তাদের সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দেবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে সব দলের কাজ দেখবেন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাদের আলোচনা শুনবেন। **দলে প্রত্যেকের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট থাকবে এবং সেই অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দলের সদস্যদের ক্ষেত্রে PI (৭.১.১, ৭.৯.১ ও ৭.১০.১) এর ইনপুট দেবেন।**
- **শিক্ষার্থীর লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট PI (৭.৯.২ ও ৭.১০.২) এর ইনপুট দেবেন।**

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার

করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন। **এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।**

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চুড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক

নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।

- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা

সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)
বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

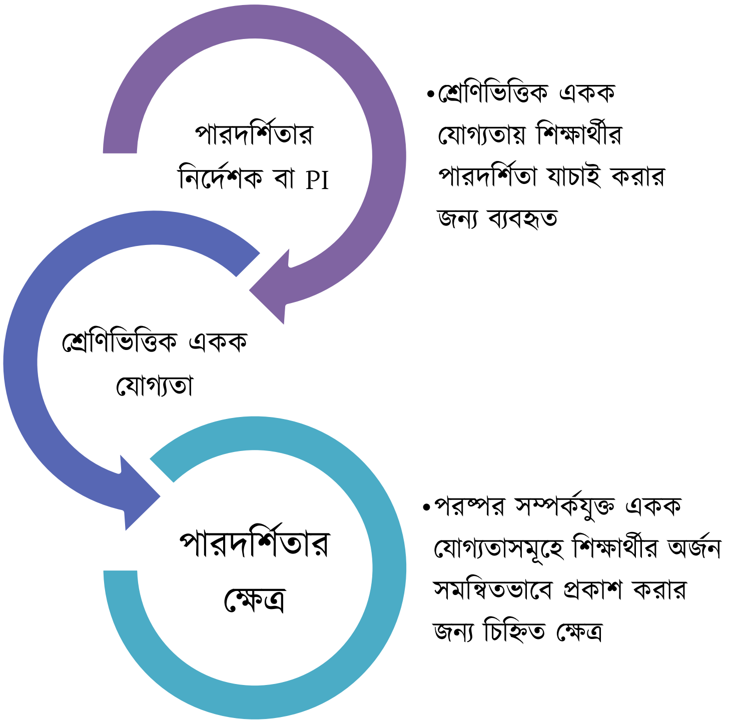

বিজ্ঞান বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

২। বস্তুর গঠন ও আচরণ

৩। বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া

৪। স্থিতি ও পরিবর্তন

৫। বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান' ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
১। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান	৭.১ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য একাধিক সম্ভাব্য পরিকল্পনা থেকে নিরপেক্ষভাবে পরিকল্পনা বাছাই করে সে অনুযায়ী অনুসন্ধান পরিচালনা করতে পারা।	৭.১.১ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য একাধিক সম্ভাব্য পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা বাছাই করছে ৭.১.২ নির্ধারিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ধারাবাহিকভাবে ধাপসমূহ অনুসরণ করছে
	৭.২ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিমাপ করে ফলাফল নিরূপণ করতে পারা এবং এই পরীক্ষণের ফলাফল যে সবসময় শতভাগ নির্ভুল নয় বরং কাছাকাছি একটা ফলাফল হতে পারে তা উপলব্ধি করতে পারা।	৭.২.১ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পরিমাপের সঠিক প্রক্রিয়া মেনে ফলাফলে উপনীত হচ্ছে ৭.২.২ পরিমাপে প্রাপ্ত ফলাফল হুবহু এক না হলে বিভিন্ন ফলাফলের আসন্নতা ব্যাখ্যা করছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি **পারদর্শিতার ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের (সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে, যেমন 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান' ক্ষেত্রের জন্য ৭.১ ও ৭.২ একক যোগ্যতা নিয়ে) একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান	পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে
২। বস্তুর গঠন ও আচরণ	বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করেছে
৩। বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া	বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর খুঁজে বের করেছে
৪। স্থিতি ও পরিবর্তন	কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে
৫। বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ	প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিয়েছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ণয় করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * ১০০\%$$

উদাহরণস্বরূপ, 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ৪টি (৭.১.১, ৭.১.২, ৭.২.১, ৭.২.২)। ধরা যাক, কোনো শিক্ষার্থী এই ৪টি PI এর মধ্যে ২টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। বাকি ২টির একটিতে সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) এবং আরেকটিতে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	৪টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\textbf{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{২ - ১}{৪} * ১০০\% = ২৫\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে ।

এখানে উল্লেখ্য যে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:

- যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
- অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মানের (-১০০% থেকে +১০০%) উপর ভিত্তি করে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রকে **নিম্নবর্ণিত সাত স্তর বিশিষ্ট স্কেল** দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার স্তর	**পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত**
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ২৫% হলে ওই শিক্ষার্থীর 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে অবস্থান হবে **'অগ্রগামী (Advancing)'**। সপ্তম শ্রেণি শেষে রিপোর্ট কার্ডে 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

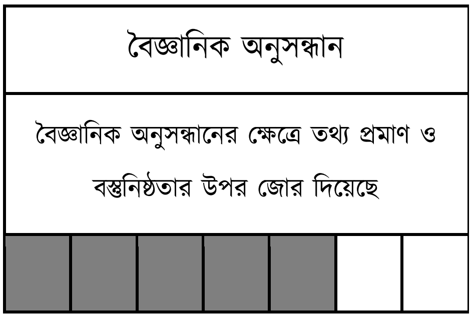

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

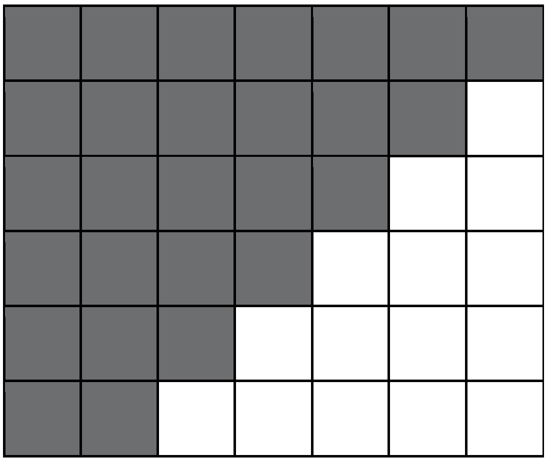

অনন্য (Upgrading)

অর্জনমুখী (Achieving)

অগ্রগামী (Advancing)

সক্রিয় (Activating)

অনুসন্ধানী (Exploring)

বিকাশমান (Developing)

■						

প্রারম্ভিক (Elementary)

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, বিজ্ঞান বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি সপ্তম শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
১। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান	৭.১ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য একাধিক সম্ভাব্য পরিকল্পনা থেকে নিরপেক্ষভাবে পরিকল্পনা বাছাই করে সে অনুযায়ী অনুসন্ধান পরিচালনা করতে পারা	৭.১.১ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য একাধিক সম্ভাব্য পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা বাছাই করছে ৭.১.২ নির্ধারিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ধারাবাহিকভাবে ধাপসমূহ অনুসরণ করছে
	৭.২ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিমাপ করে ফলাফল নিরূপণ করতে পারা এবং এই পরীক্ষণের ফলাফল যে সবসময় শতভাগ নির্ভুল নয় বরং কাছাকাছি একটা ফলাফল হতে পারে তা উপলব্ধি করতে পারা	৭.২.১ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পরিমাপের সঠিক প্রক্রিয়া মেনে ফলাফলে উপনীত হচ্ছে ৭.২.২ পরিমাপে প্রাপ্ত ফলাফল হুবহু এক না হলে বিভিন্ন ফলাফলের আসন্নতা ব্যাখ্যা করছে
২। বস্তুর গঠন ও আচরণ	৭.৩ ক্ষুদ্রতর স্কেলে দৃশ্যমান জগতের বিভিন্ন বস্তুর গঠন পর্যবেক্ষণ করে এদের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা (order) অনুসন্ধান করতে পারা	৭.৩.১ ক্ষুদ্রতর স্কেলে কোনো সজীব বা অজীব বস্তুর গাঠনিক উপাদানসমূহের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করছে ৭.৩.২ ক্ষুদ্রতর স্কেলে বিভিন্ন সজীব বা অজীব বস্তুর গঠনের প্যাটার্ন চিহ্নিত করছে
	৭.৪ সজীব ও অজীব বস্তুসমূহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন-কাঠামোর সঙ্গে এদের আচরণ/বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক এবং এর ফলে দৃশ্যমান আপাত স্থিতাবস্থা অনুসন্ধান করতে পারা।	৭.৪.১ কোনো বস্তুর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন-কাঠামোর সঙ্গে এদের আচরণ/বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করছে ৭.৪.২ বস্তুর বিভিন্ন উপাদান কীভাবে অন্তঃ ও আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে তার আভ্যন্তরীণ সিস্টেমের স্থিতি বজায় রাখতে সাহায্য করে তা ব্যাখ্যা করছে
	৭.৮ প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য এবং একই ধরনের জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার জৈবিক ও পরিবেশগত কারণ অনুসন্ধান করতে পারা	৭.৮.১ প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য চিহ্নিত করছে ৭.৮.২ একই জাতীয় জীবসমূহের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার জৈবিক অথবা/ও পরিবেশগত কারণ চিহ্নিত করছে
৩। বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া	৭.৫ প্রকৃতিতে বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে বস্তুর মতো শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর অন্বেষণ করতে পারা	৭.৫.১ বস্তু-শক্তি মিথস্ক্রিয়াকালে শক্তির রূপান্তরের ঘটনা চিহ্নিত করছে
৪। স্থিতি ও পরিবর্তন	৭.৬ প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সিস্টেমের উপাদানসমূহের নিয়ত পরিবর্তন ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে যে আপাত স্থিতাবস্থা সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা।	৭.৬.১ কোন একটি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সিস্টেমের উপাদান গুলোর নিয়ত পরিবর্তন ব্যাখ্যা করছে ৭.৬.২ সিস্টেমের উপাদানসমূহের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সিস্টেমের স্থিতাবস্থা কীভাবে বজায় থাকে তা ব্যাখ্যা করছে

বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
	৭.৭ পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি অনুধাবন করতে পারা	৭.৭.১ পৃথিবী ও মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা করছে
৫। বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ	৭.৯ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যববহার করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় করণীয় নির্ধারণ করতে পারা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া।	৭.৯.১ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয়সমূহ শনাক্ত করছে ৭.৯.২ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে
	৭.১০ বাস্তব জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা	৭.১০.১ বাস্তব জীবনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির কাঙ্খিত ব্যবহার চিহ্নিত করছে ৭.১০.২ প্রযুক্তির কাঙ্খিত ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ ও পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের উপর এর ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করতে সচেতনতা তৈরি করছে

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৬টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর

ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
			□	○	△	
৭.১ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য একাধিক সম্ভাব্য পরিকল্পনা থেকে নিরপেক্ষভাবে পরিকল্পনা বাছাই করে সে অনুযায়ী অনুসন্ধান পরিচালনা করতে পারা	৭.১.১	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য একাধিক সম্ভাব্য পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা বাছাই করছে	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য একাধিক পরিকল্পনা থেকে একটা পরিকল্পনা বেছে নিচ্ছে	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য একাধিক পরিকল্পনা করছে এবং তা থেকে একটি বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাবনা বাছাই করছে	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য একাধিক পরিকল্পনা থেকে একটি বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাবনা বাছাই করছে এবং তার সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দিচ্ছে	দলীয় কাজ উপস্থাপনের সময় প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			দলের বিভিন্ন সদস্যদের করা একাধিক পরিবেশবান্ধব যানবাহনের পরিকল্পনা থেকে একটা পরিকল্পনা বেছে নিচ্ছে	দলের বিভিন্ন সদস্যদের করা একাধিক পরিবেশবান্ধব যানবাহনের পরিকল্পনা থেকে একটা বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা বেছে নিচ্ছে	দলের বিভিন্ন সদস্যদের করা একাধিক পরিবেশবান্ধব যানবাহনের পরিকল্পনা থেকে একটা বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা বেছে নিচ্ছে এবং দলীয় সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দিচ্ছে	
৭.৪ সজীব ও অজীব বস্তুসমূহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন-কাঠামোর সঙ্গে এদের আচরণ/বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক এবং এর ফলে দৃশ্যমান আপাত স্থিতাবস্থা অনুসন্ধান করতে পারা।	৭.৪.১	কোনো বস্তুর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন-কাঠামোর সঙ্গে এদের আচরণ/বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করছে	কোনো বস্তুর বাহ্যিক/আভ্যন্তরীণ গঠনের বিভিন্ন উপাদান ও তাদের কাজ/আচরণ/বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করছে	কোনো বস্তুর বাহ্যিক/আভ্যন্তরীণ গঠনের কোন উপাদানের কারণে বস্তুটির কোন ধরনের আচরণ/বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তা চিহ্নিত করছে	কোনো বস্তুর বাহ্যিক/আভ্যন্তরীণ গঠনের কোনো উপাদান কীভাবে বস্তুটির বিভিন্ন আচরণ/বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তা ব্যাখ্যা করছে	দলীয় উপস্থাপনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (দ্বিতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			নির্ধারিত যানবাহনের বাহ্যিক/আভ্যন্তরীণ গঠনের বিভিন্ন উপাদান ও তাদের	নির্ধারিত যানবাহনের বাহ্যিক/আভ্যন্তরীণ গঠনের কোন উপাদানের কারণে বস্তুটির কোন	নির্ধারিত যানবাহনের বাহ্যিক/আভ্যন্তরীণ গঠনের কোন উপাদানের কারণে বস্তুটির কোন	

			বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করছে	ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তা চিহ্নিত করছে	ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করছে	
	৭.৪.২	বস্তুর বিভিন্ন উপাদান কীভাবে অন্তঃ ও আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে তার আভ্যন্তরীণ সিস্টেমের স্থিতি বজায় রাখতে সাহায্য করে তা ব্যাখ্যা করছে	বস্তুর আভ্যন্তরীণ সিস্টেমের স্থিতি বজায় রাখতে এর কোন কোন উপাদান ভূমিকা পালন করে সেগুলো চিহ্নিত করছে।	বস্তুর আভ্যন্তরীণ সিস্টেমের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে এর বিভিন্ন উপাদান এককভাবে কীরকম ভূমিকা পালন করে তা বর্ণনা করছে।	বস্তুর বিভিন্ন উপাদান কীভাবে নিজেদের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তার আভ্যন্তরীণ সিস্টেমের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে তা ব্যাখ্যা করছে।	দলীয় উপস্থাপনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (দ্বিতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			নির্ধারিত যানবাহনটি চালু রাখতে এর কোন কোন অংশ ভূমিকা পালন করে সেগুলো চিহ্নিত করছে।	নির্ধারিত যানবাহনটি চালু রাখতে এর বিভিন্ন অংশ এককভাবে কীরকম ভূমিকা পালন করে তা বর্ণনা করছে।	নির্ধারিত যানবাহনটির বিভিন্ন অংশের কাজের সমন্বয়ের মাধ্যমে কীভাবে যানটি কাজ করে বর্ণনা করছে।	
৭.৫ প্রকৃতিতে বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে বস্তুর মতো শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর অন্বেষণ করতে পারা	৭.৫.১	বস্তু-শক্তি মিথস্ক্রিয়াকালে শক্তির রূপান্তরের ঘটনা চিহ্নিত করছে	বিভিন্ন বস্তু বা সিস্টেমের মধ্যে ক্রিয়াশীল শক্তির বিভিন্ন রূপ চিহ্নিত করছে	বিভিন্ন বস্তু বা সিস্টেমের মধ্যে বস্তু ও শক্তির মিথষ্কিয়াকালে শক্তির কোন রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হচ্ছে তা চিহ্নিত করছে	বস্তু ও শক্তির মিথষ্কিয়াকালে শক্তির এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর সিস্টেমের বিভিন্ন উপাদানকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যা করছে	দলীয় উপস্থাপনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (দ্বিতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			নির্ধারিত যানবাহনের কাজ পর্যবেক্ষণ করে এই প্রক্রিয়ায় শক্তির বিভিন্ন রূপ চিহ্নিত করছে	নির্ধারিত যানবাহনের কাজ পর্যবেক্ষণ করে এই প্রক্রিয়ায় শক্তির কোন রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হচ্ছে তা চিহ্নিত করছে	নির্ধারিত যানবাহনের কাজ পর্যবেক্ষণ করে এই প্রক্রিয়ায় শক্তির এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর কীভাবে এর কাজে সাহায্য করে তা ব্যাখ্যা করছে	
৭.৯ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যববহার করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় করণীয় নির্ধারণ করতে পারা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া।	৭.৯.১	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয়সমূহ শনাক্ত করছে	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয় কী হতে পারে তা উল্লেখ করছে	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় যৌক্তিকভাবে করণীয় নির্ধারণ করছে	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সামর্থ্য ও অগ্রাধিকার বিবেচনায় যৌক্তিকভাবে করণীয় নির্ধারণ করছে	দলীয় কাজ উপস্থাপনের সময় প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় যানবাহনের নিরাপদ ব্যবহার	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় যানবাহনের নিরাপদ ব্যবহার কেমন	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাস্তবতা ও অগ্রাধিকার বিবেচনায় যানবাহনের	

			কেমন হতে পারে তা উল্লেখ করছে	হতে পারে তা যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করছে	নিরাপদ ব্যবহার কেমন হতে পারে তা যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করছে	
	৭.৯.২	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে	সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সুপরিকল্পিতভাবে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সুপরিকল্পিতভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যকর চেষ্টা চালাচ্ছে	লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টির পক্ষে অবস্থান নিচ্ছে	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সুপরিকল্পিতভাবে সচেতনতা সৃষ্টির পদক্ষেপ বর্ণনা করছে	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সুপরিকল্পিতভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যকর চেষ্টার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করছে	
৭.১০ বাস্তব জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা	৭.১০.১	বাস্তব জীবনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির কাঙ্খিত ব্যবহার চিহ্নিত করছে	বাস্তব জীবনে বিভিন্ন প্রযুক্তি কীভাবে আমাদের কাজে আসে তা ব্যাখ্যা করছে	বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহারের মাধ্যমে কীভাবে জীবনমান উন্নত করা যায় তা ব্যাখ্যা করছে	মানুষ ও পরিবেশের উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে প্রযুক্তির ব্যবহার কেমন হওয়া উচিৎ তা নির্ধারণ করছে	দলীয় কাজ উপস্থাপনের সময় প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			বিভিন্ন যানবাহন কীভাবে আমাদের জীবনকে সহজ করেছে তা ব্যাখ্যা করছে	বিভিন্ন যানবাহনের পরিবেশবান্ধব ব্যবহারের মাধ্যমে কীভাবে জীবনমান উন্নত করা যায় তা ব্যাখ্যা করছে	মানুষ ও পরিবেশের উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন যানবাহনের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিৎ তা নির্ধারণ করছে	
	৭.১০.২	প্রযুক্তির কাঙ্খিত ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ ও পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের উপর এর ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করতে সচেতনতা তৈরি করছে	কোনো নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার কেমন হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে ব্যক্তিগত মত অন্যকে জানাচ্ছে	মানুষ ও পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ব্যবহার কেমন হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে যৌক্তিক মতামত অন্যকে জানাচ্ছে	মানুষ ও পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ব্যবহার কেমন হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নিচ্ছে	লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			প্রচলিত বিভিন্ন যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার কেমন হওয়া	মানুষ ও পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের উপর প্রভাব বিবেচনায়	মানুষ ও পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের উপর প্রভাব বিবেচনায়	

			উচিৎ সে বিষয়ে ব্যক্তিগত মত অন্যকে জানানোর পদক্ষেপ ব্যক্ত করছে	নিয়ে প্রচলিত বিভিন্ন যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার ব্যবহার কেমন হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে যৌক্তিক মতামত অন্যকে জানানোর পদক্ষেপ ব্যক্ত করছে	নিয়ে প্রচলিত বিভিন্ন যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার ব্যবহার কেমন হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ ব্যক্ত করছে	

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : বিজ্ঞান
	প্রযোজ্য PI নং

রোল নং	নাম	৭.১.১	৭.৪.১	৭.৪.২	৭.৫.১	৭.৯.১	৭.৯.২	৭.১০.১	৭.১০.২
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :		বিষয় : বিজ্ঞান							
		প্রযোজ্য PI নং							
রোল নং	নাম	৭.১.১	৭.৪.১	৭.৪.২	৭.৫.১	৭.৯.১	৭.৯.২	৭.১০.১	৭.১০.২
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	**শ্রেণি : সপ্তম**	**বিষয় : বিজ্ঞান**	**শিক্ষকের নাম :**

পারদর্শিতার নির্দেশকের পর্যায়

পারদর্শিতার নির্দেশক	**পারদর্শিতার নির্দেশকের পর্যায় বা মাত্রা**		
৭.১.১ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য একাধিক সম্ভাব্য পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা বাছাই করছে			
	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য একাধিক পরিকল্পনা থেকে একটা পরিকল্পনা বেছে নিচ্ছে	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য একাধিক পরিকল্পনা করছে এবং তা থেকে একটি বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাবনা বাছাই করছে	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য একাধিক পরিকল্পনা থেকে একটি বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাবনা বাছাই করছে এবং তার সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দিচ্ছে
৭.১.২ নির্ধারিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ধারাবাহিকভাবে ধাপসমূহ অনুসরণ করছে			
	নির্ধারিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এর ধাপসমূহ অনুসরণ করছে	নির্ধারিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে এর ধাপগুলি অনুসরণ করছে	নির্ধারিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে এর ধাপগুলি অনুসরণ করছে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমার্জন করছে
৭.২.১ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পরিমাপের সঠিক প্রক্রিয়া মেনে ফলাফলে উপনীত হচ্ছে			
	বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পরিমাপের যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ফলাফলে পৌঁছেছে তা বর্ণনা করছে	বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পরিমাপের যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ফলাফলে পৌঁছেছে তার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করছে	বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পরিমাপের সবচাইতে গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ফলাফলে পৌঁছেছে এবং তার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করছে
৭.২.২ পরিমাপে প্রাপ্ত ফলাফল হুবহু এক না হলে বিভিন্ন ফলাফলের আসন্নতা ব্যাখ্যা করছে			
	একই পদ্ধতিতে পরিমাপ করার পরেও প্রাপ্ত ফলাফল হুবহু এক না হবার ঘটনা চিহ্নিত করছে	পরিমাপের ধাপসমূহ সঠিকভাবে অনুসরণ করার পরেও প্রাপ্ত ফলাফল হুবহু এক না হবার কারণ ব্যাখ্যা করছে	পরিমাপে প্রাপ্ত ফলাফল হুবহু এক না হলে বিভিন্ন ফলাফলের মধ্যে সবচাইতে আসন্ন ফলাফল যৌক্তিকভাবে বেছে নিচ্ছে
৭.৩.১ ক্ষুদ্রতর স্কেলে কোনো সজীব বা অজীব বস্তুর গাঠনিক উপাদানসমূহের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করছে			
	ক্ষুদ্রতর স্কেলে কোনো সজীব বা অজীব বস্তুর গাঠনিক উপাদানসমূহ চিহ্নিত করছে	ক্ষুদ্রতর স্কেলে কোনো সজীব বা অজীব বস্তুর গাঠনিক উপাদানসমূহ কীভাবে বিন্যস্ত তা ব্যাখ্যা করছে	ক্ষুদ্রতর স্কেলে কোনো সজীব বা অজীব বস্তুর গাঠনিক উপাদানসমূহ কীভাবে একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা ব্যাখ্যা করছে
৭.৩.২ ক্ষুদ্রতর স্কেলে বিভিন্ন সজীব বা অজীব বস্তুর গঠনের			
	ক্ষুদ্রতর স্কেলে বিভিন্ন সজীব বা অজীব	ক্ষুদ্রতর স্কেলে বিভিন্ন সজীব বা অজীব	ক্ষুদ্রতর স্কেলে বিভিন্ন সজীব বা অজীব

প্যাটার্ন চিহ্নিত করছে	বস্তুর গঠনের সাদৃশ্য উল্লেখ করছে	বস্তুর গঠন পর্যবেক্ষণ করে একই ধরনের উপাদান শনাক্ত করছে	বস্তুর গঠন পর্যবেক্ষণ করে এদের উপাদানসমূহের একই ধরনের বিন্যাস শনাক্ত করছে
৭.৪.১ কোনো বস্তুর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন-কাঠামোর সঙ্গে এদের আচরণ/বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করছে			
	কোনো বস্তুর বাহ্যিক/আভ্যন্তরীণ গঠনের বিভিন্ন উপাদান ও তাদের কাজ/আচরণ/বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করছে	কোনো বস্তুর বাহ্যিক/আভ্যন্তরীণ গঠনের কোন উপাদানের কারণে বস্তুটির কোন ধরনের আচরণ/বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তা চিহ্নিত করছে	কোনো বস্তুর বাহ্যিক/আভ্যন্তরীণ গঠনের কোনো উপাদান কীভাবে বস্তুটির বিভিন্ন আচরণ/বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তা ব্যাখ্যা করছে
৭.৪.২ বস্তুর বিভিন্ন উপাদান কীভাবে অন্তঃ ও আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে তার আভ্যন্তরীণ সিস্টেমের স্থিতি বজায় রাখতে সাহায্য করে তা ব্যাখ্যা করছে।			
	বস্তুর আভ্যন্তরীণ সিস্টেমের স্থিতি বজায় রাখতে এর কোন কোন উপাদান ভূমিকা পালন করে সেগুলো চিহ্নিত করছে।	বস্তুর আভ্যন্তরীণ সিস্টেমের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে এর বিভিন্ন উপাদান এককভাবে কীরকম ভূমিকা পালন করে তা বর্ণনা করছে।	বস্তুর বিভিন্ন উপাদান কীভাবে নিজেদের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তার আভ্যন্তরীণ সিস্টেমের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে তা ব্যাখ্যা করছে।
৭.৫.১ বস্তু-শক্তি মিথস্ক্রিয়াকালে শক্তির রূপান্তরের ঘটনা চিহ্নিত করছে			
	বিভিন্ন বস্তু বা সিস্টেমের মধ্যে ক্রিয়াশীল শক্তির বিভিন্ন রূপ চিহ্নিত করছে	বিভিন্ন বস্তু বা সিস্টেমের মধ্যে বস্তু ও শক্তির মিথষ্কিয়াকালে শক্তির কোন রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হচ্ছে তা চিহ্নিত করছে	বস্তু ও শক্তির মিথষ্কিয়াকালে শক্তির এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর সিস্টেমের বিভিন্ন উপাদানকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যা করছে
৭.৬.১ কোন একটি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সিস্টেমের উপাদান গুলোর নিয়ত পরিবর্তন ব্যাখ্যা করছে			
	কোনো সিস্টেমের উপাদানসমূহের পরিবর্তন সনাক্ত করছে	কোনো সিস্টেমের উপাদানসমূহের একই ধরনের পরিবর্তনের পুনরাবৃত্তি চিহ্নিত করছে	কোনো আপাত স্থিতিশীল সিস্টেমের উপাদানসমূহের একই ধরনের পরিবর্তনের নিয়মিত পুনরাবৃত্তি চিহ্নিত করছে
৭.৬.২ সিস্টেমের উপাদানসমূহের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সিস্টেমের স্থিতাবস্থা কীভাবে বজায় থাকে তা ব্যাখ্যা করছে			
	একটি আপাত স্থিতিশীল সিস্টেমে বিভিন্ন উপাদানসমূহ একে অপরকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা চিহ্নিত করছে	সিস্টেমের উপাদানগুলোর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে তাদের নিয়মিত পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও সিস্টেমটির আপাত স্থিতিশীলতা বজায় থাকার কারণ ব্যাখ্যা করছে	সিস্টেমের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য এর কোন কোন উপাদানের মধ্যে কীরকম পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া এবং নিয়মিত পরিবর্তন চালু থাকতে হবে তা ব্যাখ্যা করছে
৭.৭.১ পৃথিবী ও মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত তত্বসমূহ ব্যাখ্যা করছে			
	পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি বিষয়ক তত্বসমূহ উল্লেখ করছে	পৃথিবী ও মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা ও তত্ব শনাক্ত করছে	পৃথিবী ও মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা ও তত্ব শনাক্ত করে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত তত্ব ব্যাখ্যা করছে
৭.৮.১ প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য চিহ্নিত			
	জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করছে	বিভিন্ন জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা চিহ্নিত করছে	বিভিন্ন জীবের মধ্যে (একই/ভিন্ন প্রজাতির) বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তুলনা

করছে			করছে
৭.৮.২ একই জাতীয় জীবসমূহের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার জৈবিক অথবা/ও পরিবেশগত কারণ চিহ্নিত করছে	একই জাতীয় জীবসমূহের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার সাথে জৈবিক অথবা/ও পরিবেশগত কারণের সম্পর্ক দেখানোর চেষ্টা করছে	একই জাতীয় জীবসমূহের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার জৈবিক অথবা/ও পরিবেশগত কারণ উল্লেখ করছে	একই জাতীয় জীবসমূহের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার জৈবিক অথবা/ও পরিবেশগত কারণ যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করছে
৭.৯.১ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয়সমূহ শনাক্ত করছে	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয় কী হতে পারে তা উল্লেখ করছে	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় যৌক্তিকভাবে করণীয় নির্ধারণ করছে	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সামর্থ্য ও অগ্রাধিকার বিবেচনায় যৌক্তিকভাবে করণীয় নির্ধারণ করছে
৭.৯.২ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে	সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সুপরিকল্পিতভাবে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সুপরিকল্পিতভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যকর চেষ্টা চালাচ্ছে
৭.১০.১ বাস্তব জীবনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির কাঙ্খিত ব্যবহার চিহ্নিত করছে	বাস্তব জীবনে বিভিন্ন প্রযুক্তি কীভাবে আমাদের কাজে আসে তা ব্যাখ্যা করছে	বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহারের মাধ্যমে কীভাবে জীবনমান উন্নত করা যায় তা ব্যাখ্যা করছে	মানুষ ও পরিবেশের উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে প্রযুক্তির ব্যবহার কেমন হওয়া উচিৎ তা নির্ধারণ করছে
৭.১০.২ প্রযুক্তির কাঙ্খিত ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ ও পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের উপর এর ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করতে সচেতনতা তৈরি করছে	কোনো নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার কেমন হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে ব্যক্তিগত মত অন্যকে জানাচ্ছে	মানুষ ও পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ব্যবহার কেমন হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে যৌক্তিক মতামত অন্যকে জানাচ্ছে	মানুষ ও পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ব্যবহার কেমন হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : বিজ্ঞান

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :		বিষয় : বিজ্ঞান									
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৭ম শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ

পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত উপায়ে ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি

বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পেরেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ

নিজস্ব পর্যবেক্ষণসহ বর্ণনামূলক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ

জীবন ও পরিপার্শ্বের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন

নিজের মতামত সম্পর্কে অন্যদের সমালোচনা ইতিবাচকভাবে নিয়েছে ও অন্যের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication

Applies strategies to minimize communication breakdown

Linguistic norms

Transforms sentence structures according to their purposes

Democratic practice

Practices democratic skills following relevant social practices

Creative expression

Expresses personal feelings on the literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান

সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ

বাস্তব সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ সমাধানে প্রথাগত ও ডিজিটাল কৌশল ব্যবহার করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি

জ্যামিতিক আকৃতি যুক্তিসহ চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক

সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ
বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া
বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর খুঁজে বের করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ
প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা
প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করে উপযুক্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে কন্টেন্ট তৈরি করেছে

আইসিটি সক্ষমতা
নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণের জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করতে পেরেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন
কোনো বাস্তব সমস্যা বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্যের নিরাপদ বিনিময় বা সম্প্রচারের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার
ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রযুক্তির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার করতে পেরেছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়
বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো
সময়ের সাথে সামাজিক কাঠামো এবং প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন মানুষের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা পর্যালোচনা করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা
বিভিন্ন সমাজের প্রেক্ষাপটে সম্পদ ব্যবস্থাপনার চর্চা ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা
সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কেন একেক অঞ্চলে একেকরকম হয় কিংবা সময়ের সাথে পালটায় তা উদঘাটন করে নিজ প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন						
নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে						

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং						
দেশীয় শ্রম বাজারে পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা বুঝে দক্ষতার উন্নয়ন ও লাভজনক বিনিয়োগ খাত খোঁজার চেষ্টা করেছে						

পেশাগত দক্ষতা						
নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে						

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা						
প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে জেনে পেশায় এর প্রভাব বুঝতে পেরেছে						

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান						
ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে						

ধর্মীয় বিধিবিধান						
মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে						

ধর্মীয় মূল্যবোধ						
ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলেমিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে						

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা						
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলা করে নিজের সামগ্রিক যত্ন ও পরিচর্যা করেছে						

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা						
যে কোন ফলাফলকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে সহমর্মী আচরণ করেছে						

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা						
ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পেরেছে						

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর						
প্রকৃতি-পরিবেশের রূপ, গল্প, বা ঘটনায় নিজের কল্পনা মিশিয়ে শিল্পকলার যে কোন ধারায় সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করেছে						

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ						
শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হয়ে উপভোগ করে মতামত দিতে পারছে						

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা						
দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার চর্চা করছে ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করছে						

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	নিষ্ঠা ও সততা	পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

মূল্যায়নের স্কেল

স্কেল		মাত্রা
■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: শিল্প ও সংস্কৃতি | সপ্তম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সপ্তম শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : শিল্প ও সংস্কৃতি

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন: শিল্প ও সংস্কৃতি

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর বই, বন্ধুখাতা, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, পাপেট, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

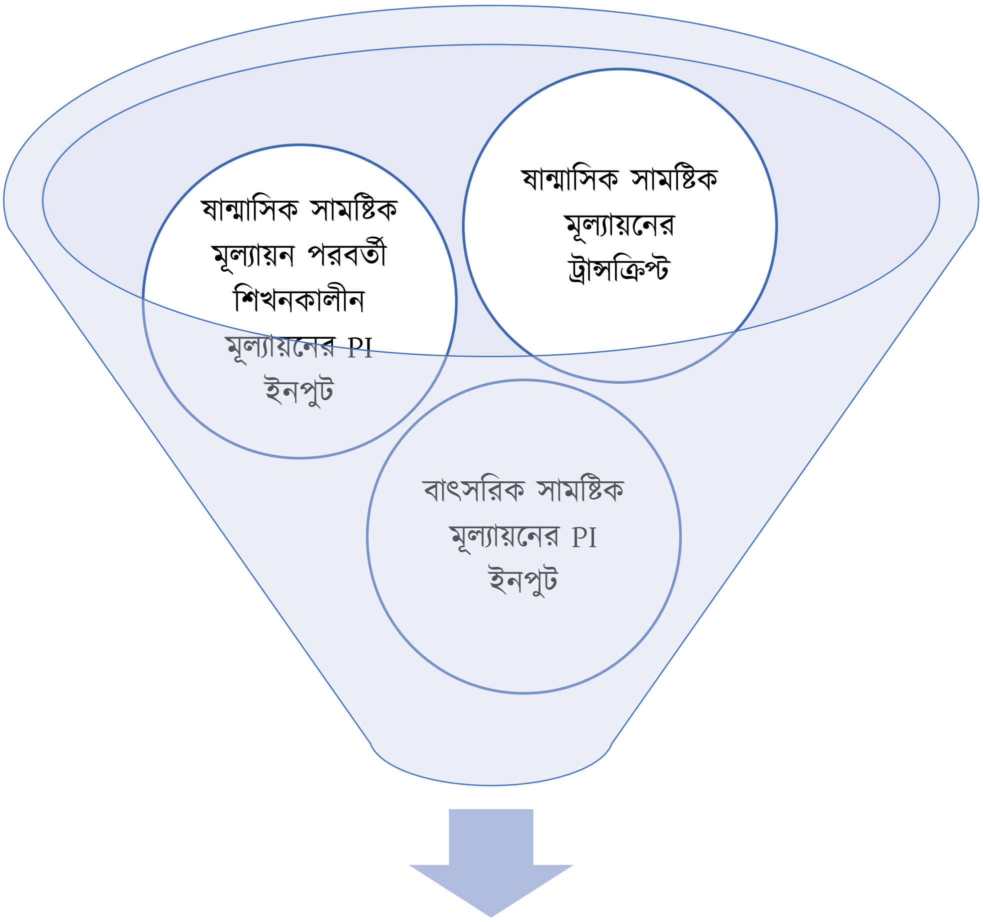

চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।

- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে ৫ ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।

- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।
- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, পাপেট/মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, সক্রিয়তা, পরিকল্পনা এবং প্রতিটি কার্যক্রম সুচারুভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের নিজের কাজগুলো নিজে করার বিষয়ে সতর্ক করতে হবে অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থীর প্রতিবেদন অন্যজন কপি করছে কিনা তা তদারকি করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের কাজ সময়মতো জমা নিতে হবে এবং জমা দেওয়া কাজের কপি যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে।
- পর্যবেক্ষণ এবং যাচাই করার সময় সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকগুলো (Performance Indicator-PI) শনাক্ত করে উক্ত পি আই এর মাত্রা (পরিশিষ্ট ১ অনুযায়ী) নির্দিষ্ট করতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

- প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

  ৭.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা শিল্পকলার যেকোন একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

৭.২ গল্প বা ঘটনা শুনে বিশ্লেষণ, অনুধাবন ও রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যে-কোনো একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।
৭.৩ শিল্পের বিভিন্ন শাখায় প্রদর্শন ও পরিবেশনা বুঝে ও উপলব্ধি করে বিনোদিত হতে পারা এবং দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা ও প্রকাশে সম্পৃক্ত হতে পারা।
৭.৫ দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার চর্চা করতে পারা ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা।

- কাজের সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থীরা মুল্যায়নের উৎসবের দিনে অর্থাৎ মূল্যায়নের তৃতীয় দিন শ্রেণিকক্ষে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করবে। প্রদর্শনীর নাম হবে **‘বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে’**। প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থীরা সারা বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রদর্শন ও পরিবেশন করবে।

প্রদর্শনীটি পরিবেশনার জন্য যা যা করতে হবে-

- প্রদর্শনীটি আয়োজন করার জন্য শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষ প্রস্তুত করবে।
- সপ্তম শ্রেণির বন্ধুখাতা নিয়ে আসবে।
- বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা কার্ড প্রস্তুত করবে।
- শিক্ষার্থীরা পূর্বে প্রস্তুতকৃত মাটি দিয়ে তৈরি ফলক নিয়ে আসবে।
- শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে একটি নাট্যাংশ পরিবেশন করবে। নাট্যাংশে অবশ্যই সাজসরঞ্জাম (props) ব্যবহার করতে হবে। উপস্থাপন/পরিবেশনার জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম (props) শিক্ষার্থীদের তৈরি করে নিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, নাট্যাংশ উপস্থাপন/পরিবেশন করার জন্য নিজের মতো একটি গল্প লিখে বা ৭ম শ্রেনির যেকোনো বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক থেকে পছন্দের একটি গল্প বা ঘটনা বাছাই করবে। লেখা বা বাছাইকৃত গল্পটির কোনো অংশবিশেষ উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনায় প্রয়োজনবোধে গান বা নাচ ব্যবহার করতে পারবে।
    - **অথবা**
- শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে একটি ডিসপ্লে করবে। ডিসপ্লেতে অবশ্যই সাজসরঞ্জাম (props) ব্যবহার করতে হবে। উপস্থাপন/পরিবেশন করার জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম (props) শিক্ষার্থীরা তৈরি করবে। ডিসপ্লের জন্য শিক্ষার্থীরা দেশাত্মবোধক গান নিজেদের পছন্দমতো বাছাই করে ব্যবহার করবে।

উপকরণ:

- শ্রেণিকক্ষ প্রস্তুত ও সাজসরঞ্জাম (props) তৈরির ক্ষেত্রে স্বল্পমূল্যের উপকরণ ব্যবহার করবে। এক্ষেত্রে, পুরোনো খবরের কাগজ বা ব্যবহৃত কাগজ, রঙিন কাগজ, সুতা/দড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে।
- বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা কার্ড ও নাট্যাংশ/ডিসপ্লের সাজসরঞ্জাম (props) (উদাহরণস্বরুপ: গাছ/ফুল/পাতা/মেঘ/কাশবন/পশুপাখির মুখোশ/পাখি বা প্রজাপতির ডানা/পরিধানযোগ্য যেকোনো আকৃতি ইত্যাদি) তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় আনুষাঙ্গিক উপকরণ যেমন-পুরোনো খবরের কাগজ বা ব্যবহৃত কাগজ, রঙিন কাগজ, কাঁচি, আঠা, রঙ, সুতা/দড়ি, পিন বাড়ি থেকে নিয়ে আসবে। তবে, যদি কোনো শিক্ষার্থী বা দল উপকরণ না আনে সেক্ষেত্রে বিদ্যালয় তাদের উপকরণ সরবরাহ করবে।

ধাপসমূহ:

- **ধাপ ১ (প্রথম কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**
    - বিজয় দিবসকে উপজীব্য করে একটি শুভেচ্ছা কার্ড বানিয়ে তা শিক্ষকের নিকট জমা দিবে। এখানে উল্লেখ্য যে, শুভেচ্ছা কার্ডে পাঠ্যপুস্তকে শেখা বিভিন্ন ফ্রন্ট ও নকশার ব্যবহার করতে হবে।
    - শিক্ষার্থীরা নাট্যাংশ/ডিসপ্লের কোনটি করবে তা নির্ধারণ করবে। শিক্ষার্থীরা অথবা শিক্ষক ৪/৫জন করে দল গঠন করে দিবেন। প্রতিটি দল তাদের দলের নাম নির্বাচন করবে এবং দলের নাম ও রোল নম্বরসহ সদস্যদের নাম শিক্ষকের কাছে কাগজে লিখে জমা দিবে।
    - নাট্যাংশের জন্য নিজের মতো একটি গল্প লিখে বা পছন্দ মতো কোনো গল্প বাছাই করে বা সপ্তম শ্রেণির যেকোনো বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক থেকে গল্পের অংশবিশেষ নির্বাচন করবে।

      অথবা,

      ডিসপ্লের জন্য গান বাছাই করবে।
    - নাট্যাংশের জন্য গল্পের নাম, বিষয়বস্তু/স্ক্রিপ্ট ও পরিকল্পনা শিক্ষকের কাছে জমা দিবে।

      অথবা,
    - ডিসপ্লের জন্য বাছাইকৃত গান ও পরিকল্পনা শিক্ষকের কাছে জমা দিবে।

এই সেশনে যা মূল্যায়ন করবেন:

- শিক্ষার্থীরা শুভেচ্ছা কার্ড তৈরি করতে পারছে না অথবা শুভেচ্ছা কার্ড সাধারণভাবে তৈরি করতে পারছে অথবা শুভেচ্ছা কার্ড দক্ষতার সাথে তৈরি করতে পারছে কি না, শিক্ষক তা মূল্যায়ন করবেন (PI ৭.২.১)।
- শিক্ষার্থীরা নাট্যাংশ/ডিসপ্লের গল্প নির্বাচন করেছে অথবা প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু/স্ক্রিপ্ট লিখেছে বা নির্বাচন করেছে অথবা গল্প অনুযায়ী সঠিক পরিকল্পনা করেছে কি না, শিক্ষক তা মূল্যায়ন করবেন (PI ৭.১.১)। অপরদিকে, ডিসপ্লের জন্য বাছাইকৃত গান ও পরিকল্পনা ঠিক আছে কি না তা মূল্যায়ন করবেন।

- **ধাপ ২ (দ্বিতীয় কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**
    - পূর্ব সেশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা নাট্যাংশ/ডিসপ্লের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আনুষাঙ্গিক সাজসরঞ্জাম (props) তৈরি করবে।
    - সাজসরঞ্জাম (props) তৈরি করে তা শিক্ষকের নিকট জমা দিবে।
    - শিক্ষক নাট্যাংশ/ডিসপ্লের এ সাজসরঞ্জাম (props) জমা রাখবে মুল্যায়নের উৎসবের দিনে পরিবেশনার জন্য।

    এই সেশনে যা মূল্যায়ন করবেন:

    - শিক্ষার্থীরা সাজসরঞ্জাম (props) সঙ্গতি না রেখে তৈরি করেছে অথবা সঙ্গতি রেখে তৈরি করতে পেরেছে অথবা সঙ্গতি রেখে ও দক্ষতার সাথে তৈরি করেছে কি না, তা মূল্যায়ন করবেন (PI ৭.১.২)।

- **ধাপ ৩ (তৃতীয় কর্মদিবস : ৫ ঘন্টা/৩০০ মিনিট)**
    - শিক্ষার্থীরা **"বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে"** প্রদর্শনীটি আয়োজন করার জন্য শ্রেণিকক্ষ প্রস্তুত করবে।
    - বন্ধুখাতা, মাটির ফলক, বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা কার্ড শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবে।
    - পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে একটি নাট্যাংশ/ডিসপ্লে পরিবেশন করবে।
    - প্রতিটি দলের পরিবেশনা অন্য কোনো দলের সদস্য ভিডিও করবে। ভিডিও করার জন্য একটি নির্দিষ্ট মোবাইল (শিক্ষক বা অন্য কারো) ব্যবহার করা যেতে পারে।

    এই সেশনে যা মূল্যায়ন করবেন:

    - এই সেশনে বন্ধুখাতা মূল্যায়ন করবেন (PI ৭.৫.১)।
    - শিক্ষার্থীরা নাট্যাংশ/ডিসপ্লে সাধারণভাবে প্রদর্শন/পরিবেশন করতে পারছে অথবা পরিকল্পনা অনুযায়ী সাবলীলভাবে অথবা পরিকল্পনা অনুযায়ী সাবলীলভাবে ও দক্ষতার সাথে প্রদর্শন/পরিবেশন করতে পারছে কি না, তা মূল্যায়ন করবেন (PI ৭.৩.১)।

মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা:

- মূল্যায়ন ছক ও উপাত্ত সংরক্ষণ ছক মূল্যায়ন শুরুর আগেই কপি করে রাখবেন।
- মূল্যায়ন উৎসবে প্রদর্শনীর জন্য শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের দিন বন্ধুখাতা, মাটির ফলক নিয়ে আসার জন্য নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- প্রতি সেশনের শিক্ষার্থীর কাজ সেশন চলাকালীন বা সেশন শেষে মূল্যায়ন সম্পন্ন করবেন।
- মূল্যায়ন চলাকালীন প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুরনো খবরের কাগজ বা ব্যবহৃত কাগজ, সাদা ও রঙিন কাগজ, পাতা বা অন্য প্রাকৃতিক উপকরণ, কাঁচি, আঠা, রঙ, সুতা/দড়ি নিয়ে আসতে বলবেন। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা দল উপকরণ না আনে, তবে তাদেরকে সরবরাহ করবেন। এজন্য পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

- শ্রেণিকক্ষ প্রস্তুত করার কাজ মূল্যায়ন উৎসবের দিন মূল্যায়ন শুরু করার পূর্বে শিক্ষার্থীদের নিয়ে সম্পন্ন করবেন।
- উপস্থাপন চলাকালীন প্রদত্ত মূল্যায়ন ছক অনুযায়ী PI ও পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরুপন করবেন। উপাত্ত সংরক্ষণ ছকে টিক দিয়ে রাখবেন। বন্ধুখাতা দেখেও তা মুল্যায়ন করে PI ও পারদর্শিতার মাত্রা নিরুপন করবেন।
- ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে প্রদত্ত ‘বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশনা’ অনুসরণ করবেন।
- মাদ্রাসার শিক্ষকগণ মাদ্রাসার শিক্ষার সাথে সংগতি রেখে শিক্ষার্থীদের একই কাজ করতে দিবেন এবং নির্দেশনা অনুসরণ করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।

এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)

বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

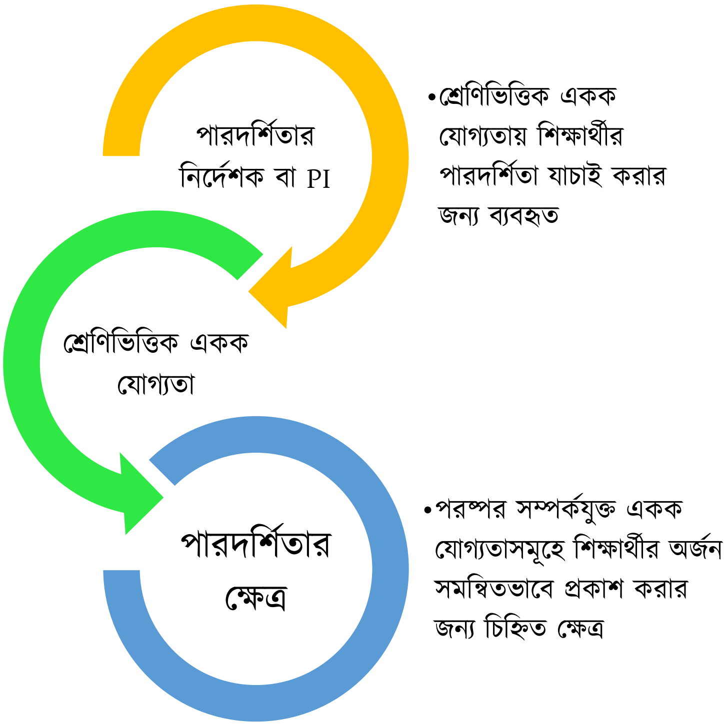

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর

২। নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

৩। যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর' ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর	৭.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা শিল্পকলার যেকোন একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও	৭.১.১ ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করতে পারছে। ৭.১.২ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বিষয়বস্তু বুঝে তার সাথে অনুভূতি ও কল্পনাকে মিশিয়ে প্রকাশ করতে পারছে।

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
	সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।	
	৭.২ গল্প বা ঘটনা শুনে বিশ্লেষণ, অনুধাবন ও রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যে-কোনো একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।	৭.২.১ গল্প বা ঘটনা দেখে/শুনে/জেনে অনুধাবন করে শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) প্রকাশ করতে পারছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি **পারদর্শিতার ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের (সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে, এক্ষেত্রে ৭.১ ও ৭.২ একক যোগ্যতা নিয়ে) একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর	প্রকৃতি-পরিবেশের রূপ, গল্প, বা ঘটনায় নিজের কল্পনা মিশিয়ে শিল্পকলার যে কোন ধারায় সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করেছে।
২। নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ	শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হয়ে উপভোগ করে মতামত দিতে পারছে।
৩। যাপিত জীবনে নান্দনিকতা	দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার চর্চা করছে ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ণয় করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * ১০০\%$$

উদাহরণস্বরূপ, 'পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ৩টি (৭.১.১, ৭.১.২, ৭.২.১)। কোনো শিক্ষার্থী এই ৩টি PI এর মধ্যে ২টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। বাকি একটিতেও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পায়নি এবং ১টিতে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	৩টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	০টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\textbf{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{২ - ০}{৩} * ১০০\% = ৬৬\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে 'পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে ।

এখানে উল্লেখ্য যে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মানের (-১০০% থেকে +১০০%) উপর ভিত্তি করে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রকে **নিম্নবর্ণিত সাত স্তর বিশিষ্ট স্কেল** দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার স্তর	**পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত**
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ৬৬% হলে ওই শিক্ষার্থীর ‘পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর’ শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে অবস্থান হবে **‘অর্জনমুখী (Achieving)’**। সপ্তম শ্রেণি শেষে রিপোর্ট কার্ডে ‘পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর’ পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

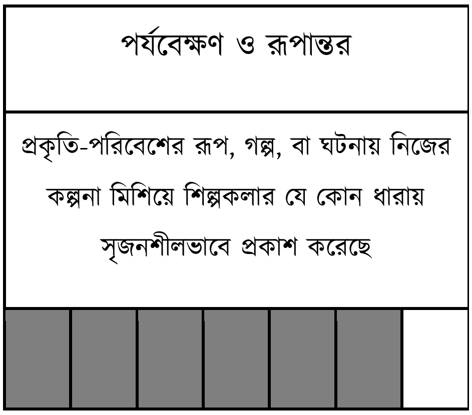

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

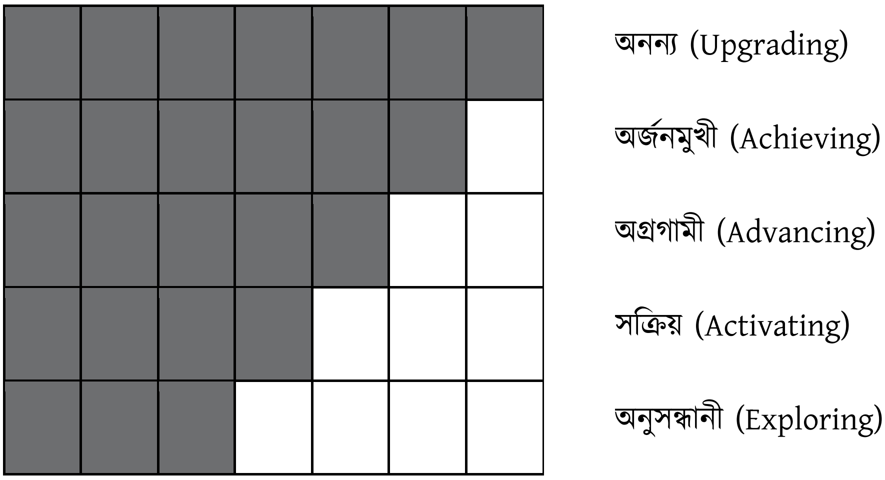

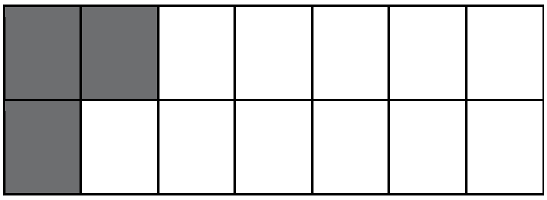

বিকাশমান (Developing)

প্রারম্ভিক (Elementary)

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি সপ্তম শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর	৭.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা শিল্পকলার যেকোন একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।	৭.১.১ ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করতে পারছে। ৭.১.২ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বিষয়বস্তু বুঝে তার সাথে অনুভূতি ও কল্পনাকে মিশিয়ে প্রকাশ করতে পারছে।
	৭.২ গল্প বা ঘটনা শুনে বিশ্লেষণ, অনুধাবন ও রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যে-কোনো একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।	৭.২.১ গল্প বা ঘটনা দেখে/শুনে/জেনে অনুধাবন করে শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) প্রকাশ করতে পারছে।
২। নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ	৭.৩ শিল্পের বিভিন্ন শাখায় প্রদর্শন ও পরিবেশনা বুঝে ও উপলব্ধি করে বিনোদিত হতে পারা এবং দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা ও প্রকাশে সম্পৃক্ত হতে পারা।	৭.৩.১ লোকজ ও দেশীয় শিল্পের একটি শাখায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।
৩। যাপিত জীবনে নান্দনিকতা	৭.৫ দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার চর্চা করতে পারা ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা।	৭.৫.১ বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরের কার্যক্রমে নান্দনিকতার চর্চা অব্যাহত রাখছে এবং সহপাঠীকেও তা করতে সহযোগিতা করছে।

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শীতার মাত্রা			সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
			□	○	△	
৭.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা শিল্পকলার যেকোন একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।	৭.১.১	ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করতে পারছে।	নির্ধারিত অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণ করে ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তর বিন্যাস ও ভিন্নতা চিহ্নিত করতে পারছে।	নির্ধারিত অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণ করে ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তর বিন্যাস ও ভিন্নতা বুঝে বিশ্লেষণ করতে পারছে।	নির্ধারিত অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণ করে ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তর বিন্যাস ও ভিন্নতা বুঝে, বিশ্লেষণ করে তা শিখন কাজে ব্যবহার করছে।	একক মূল্যায়ন (প্রথম কর্মদিবস)
		যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
			গল্প বা বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারছে।	প্রাসঙ্গিক গল্প বা বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারছে কিন্তু সঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে পারছে না।	গল্প বা বিষয়বস্তু অনুযায়ী সঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে পারছে।	
	৭.১.২	অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বিষয়বস্তু বুঝে তার সাথে অনুভূতি ও কল্পনাকে মিশিয়ে প্রকাশ করতে পারছে।	শিখন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ধারনা প্রকাশ করেছে।	শিখন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ধারনা নিয়মকানুন অনুসরণ করে প্রকাশ করেছে।	শিখন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ধারনা ও অনুভূতিকে কল্পনা মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে।	উপকরন তৈরির ভিত্তিতে একক মূল্যায়ন (প্রথম কর্মদিবস)
		যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
			সাজসরঞ্জাম (props) বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে তৈরি করতে পারছে না।	সাজসরঞ্জাম (props) বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে তৈরি করতে পারছে।	সাজসরঞ্জাম (props) তৈরির ক্ষেত্রে দক্ষতার প্রকাশ পাচ্ছে।	
৭.২ গল্প বা ঘটনা শুনে বিশ্লেষণ, অনুধাবন ও রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যে-কোনো একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ	৭.২.১	গল্প বা ঘটনা দেখে/শুনে/জেনে অনুধাবন করে শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান	গল্প বা ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ধারণা প্রকাশ করছে।	গল্প বা ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা থেকে মুল ভাব বুঝে নিজের মতো প্রকাশ করতে পেরেছে।	গল্প বা ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা থেকে মুল ভাব বুঝে নিয়মকানুন অনুসরণ করে শিল্পকলার একটি শাখায় প্রকাশ করেছে।	একক মূল্যায়ন (প্রথম কর্মদিবস)

করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।		ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে)প্রকাশ করতে পারছে।				
		যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
			শুভেচ্ছা কার্ড তৈরি করতে পারছে না।	শুভেচ্ছা কার্ড সাধারণভাবে তৈরি করতে পারছে।	শুভেচ্ছা কার্ড দক্ষতার সাথে তৈরি করতে পারছে।	
৭.৩ শিল্পের বিভিন্ন শাখায় প্রদর্শন ও পরিবেশনা বুঝে ও উপলব্ধি করে বিনোদিত হতে পারা এবং দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা ও প্রকাশে সম্পৃক্ত হতে পারা।	৭.৩.১	লোকজ ও দেশীয় শিল্পের একটি শাখায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।	শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় নিজের মতো করে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে।	অনিয়মিত ভাবে বা বিভিন্ন সময়ে যেকোনো একটি শাখার কার্যক্রমে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।	ধারাবাহিকভাবে যেকোনো একটি শাখার কার্যক্রমে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।	দলীয় কাজ উপস্থাপনের সময় একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
		যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
			সাধারণভাবে প্রদর্শন/পরিবেশন করতে পারছে।	সাবলীলভাবে প্রদর্শন/পরিবেশন করতে পারছে।	পরিকল্পনা অনুযায়ী সাবলীলভাবে ও দক্ষতার সাথে প্রদর্শন/পরিবেশন করতে পারছে।	
৭.৫ দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার চর্চা করতে পারা ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা।	৭.৫.১	বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরের কার্যক্রমে নান্দনিকতার চর্চা অব্যাহত রাখছে এবং সহপাঠীকেও তা করতে সহযোগিতা করছে	শ্রেণিতে নান্দনিকতার চর্চা অব্যাহত রেখেছে।	শ্রেণিতে ও বাড়িতে নান্দনিকতার চর্চা অব্যাহত রেখেছে।	শ্রেণিতে ও বাড়িতে নান্দনিকতার চর্চা করছে এবং সহপাঠীকেও সহযোগিতা করছে।	দলীয় কাজ উপস্থাপনের সময় একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
		যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
			বন্ধুখাতায় পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ পাচ্ছে।	বন্ধুখাতায়, শ্রেণিসজ্জা ও পোশাক পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ পাচ্ছে।	বন্ধুখাতায়, শ্রেণিসজ্জায়, পোশাক পরিচ্ছদে ও প্রদর্শন/পরিবেশনায় পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্যবোধ ও পরিমিতিবোধের প্রকাশ পাচ্ছে।	

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:
শ্রেণি :	বিষয় : শিল্প ও সংস্কৃতি	
	প্রযোজ্য PI নং	

রোল নং	নাম	৭.১.১	৭.১.২	৭.২.১	৭.৩.১	৭.৫.১
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	**শ্রেণি : সপ্তম**	**বিষয় :** শিল্প ও সংস্কৃতি	**শিক্ষকের নাম :**

পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা

পারদর্শিতার নির্দেশক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৭.১.১ ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করতে পারছে।	নির্ধারিত অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণ করে ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা চিহ্নিত করতে পারছে।	নির্ধারিত অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণ করে ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা বুঝে বিশ্লেষণ করতে পারছে।	নির্ধারিত অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণ করে ঘটনাপ্রবাহের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভিন্নতা বুঝে, বিশ্লেষণ করে তা শিখন কাজে ব্যবহার করছে।
৭.১.২ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বিষয়বস্তু বুঝে তার সাথে অনুভূতি ও কল্পনাকে মিশিয়ে প্রকাশ করতে পারছে।			
	শিখন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ধারনা প্রকাশ করেছে।	শিখন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ধারনা নিয়মকানুন অনুসরণ করে প্রকাশ করেছে।	শিখন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ধারনা ও অনুভূতিকে কল্পনা মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে।
৭.২.১ গল্প বা ঘটনা দেখে/শুনে/জেনে অনুধাবন করে শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) প্রকাশ করতে পারছে।			
	গল্প বা ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ধারনা প্রকাশ করছে।	গল্প বা ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা থেকে মুল ভাব বুঝে নিজের মতো প্রকাশ করতে পেরেছে।	গল্প বা ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা থেকে মুল ভাব বুঝে নিয়মকানুন অনুসরণ করে শিল্পকলার একটি শাখায় প্রকাশ করেছে।
৭.৩.১ লোকজ ও দেশীয় শিল্পের একটি শাখায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।			
	শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় নিজের মতো করে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে।	অনিয়মিত ভাবে বা বিভিন্ন সময়ে যেকোনো একটি শাখার কার্যক্রমে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।	ধারাবাহিকভাবে যেকোনো একটি শাখার কার্যক্রমে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।
৭.৫.১ বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরের কার্যক্রমে নান্দনিকতার চর্চা অব্যাহত রাখছে এবং সহপাঠীকেও তা করতে সহযোগিতা করছে			
	শ্রেণিতে নান্দনিকতার চর্চা অব্যাহত রেখেছে	শ্রেণিতে ও বাড়িতে নান্দনিকতার চর্চা অব্যাহত রেখেছে	শ্রেণিতে ও বাড়িতে নান্দনিকতার চর্চা করছে এবং সহপাঠীকেও সহযোগিতা করছে

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও

	চাইছে	তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে
8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :

শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর :

তারিখ:

শ্রেণি :

বিষয় : শিল্প ও সংস্কৃতি

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন
একীভূত
শিখনকালীন মূল্যায়ন
সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৭ম .... শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ

পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত উপায়ে ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি

বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পেরেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ

নিজস্ব পর্যবেক্ষণসহ বর্ণনামূলক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ

জীবন ও পরিপার্শ্বের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন

নিজের মতামত সম্পর্কে অন্যদের সমালোচনা ইতিবাচকভাবে নিয়েছে ও অন্যের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication

Applies strategies to minimize communication breakdown

Linguistic norms

Transforms sentence structures according to their purposes

Democratic practice

Practices democratic skills following relevant social practices

Creative expression

Expresses personal feelings on the literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান

সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ

বাস্তব সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ সমাধানে প্রথাগত ও ডিজিটাল কৌশল ব্যবহার করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি

জ্যামিতিক আকৃতি যুক্তিসহ চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক

সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ
বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া
বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর খুঁজে বের করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ
প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা
প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করে উপযুক্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে কন্টেন্ট তৈরি করেছে

আইসিটি সক্ষমতা
নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণের জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করতে পেরেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন
কোনো বাস্তব সমস্যা বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্যের নিরাপদ বিনিময় বা সম্প্রচারের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার
ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রযুক্তির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার করতে পেরেছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়
বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো
সময়ের সাথে সামাজিক কাঠামো এবং প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন মানুষের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা পর্যালোচনা করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা
বিভিন্ন সমাজের প্রেক্ষাপটে সম্পদ ব্যবস্থাপনার চর্চা ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা
সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কেন একেক অঞ্চলে একেকরকম হয় কিংবা সময়ের সাথে পালটায় তা উদঘাটন করে নিজ প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন

নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং

দেশীয় শ্রম বাজারে পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা বুঝে দক্ষতার উন্নয়ন ও লাভজনক বিনিয়োগ খাত খোঁজার চেষ্টা করেছে

পেশাগত দক্ষতা

নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা

প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে জেনে পেশায় এর প্রভাব বুঝতে পেরেছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান

ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান

মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ

ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলেমিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা

শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলা করে নিজের সামগ্রিক যত্ন ও পরিচর্যা করেছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা

যে কোন ফলাফলকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে সহমর্মী আচরণ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা

ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর

প্রকৃতি-পরিবেশের রূপ, গল্প, বা ঘটনায় নিজের কল্পনা মিশিয়ে শিল্পকলার যে কোন ধারায় সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হয়ে উপভোগ করে মতামত দিতে পারছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার চর্চা করছে ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	নিষ্ঠা ও সততা	পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

মূল্যায়নের স্কেল

■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | সপ্তম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সপ্তম শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : ইতিহাস ও সামাজিক ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন : ইতিহাস ও সামাজিক ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

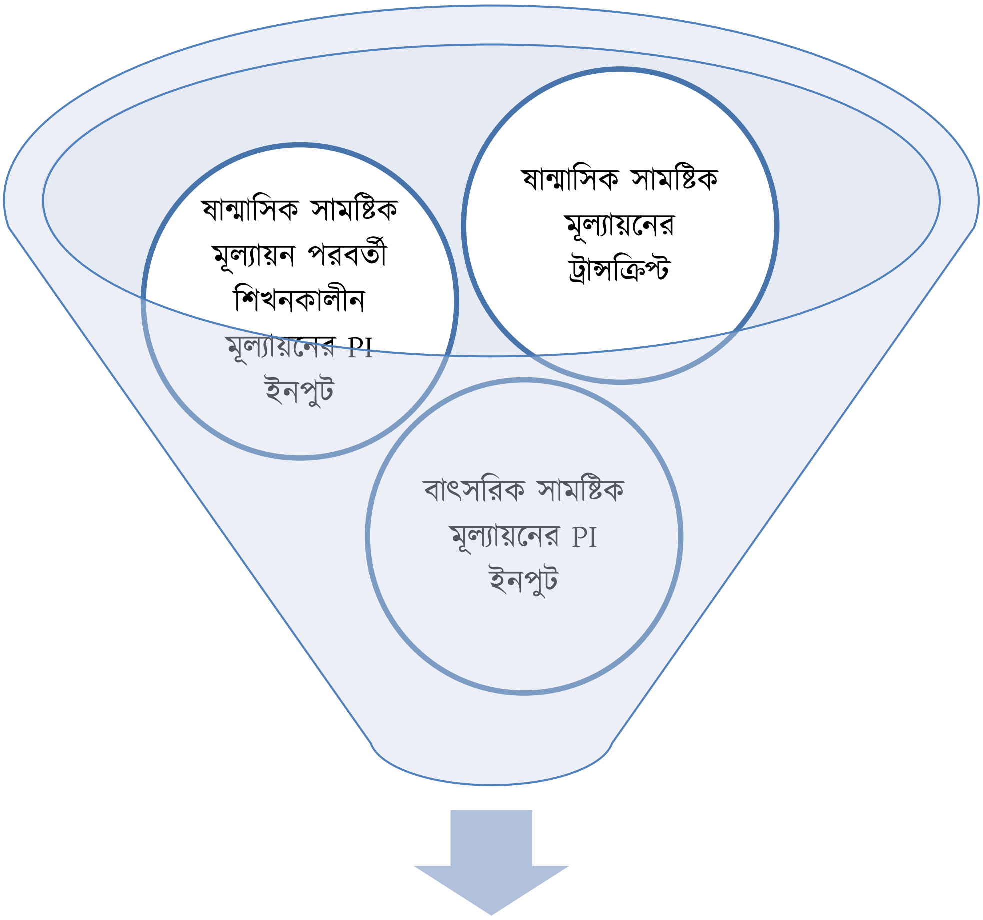

চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।

- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্যবই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

- প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

  ৬.১ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌছানো এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যে প্রমাণের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে তা গ্রহণ করতে পারা।

  ৬.৪ দৃশ্যমান পরিবেশের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বস্তুসমূহের গঠনের কাঠামো-উপকাঠামো ও তাদের বৈশিষ্ট্যর মধ্যকার সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে পারা।

  ৬.৫ প্রকৃতিতে বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে বস্তুর মতো শক্তিও যে পরিমাপযোগ্য তা উপলব্ধি করা এবং শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করতে পারা

  ৬.৯ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিসমূহ অনুসন্ধান করে সেই ঝুঁকি মোকাবেলায় সচেষ্ট হওয়া।

  ৬.১০ বাস্তব জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

- কাজের সারসংক্ষেপ

  শিক্ষার্থীরা এই কাজের মধ্য দিয়ে স্কুলে ও বাড়িতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তির ধরণ ও কাজ অনুসন্ধান করবে। এই কাজ করতে গিয়ে প্রথমে বিভিন্ন প্রযুক্তির তালিকা করবে, এদের গঠন ও কাজের ধরণ অনুসন্ধান করবে। এদের কাজ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের শক্তির স্থানান্তর পর্যবেক্ষণ করবে, জ্বালানির ব্যবহার হিসাব করবে, এবং জ্বালানির অপচয়/অপব্যবহার হচ্ছে কিনা তাও খুঁজে দেখবে। এসব প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে সেগুলোর পরিবেশগত প্রভাব অনুসন্ধান করবে, এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় এগুলোর যথাযথ ব্যবহারের নীতিমালা তৈরি করবে।

  বিশেষ নির্দেশনা: নিয়মিত উপকরণের পাশাপাশি পোস্টার উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পোস্টারের বদলে ক্যালেন্ডার ফাঁকা পৃষ্ঠা বা অন্য বিকল্প ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষার্থীরা তাদের চারপাশের ব্যবহৃত দ্রব্য, ফেলনা জিনিস ইত্যাদি ব্যবহার করে যাতে মডেল তৈরি করে সে বিষয়ে উৎসাহ দিন।

- প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

৭.৪ মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারা।

৭.৬ সময়ের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার উপর কী রকম প্রভাব ফেলে তা অনুসন্ধান করতে পারা।

৭.৭ স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করে
টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নিজস্ব গণ্ডিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারা।

৭.৮ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণের চর্চা সামাজিক সমতা নীতির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে পারা।

প্রকল্প মূল ভাবনা:

<u>মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব</u>

কাজ ১: বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধান

কাজ ২: প্রাকৃতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা ও উপস্থাপনা

কাজ ৩: টেকসই উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা ও উপস্থাপনা

করণীয় সম্পর্কে আলোচনা ও উপস্থাপনা করবে।

ধাপ ১: শিক্ষার্থীরা মক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনটি থিমে প্রশ্ন তৈরি করবে।

ধাপ ২: প্রশ্ন অনুসারে তারা তথ্য সংগ্রহ করবে।

ধাপ ৩: শিক্ষার্থীরা তথ্য সাজিয়ে প্রতিবেদন/ দেয়ালিকা/পুস্তিকা ইত্যাদি যেকোনো মাধ্যমে অ্যাসাইনমেন্ট আকারে জমা দিবে।

ধাপ ৪: শিক্ষার্থীরা নিচে প্রদত্ত ‘কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে বাংলাদেশ ও বিশ্ব’ অনুচ্ছেদটি পাঠ থেকে প্রাকৃতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে বিষয়টি অনুধাবন করবে।

ধাপ ৫: সমাজের যেকোনো উন্নয়ন প্রাকৃতিক পরিবেশে কিভাবে প্রভাব ফেলছে তা নিয়ে আলোচনা করবে।

ধাপ ৬: টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ কেনো প্রয়োজন তা ন্যায্যতার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করবে।

ধাপ ৭: টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নিজস্ব পরিমণ্ডলে কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে তা নিয়ে দলে আলোচনা এবং উপস্থাপন করবে।

শিক্ষকের প্রস্তুতি: মূল্যায়ন দিনের কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে এলাকার কোনো মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কাজ করেছিলেন এমন কোনো বয়স্ক ব্যক্তিকে মূল্যায়নের দিন ক্লাসে রুমে আমন্ত্রণ জানাবেন। শিক্ষার্থীরা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে।

কর্মদিবস-১ (৯০ মিনিট)

কাজ ১: বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধান

ধাপ ১: শিক্ষার্থীরা মক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনটি থিমে প্রশ্ন তৈরি করবে।

ধাপ ২: প্রশ্ন অনুসারে তারা তথ্য সংগ্রহ করবে।

প্রথম দিনের কাজকে ২ ভাগে ভাগ করবেন। **প্রথম ৪৫ মিনিট** শিক্ষার্থীদের দল গঠন করতে বলবেন, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন, দলে কাজের পরিকল্পনা ও তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন তৈরি করতে বলবেন। **পরবর্তী ৪৫ মিনিট** এলাকার কোনো মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কাজ করেছিলেন এমন কোনো বয়স্ক ব্যক্তিকে শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন। যদি তথ্যদাতা না আসতে পারেন সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই, ইন্টারনেট, পত্রিকা বা জার্নাল থেকে তাদের প্রশ্নগুলোর তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন।

উপকরণ:
১. পাঠ্যপুস্তক
২. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই
৩. খাতা
৪. কলম ইত্যাদি

কাজের বিবরণী

১ম ৪৫ মিনিট:

- শিক্ষার্থীদের ৫ থেকে ৬ জনের দলে ভাগ করে দিবেন। প্রত্যেক দল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করবে।
- তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা করবে। দলের কাজ ভাগ করে নেবে।
- সাক্ষাৎকারের জন্য শিক্ষার্থীরা যে প্রশ্ন তৈরি করবে সেগুলো থিম আকারে দেওয়া হল:

মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন

মুক্তিযুদ্ধে স্থানীয় বিভিন্ন পক্ষের অবস্থান ও ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন রাষ্ট্র ও ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা

পরবর্তী ৪৫ মিনিট:

- এলাকার কোনো মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কাজ করেছিলেন এমন কোনো বয়স্ক ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করবে। যদি তথ্যদাতা না আসতে পারেন সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই, ইন্টারনেট, পত্রিকা বা জার্নাল থেকে তাদের প্রশ্নগুলোর তথ্য সংগ্রহ করবে। শিক্ষার্থীরা 'মুক্তিযুদ্ধের দেশি ও বিদেশি বন্ধুরা' অধ্যায় থেকে তথ্য নিতে পারে।

কর্মদিবস-২ (৯০ মিনিট)

কাজ ১: বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধান (অবশিষ্ট কাজ)

ধাপ ৩: শিক্ষার্থীরা তথ্য সাজিয়ে প্রতিবেদন/ দেয়ালিকা/পুস্তিকা ইত্যাদি যেকোনো মাধ্যমে অ্যাসাইনমেন্ট আকারে জমা দিবে।

শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাপ্ত তথ্যকে দলগতভাবে আলোচনা করে তথ্যগুলো সাজিয়ে নিবে। এরপর প্রত্যেকে একটি অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিবে। সেটি হতে পারে প্রতিবেদন/ দেয়ালিকা/পুস্তিকা ইত্যাদি।

উপকরণ:

১. পোস্টার পেপার

২. ছবি

৩. খাতা

৪. কালার পেন

৫. পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি

কাজের বিবরণী

- পূর্বের ক্লাসের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য নিয়ে দলগত আলোচনা করবে।
- প্রাপ্ত তথ্যকে থিম অনুসারে সাজিয়ে অ্যাসাইমেন্ট তৈরি করে জমা দিবে। ছবি ও লেখা সম্বলিত দেয়ালিকা/ পুস্তিকা ইত্যাদি যেকোনো কিছু প্রত্যেকে অ্যাসাইমেন্ট হিসেবে জমা দিবে।

কর্মদিবস ২ এর কাজে যে পারদর্শিতার সূচকগুলো মূল্যায়ন করা হবেঃ

১। যোগ্যতা ৪ এর পারদর্শিতার সূচক ৭.৪.১
২। যোগ্যতা ৬ এর পারদর্শিতার সূচক ৭.৬.১

কর্মদিবস -৩ (১২০ মিনিট)

কাজ ২: শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা ও উপস্থাপনা। (৬০ মিনিট)

ধাপ ৪: শিক্ষার্থীরা নিচে প্রদত্ত ‘কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে বাংলাদেশ ও বিশ্ব’ অনুচ্ছেদটি পাঠ থেকে প্রাকৃতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে বিষয়টি অনুধাবন করবে।

ধাপ ৫: সমাজের যেকোনো উন্নয়ন প্রাকৃতিক পরিবেশে কিভাবে প্রভাব ফেলছে তা নিয়ে আলোচনা করবে।

কাজের বিবরণী:

- শিক্ষার্থীদের নিচের প্রতিবেদনটি পড়তে বলবেন।

কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে বাংলাদেশ ও বিশ্ব

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কলকারখানা স্থাপন, যানবাহন ও পরিবরহন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন। কিন্তু এসব কলকারখানা, যানবাহনের কালো ধোঁয়া পরিবেশে কার্বন নির্গত করে পরিবেশকে দূষিত করে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। এতে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে এবং সমূদ্রে পানিপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। এতে করে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা ইতোমধ্যে ডুবে যাচ্ছে। বাংলাদেশরও সমূদ্রতীরবর্তী অঞ্চল ভবিষ্যতে ডুবে যেতে পারে। এরকম অবস্থায় বিশ্বব্যাপী এই দূষণকে রোধ করার জন্য বিভিন্ন দেশ পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অনেক দেশ একসাথে কলকারখানা ও যানবাহনের নিসৃত কার্বনের ওপর

কর আরোপ করছে। এতে করে কলকারখানা ও যানবাহন মালিক কার্বন-নিঃসরণের প্রতি সচেতন হচ্ছে। তারা নির্ধারিত কার্বনের বেশি কার্বন নিঃসরণ করলেই অতিরিক্ত টাকা দিচ্ছে। বাংলাদেশও এই কার্বন কর নিচ্ছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এই কার্বন কর বিশ্বব্যাপী আবহাওয়া পরিবর্তন রোধে বিশেষ সহায়তা করছে।

আমরা দেখতে পারছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যেমন বিভিন্ন দেশ একাত্ম হয়ে সহযোগিতা করছে। তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ উন্নয়নেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ একাত্ম হয়ে কাজ করছে। ফলে মানুষের ভবিষ্যত হুমকির সম্ভবনা কমে যাচ্ছে।

- উপরের অনুচ্ছেদটি পড়ে শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে কি কি উন্নয়ন দেখতে পায় তা দলগতভাবে আলোচনা করে নির্ণয় করতে বলবেন। **এই উন্নয়ন প্রাকৃতিক পরিবেশে কি ধরনের প্রভাব ফেলছে** তা নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন দেশের সাথে যেমন পারস্পরিক সহযোগিতা তৈরি হয়েছিল তেমনি বর্তমানে **টেকসই উন্নয়নের জন্য এই সহযোগিতা কীভাবে ভূমিকা রাখছে** তা দলগতভাবে বিশ্লেষণ করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা উপরোক্ত দুটি আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিভিন্ন মাধ্যমে যেমন পোস্টার/কাগজ ইত্যাদি উপস্থাপন করবে। এভাবে আলোচনার মাধ্যমে প্রকৃতি ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করে তাদের টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা পাবে।

কাজ ৩: টেকসই উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা ও উপস্থাপনা (৬০ মিনিট)

ধাপ ৬: টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ কেনো প্রয়োজন তা ন্যায্যতার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করবে।

ধাপ ৭: টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নিজস্ব পরিমণ্ডলে কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে তা নিয়ে দলে আলোচনা এবং উপস্থাপন করবে।

কাজের বিবরণী:

- শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে টেকসই উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। বিষয়গুলো হল:

    ১. বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

২. ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উপায়

৩. টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা নিজস্ব পরিমণ্ডলে কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে

- দলগত এই কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের 'টেকসই উন্নয়ন ও আমাদের ভূমিকা' থেকে সহায়তা নিতে পারে বা অন্য কোনো বই বা ইন্টারনেটের সহায়তা নিতে পারে। দলে ১-২ জন উপস্থাপন করবে।
- দলের সবাই তাদের বন্ধুদের মূল্যায়ন করবে। দলের প্রতি শিক্ষার্থী নিচের সতীর্থ মূল্যায়ন ছকটি ব্যবহার করে তার বন্ধু সম্পর্কে মতামত দিবে।

সতীর্থ মূল্যায়ন

ক্রম	বন্ধুর নাম	রোল নং	দলে বন্ধু মতামত প্রদান	বন্ধু স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে	দলের অন্যদের উদ্বুদ্ধ করেছে
১.					
২.					
৩.					
৪.					
৫.					
৬.					

কর্মদিবস ৩ এর কাজে যে পারদর্শিতার সূচকগুলো মূল্যায়ন করা হবেঃ

১। যোগ্যতা ১ এর পারদর্শিতার সূচক ৭.১.১

২। যোগ্যতা ৮ এর পারদর্শিতার সূচক ৭.৮.১

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।

এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।

- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)
বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

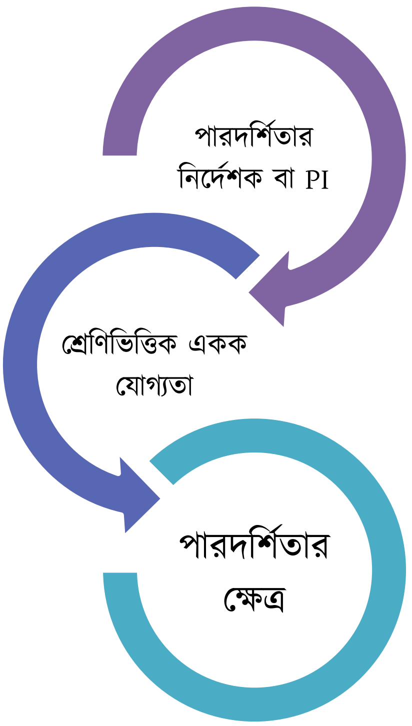

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। আত্মপরিচয়

২। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

৩। প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

৪। পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা

৫। সম্পদ ব্যবস্থাপনা

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'আত্মপরিচয়' ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। আত্মপরিচয়	৭.২ নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও ভিন্নতা উপলব্ধি করে সহযোগিতার ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারা	৭.২.১ নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও ভিন্নতা চিহ্নিত করে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করতে পারছে। ৭.২.২ নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের সবাই মিলে ভালো থাকার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারছে।

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
	৭.৩ ঐতিহাসিক তথ্য যে উৎস এবং শ্রোতার উপর নির্ভর করে এবং তা যে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয় তা উপলব্ধি করতে পারা	৭.৩.১ উৎস ও শ্রোতা ভেদে একই ঐতিহাসিক তথ্যের পরিবর্তন চিহ্নিত করতে পেরে ঐতিহাসিক তথ্য যে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয় তা উপলব্ধি করতে পারছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। আত্মপরিচয়	বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা করেছে
২। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা	মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করেছে
৩। প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো	সময়ের সাথে সামাজিক কাঠামো এবং প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন মানুষের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা পর্যালোচনা করেছে
৪। পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা	সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কেন একেক অঞ্চলে একেকরকম হয় কিংবা সময়ের সাথে পালটায় তা উদঘাটন করে নিজ প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে
৫। সম্পদ ব্যবস্থাপনা	বিভিন্ন সমাজের প্রেক্ষাপটে সম্পদ ব্যবস্থাপনার চর্চা ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতার নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পর্যায় মাত্র ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এজন্য এই অবস্থানকে একটি ৭-স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার এই স্তরগুলো নিম্নরূপ:

1. অনন্য (Upgrading)
2. অর্জনমুখী (Achieving)
3. অগ্রগামী (Advancing)
4. সক্রিয় (Activating)
5. অনুসন্ধানী (Exploring)
6. বিকাশমান (Developing)
7. প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

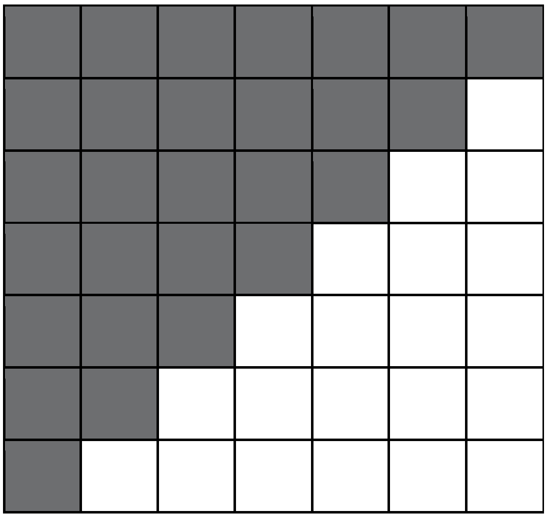

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

এই কাজটি করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * \text{১০০\%}$$

উদাহরণস্বরূপ, 'আত্মপরিচয়' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ৩টি (৭.২.১, ৭.২.২, ৭.৩.১)। কোনো শিক্ষার্থী এই ৪টি PI এর মধ্যে. ১ টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। বাকি ২টিতে সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা : ৩টি

অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা : ১টি

অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা : ২টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{১ - ২}{৩} * ১০০\% = -৩৩\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর অবস্থান পারদর্শিতার কোন স্তরে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

নিচের ছকে পারদর্শিতার সবগুলো স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেয়া হলো:

পারদর্শিতার স্তর	পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান -৩৩% হলে ওই শিক্ষার্থীর অবস্থান হবে 'বিকাশমান (Developing)'। রিপোর্ট কার্ড বা সনদে, 'আত্মপরিচয়' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

আত্মপরিচয়						
বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা করেছে						

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি সপ্তম শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। আত্মপরিচয়	৭.২ নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও ভিন্নতা উপলব্ধি করে সহযোগিতার ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারা	৭.২.১ নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও ভিন্নতা চিহ্নিত করে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করতে পারছে। ৭.২.২ নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের সবাই মিলে ভালো থাকার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারছে।
	৭.৩ ঐতিহাসিক তথ্য যে উৎস এবং শ্রোতার উপর নির্ভর করে এবং তা যে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয় তা উপলব্ধি করতে পারা	৭.৩.১ উৎস ও শ্রোতা ভেদে একই ঐতিহাসিক তথ্যের পরিবর্তন চিহ্নিত করতে পেরে ঐতিহাসিক তথ্য যে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয় তা উপলব্ধি করতে পারছে।
২। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা	৭.৪ মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারা	৭.৪.১ প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে মুক্তিযুদ্ধে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা মূল্যায়ন করে ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত হচ্ছে।
৩। প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো	৭.৫ প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি কীভাবে সামাজিক কাঠামোর উপর প্রভাব ফেলে এবং একই সঙ্গে এই কাঠামো দ্বারা কীভাবে সেগুলো	৭.৫.১ অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রচলিত রীতিনীতি মূল্যবোধ ও বিভিন্ন সামাজিক কাঠামো একে অন্যকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা উপলব্ধি করতে পারছে।

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
	নিয়ন্ত্রিত হয় তা অন্বেষণ করতে পারা	
	৭.৬ সময়ের সঙ্গে সামাজিক ও জনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার উপর কী রকম প্রভাব ফেলে তা অনুসন্ধান করতে পারা	৭.৬.১ অনুসন্ধানের মাধ্যমে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার উপর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের প্রভাব উপলব্ধি করতে পারছে।
৪। পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা	৭.১ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং সামাজিক কাঠামো রীতিনীতি ও মূল্যবোধ যে ধ্রুব নয় বরং প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পরিবর্তিতে হতে পারে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা	৭.১.১ অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক ধাপসমূহ ব্যবহার করে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত নিজের কোন পূর্বানুমান বা ধারণা যাচাইয়ের মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌছে তার পরিবর্তনশীলতা উপলব্ধি করতে পারছে। ৭.১.২ ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক ধাপসমূহের চর্চা করতে পারছে।
	৭.৭ স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নিজস্ব গণ্ডিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারা	৭.৭.১ স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করতে পারছে। ।
৫। সম্পদ ব্যবস্থাপনা	৭.৮ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে স¤পদের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণের চর্চা সামাজিক সমতার নীতির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে পারা	৭.৮.১ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের চর্চা সামাজিক সমতা নীতির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে পারছে।

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩ টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা			শিখন কার্যক্রম
			□	○	△	
৭.১ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং সামাজিক কাঠামো রীতিনীতি ও মূল্যবোধ যে ধ্রুব নয় বরং প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পরিবর্তিতে হতে পারে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা	৭.১.১	অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক ধাপসমূহ ব্যবহার করে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত নিজের কোন পূর্বানুমান বা ধারণা যাচাইয়ের মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌছে তার পরিবর্তনশীলতা উপলব্ধি করতে	অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক ধাপসমূহ ব্যবহার করে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত নিজের কোন পূর্বানুমান বা ধারণা যাচাইয়ে র মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্তেও পৌছাতে পারছে না এবং তার পরিবর্তনশীলতাও উপলব্ধি করতে পারছে না।	অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক ধাপসমূহ ব্যবহার করে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত নিজের কোন পূর্বানুমান বা ধারণা যাচাইয়ে র মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারছে কিন্তু তার পরিবর্তনশীলতা উপলব্ধি করতে পারছে না।	অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক ধাপসমূহ ব্যবহার করে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত নিজের কোন পূর্বানুমান বা ধারণা যাচাইয়ের মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌছে তার পরিবর্তনশীলতা উপলব্ধি করতে	কর্মদিবস – ৩ কাজ – ২ এবং ৩

		পারছে।			পারছে।	
৭.৪ মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারা	৭.৪.১	প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে মুক্তিযুদ্ধে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা মূল্যায়ন করে ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত হচ্ছে।	প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে মুক্তিযুদ্ধে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকাও মূল্যায়ন করতে পারছে না এবং ভাতৃত্ববোধও এখনো জাগ্রত হয়নি।	প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে মুক্তিযুদ্ধে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারলে ও ভাতৃত্ববোধও এখনো জাগ্রত হয়নি ।	প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে মুক্তিযুদ্ধে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা মূল্যায়ন করে ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত হচ্ছে।	কর্মদিবস -২ কাজ - ১
৭.৬ সময়ের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমি কার উপর কী রকম প্রভাব ফেলে তা অনুসন্ধান করতে পারা	৭.৬.১	অনুসন্ধানের মাধ্যমে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার উপর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের প্রভাব উপলব্ধি করতে পারছে।	অনুসন্ধানের মাধ্যমে আলাদাভাবে শুধু ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার পরিবর্তন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন এর যে কোন একটি অনুসন্ধান করতে পারছে।	অনুসন্ধানের মাধ্যমে আলাদা আলাদাভাবে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার পরিবর্তন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন উপলব্ধি করতে পারলে ও উভয়ের আন্তঃসম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারছে না।	অনুসন্ধানের মাধ্যমে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার উপর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের প্রভাব উপলব্ধি করতে পারছে।	কর্মদিবস -২ কাজ - ১
বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণের চর্চা সামাজিক	৭.৮.১	বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের চর্চা	স্থানীয় প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের চর্চা বর্ণনা করতে পারছে।	স্থানীয় প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের চর্চা	বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের চর্চা	কর্মদিবস – ৩

সমতা নীতির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে পারা।		সামাজিক সমতা নীতির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে পারছে।		ন্যায্যতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে পারছে।	ন্যায্যতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করতে পারছে।	কাজ – ২ এবং ৩

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন						
প্রতিষ্ঠানের নাম :			শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:			
শ্রেণি :						
বিষয়ঃ		প্রযোজ্য PI নং				
রোল নং	নাম	৭.১.১	৭.৪.১	৭.৬.১	৭.৮.১	
		□○△	□○△	□○△	□○△	
		□○△	□○△	□○△	□○△	
		□○△	□○△	□○△	□○△	
		□○△	□○△	□○△	□○△	
		□○△	□○△	□○△	□○△	
		□○△	□○△	□○△	□○△	
		□○△	□○△	□○△	□○△	
		□○△	□○△	□○△	□○△	
		□○△	□○△	□○△	□○△	
		□○△	□○△	□○△	□○△	
		□○△	□○△	□○△	□○△	
		□○△	□○△	□○△	□○△	
		□○△	□○△	□○△	□○△	
		□○△	□○△	□○△	□○△	
		□○△	□○△	□○△	□○△	
		□○△	□○△	□○△	□○△	

শ্রেণি :					
বিষয়ঃ		প্রযোজ্য PI নং			
রোল নং	নাম	৭.১.১	৭.৪.১	৭.৬.১	৭.৮.১
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	শ্রেণি : সপ্তম	বিষয় : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান	শিক্ষকের নাম :

পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
৭.১.১ অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক ধাপসমূহ ব্যবহার করে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত নিজের কোন পূর্বানুমান বা ধারণা যাচাইয়ের মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌছে তার পরিবর্তনশীলতা উপলব্ধি করতে পারছে।	অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক ধাপসমূহ ব্যবহার করে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত নিজের কোন পূর্বানুমান বা ধারণা যাচাইয়ে র মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্তেও পৌছাতে পারছে না এবং তার পরিবর্তনশীলতাও উপলব্ধি করতে পারছে না।	অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক ধাপসমূহ ব্যবহার করে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত নিজের কোন পূর্বানুমান বা ধারণা যাচাইয়ে র মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারছে কিন্তু তার পরিবর্তনশীলতা উপলব্ধি করতে পারছে না।	অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক ধাপসমূহ ব্যবহার করে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত নিজের কোন পূর্বানুমান বা ধারণা যাচাইয়ের মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌছে তার পরিবর্তনশীলতা উপলব্ধি করতে পারছে।
৭.১.২ ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে র বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক ধাপসমূহের চর্চা করতে পারছে।			
	পাঠ্যপুস্তকে যে সকল বিষয়ে অনুসন্ধানমূলক কাজের নির্দেশ না দেওয়া আছে ঐসব ক্ষেত্রেও অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক	পাঠ্যপুস্তকে যে সকল বিষয়ে অনুসন্ধানমূলক কাজের নির্দেশ না দেওয়া আছে শুধু ঐসব ক্ষেত্রেই অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক	স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের যে কোন বিষয় অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিক ধাপসমূহের চর্চা করছে।

	ধাপসমূহের চর্চা করছে না।	ধাপসমূহের চর্চা করছে।	
৭.২.১ নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও ভিন্নতা চিহ্নিত করে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করতে পারছে।			
	নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যে সমূহ চিহ্নিত করতে পারলে ও সাদৃশ্য ও ভিন্নতাও চিহ্নিত করতে পারছে না পারস্পরিক নির্ভরশীলতাও উপলব্ধি করতে পারছে না।	নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও ভিন্নতা চিহ্নিত করতে পারলে ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করতে পারছে না।	নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও ভিন্নতা চিহ্নিত করে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করতে পারছে।
৭.২.২ নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের সবাই মিলে ভালো থাকার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারছে।			
	নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের সবাই মিলে ভালো থাকার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছে না।	নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের সবাই মিলে ভালো থাকার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছে।	নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের সবাই মিলে ভালো থাকার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারছে।
৭.৩.১ উৎস ও শ্রোতা ভেদে একই ঐতিহাসিক তথ্যের পরিবর্তন চিহ্নিত করতে পেরে ঐতিহাসিক তথ্য যে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয় তা উপলব্ধি করতে পারছে।			
	ভিন্ন ভিন্ন উৎস ও শ্রোতাভেদে একই ঐতিহাসিক তথ্যের পরিবর্তন তুলে ধরতে পারেনি , ফলে ঐতিহাসিক তথ্য যে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয় তা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে পারেনি ।	ভিন্ন ভিন্ন উৎস ও শ্রোতাভেদে একই ঐতিহাসিক তথ্যের পরিবর্তন এর কথা উল্লেখ করলে ও নিদ্রিষ্ট প্রেক্ষাপট বা ঘটনার নিরিখে চিহ্নিত করতে পারেনি , ফলে ঐতিহাসিক তথ্য যে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয় তা সুস্পষ্ট	ভিন্ন ভিন্ন উৎস ও শ্রোতাভেদে একই ঐতিহাসিক তথ্যের পরিবর্তন নিদ্রিষ্ট প্রেক্ষাপট বা ঘটনার নিরিখে চিহ্নিত করতে পেরে ঐতিহাসিক তথ্য যে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয় তা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে।

		ভাবে প্রকাশ করতে পারেনি ।	
৭.৪.১ প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে মুক্তিযুদ্ধে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা মূল্যায়ন করে ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত হচ্ছে।			
	প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে মুক্তিযুদ্ধে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকাও মূল্যায়ন করতে পারছে না এবং ভাতৃত্ববোধও এখনো জাগ্রত হয়নি।	প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে মুক্তিযুদ্ধে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারলে ও ভাতৃত্ববোধও এখনো জাগ্রত হয়নি ।	প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে মুক্তিযুদ্ধে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা মূল্যায়ন করে ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত হচ্ছে।
৭.৫.১ অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রচলিত রীতিনীতি মূল্যবোধ ও বিভিন্ন সামাজিক কাঠামো একে অন্যকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা উপলব্ধি করতে পারছে।			
	অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রচলিত রীতিনীতি মূল্যবোধ ও বিভিন্ন সামাজিক কাঠামো সমাজে কীভাবে কাজ করে তা ক্ষেত্র বিশেষে অন্বেষণ করতে পারছে।	অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রচলিত রীতিনীতি মূল্যবোধ ও বিভিন্ন সামাজিক কাঠামো আলাদা আলাদাভাবে কীভাবে কাজ করে তা অন্বেষণ করতে পারছে।	অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রচলিত রীতিনীতি মূল্যবোধ ও বিভিন্ন সামাজিক কাঠামো একে অন্যকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা অন্বেষণ করতে পারছে।
৭.৬.১ অনুসন্ধানের মাধ্যমে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার উপর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের প্রভাব উপলব্ধি করতে পারছে।			
	অনুসন্ধানের মাধ্যমে আলাদাভাবে শুধু ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার পরিবর্তন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন এর যে কোন একটি অনুসন্ধান করতে পারছে।	অনুসন্ধানের মাধ্যমে আলাদা আলাদাভাবে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার পরিবর্তন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন উপলব্ধি করতে পারলে ও উভয়ের আন্তঃসম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারছে না।	অনুসন্ধানের মাধ্যমে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার উপর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের প্রভাব উপলব্ধি করতে পারছে।
৭.৭.১ স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে			

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করতে পারছে। ।	প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন এবং সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের ধরণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করতে পারলে ও স্থানীয় ও বৈশ্বিক উভয় প্রেক্ষাপটে এর সামগ্রিক চিত্র এবং উভয়ের আন্তঃসম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারছে না।	শুধু স্থানীয় প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন এবং সামাজিক পরিবেশে পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের ধরণ অনুসন্ধান করতে পারছে এবং এদের আন্তঃসম্পর্কও উপলব্ধি করতে পারছে। কিন্তু বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এনে এদের আন্তঃসম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারছে না।	স্থানীয় ও বৈশ্বিক উভয় প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন এবং সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের ধরণ অনুসন্ধান করে উভয়ের আন্তঃসম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারছে।
৭.৭.২ স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে নিজস্ব গণ্ডিতে টেকসই উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে।			
	স্থানীয়/বৈশ্বি ক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনা এবং টেকসই উন্নয়নের উপায় উপলব্ধি করতে পারলে ও নিজস্ব গণ্ডিতে টেকসই উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না।	শুধু স্থানীয় প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে নিজস্ব গণ্ডিতে টেকসই উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে।	স্থানীয় ও বৈশ্বিক উভয় প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে নিজস্ব গণ্ডিতে টেকসই উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে।
৭.৮.১ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের চর্চা সামাজিক সমতা নীতির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে পারছে।			
	স্থানীয় প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের চর্চা বর্ণনা করতে পারছে।	স্থানীয় প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের চর্চা ন্যায্যতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে পারছে।	বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের চর্চা ন্যায্যতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করতে পারছে।

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :						বিষয় : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান					
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৭ম শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ	ভাষারীতি	প্রায়োগিক যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত উপায়ে ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ করেছে	বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পেরেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছে	নিজস্ব পর্যবেক্ষণসহ বর্ণনামূলক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ	মানবিক চিন্তন
জীবন ও পরিপার্শ্বের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে	নিজের মতামত সম্পর্কে অন্যদের সমালোচনা ইতিবাচকভাবে নিয়েছে ও অন্যের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication	Linguistic norms	Democratic practice
Applies strategies to minimize communication breakdown	Transforms sentence structures according to their purposes	Practices democratic skills following relevant social practices

Creative expression
Expresses personal feelings on the literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান	সংখ্যা ও পরিমাণ	জ্যামিতিক আকৃতি
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে	বাস্তব সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ সমাধানে প্রথাগত ও ডিজিটাল কৌশল ব্যবহার করেছে	জ্যামিতিক আকৃতি যুক্তিসহ চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক	সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে	প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ
বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া
বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর খুঁজে বের করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ
প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা
প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করে উপযুক্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে কন্টেন্ট তৈরি করেছে

আইসিটি সক্ষমতা
নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণের জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করতে পেরেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন
কোনো বাস্তব সমস্যা বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্যের নিরাপদ বিনিময় বা সম্প্রচারের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার
ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রযুক্তির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার করতে পেরেছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়
বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো
সময়ের সাথে সামাজিক কাঠামো এবং প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন মানুষের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা পর্যালোচনা করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা
বিভিন্ন সমাজের প্রেক্ষাপটে সম্পদ ব্যবস্থাপনার চর্চা ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা
সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কেন একেক অঞ্চলে একেকরকম হয় কিংবা সময়ের সাথে পালটায় তা উদঘাটন করে নিজ প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন
নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং
দেশীয় শ্রম বাজারে পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা বুঝে দক্ষতার উন্নয়ন ও লাভজনক বিনিয়োগ খাত খোঁজার চেষ্টা করেছে

পেশাগত দক্ষতা
নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা
প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে জেনে পেশায় এর প্রভাব বুঝতে পেরেছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান
ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান
মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ
ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলেমিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলা করে নিজের সামগ্রিক যত্ন ও পরিচর্যা করেছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা
যে কোন ফলাফলকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে সহমর্মী আচরণ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা
ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর
প্রকৃতি-পরিবেশের রূপ, গল্প, বা ঘটনায় নিজের কল্পনা মিশিয়ে শিল্পকলার যে কোন ধারায় সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ
শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হয়ে উপভোগ করে মতামত দিতে পারছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা
দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার চর্চা করছে ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	নিষ্ঠা ও সততা	পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

মূল্যায়নের স্কেল

■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....
....
....
....
....
....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....
....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....
....
....
....
....
....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....
....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....
....
....
....
....
....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: স্বাস্থ্য সুরক্ষা | সপ্তম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

সহযোগিতামূলক

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সপ্তম শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন : স্বাস্থ্য সুরক্ষা

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে একটি বছরের প্রথম ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে আপনারা ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছেন। এই নির্দেশিকায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কার্যক্রম কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হলো।

অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সারা বছর ধরে নির্ধারিত কিছু যোগ্যতা অর্জন করেছে। শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। এর জন্য আপনি নিয়মিত শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করেছেন, সে অনুযায়ী ফিডব্যাক বা ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা অর্জনের রেকর্ড সংগ্রহ করেছেন। ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

শিক্ষার্থীরা সারা বছরের অর্জিত যোগ্যতা বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজগুলো করার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তা প্রয়োগ করতে পারছে কি না বাৎসরিক মুল্যায়নে আপনি তা যাচাই করবেন। অর্জিত যোগ্যতা যাচাই এর সুবিধার্থে একটি নির্দিষ্ট সময় এ ক্ষেত্রে তিন কর্মদিবস এবং যাচাই এর কৌশল হিসেবে একটি খেলা, দলগত কাজ ও প্রদর্শনী নির্ধারণ করা হয়েছে যা অনুসরণ করে খুব সহজে আপনি শিক্ষার্থীর অধিকাংশ যোগ্যতা যাচাই করতে পারবেন। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

শিক্ষার্থী কোন কাজ করার সময় শিক্ষক কোন পারদর্শিতার নির্দেশক মূল্যায়ন করবেন তা প্রতিটি কাজের সাথে উল্লেখ করা আছে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে আপনি শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

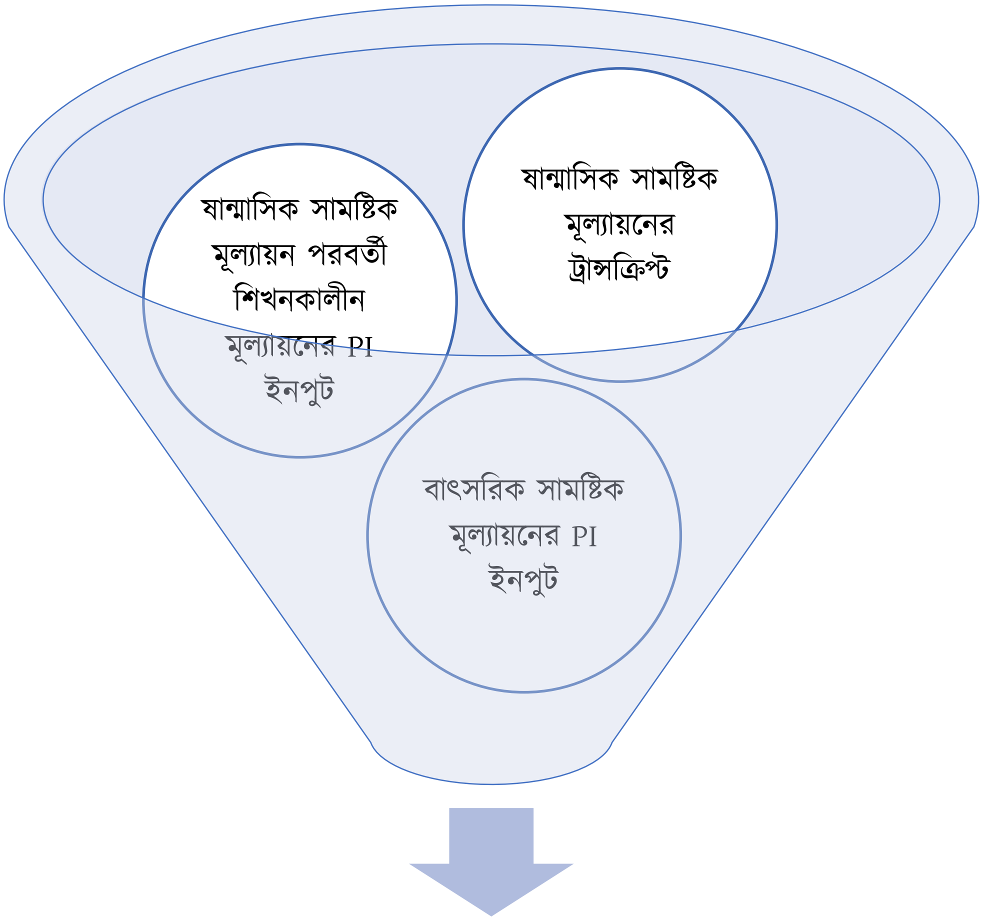

চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য সমগ্র বিষয়ের উপর কিছু কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রমের PI গুলোকে ফোকাস করে মূল্যায়ন করবেন। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট PI এর মাত্রা অনুযায়ী প্রমানক আচরণ পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন সম্পাদন করবেন।

- স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন সম্পন্ন করার জন্য তিনটি কার্যদিবস বরাদ্দ করা হয়েছে যার প্রতিটির জন্য সময় ৯০ মিনিট। নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক অনুযায়ী এই তিন দিনেই (১ম, ২য় ও তৃতীয় মূল্যায়ন দিবসে) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতা যাচাই করবেন।
    - প্রথম দিবস: ১.৫ ঘন্টা বা ৯০ মিনিট (দুইটি সেশন ৪৫ মিনিট করে)
    - দ্বিতীয় দিবস: ১.৫ ঘন্টা বা ৯০ মিনিট (দুইটি সেশন ৪৫ মিনিট করে)
    - তৃতীয় দিবস অর্থাৎ মূল্যায়ন উৎসবের দিবস : ২-৩ ঘন্টা
- শিক্ষার্থীদের প্রতিটি কাজ মূল্যায়নের প্রমাণক হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।
- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি/ ডায়েরি/ প্রতিবেদন ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।

বাৎসরিক মূল্যায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যেসব বিষয় অনুসরণ করতে হবে:

- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের রুটিন অনুযায়ী নির্ধারিত দিনে মূল্যায়নের আয়োজন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, সক্রিয়তা, পরিকল্পনা এবং প্রতিটি কার্যক্রম সুচারুভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের নিজের কাজগুলো নিজে করার বিষয়ে সতর্ক করতে হবে অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থীর প্রতিবেদন অন্যজন কপি করছে কিনা তা তদারকি করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের কাজ সময়মতো জমা নিতে হবে এবং জমা দেওয়া কাজের কপি যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে।
- পর্যবেক্ষণ এবং যাচাই করার সময় সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকগুলো (Performance Indicator-PI) শনাক্ত করে উক্ত পি আই এর মাত্রা (পরিশিষ্ট ১ অনুযায়ী) নির্দিষ্ট করতে হবে।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সময় উপযুক্ত পারদর্শিতার নির্দেশক অনুযায়ী প্রতি শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন রেকর্ড (পরিশিষ্ট ২ অনুযায়ী) রাখতে হবে।

- শিখনকালীন ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত পারদর্শিতার নির্দেশককে সমন্বয় করে ট্রান্সক্রিপ্ট এর ফরম্যাট অনুসরণ করে (পরিশিষ্ট ৩ অনুযায়ী) ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।
- শিখনকালীন, ষাণ্মাসিক এবং বাৎসরিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে বাৎসরিক রিপোর্ট কার্ড (পরিশিষ্ট ৬ অনুযায়ী) তৈরি করতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

- প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

  ৭.১: সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা এবং এ সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় ও মোকাবিলা করতে পারা।

  ৭.৩: প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের অনুভূতির অনুধাবন করে ও যত্নবান হয়ে ফলাফলধর্মী প্রকাশ করতে পারা এবং অন্যের অনুভূতি ও পরিস্থিতিকে অনুধাবন করে সহমর্মী আচরণ করতে পারা।

  ৭.৪: নিজের ও অন্যের সফলতাকে সম্মান করে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা এবং আত্ম- বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে মানসিকচাপ, দুঃখ, ভয়, রাগ ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা করতে পারা।

  ৭.৫: পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণপূর্বক নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গি, এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে যোগাযোগ করতে পারা।

  ৭.৬: পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা, সবলতা ও ঝুঁকি নির্ণয় করে প্রয়োজন অনুয়ায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ, নিরাপদ ও চাপমুক্তভাবে বিভিন্ন সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পারা।

বাৎসরিক মুল্যায়নের কাজ

- **প্রথম দিবস: (৯০ মিনিট)**
- প্রথম দিনে শিক্ষার্থীরা একটি প্রতিযোগিতামূলক দাঁড়িয়াবান্ধা/বউচি/গোল্লাছুট/ব্যাডমিন্টন খেলায় অংশগ্রহণ করবে।

  ** যেসব বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ নেই সেখানে হলরুম/বড় শ্রেণিকক্ষে খেলার কোর্ট এঁকে কম সংখ্যক খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণে খেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

** প্রতিবন্ধীতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা অন্য সবার সাথে একইভাবে খেলায় অংশগ্রহণ করতে করবে। সে ক্ষেত্রে সবাই মিলে খেলার জন্য খেলার গতি কিছুটা কমিয়ে দিয়ে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

** প্রতিন্ধীতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকলে যে কোনো খেলার আয়োজন করা যেতে পারে যাতে শারীরিক কসরত ও উপভোগের এর সুযোগ থাকে।

- **প্রথম দিবস মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুতি:**
    - মূল্যায়নের **প্রথম** দিনে খেলায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুপাতে দলে ভাগ করার জন্য একটি পরিকল্পনা করে রাখবেন।
    - দাঁড়িয়াবান্ধা/বউচি/গোল্লাছুট/ব্যাডমিন্টন খেলার সরঞ্জামসহ প্রস্তুতি নিয়ে রাখবেন।
    - আপনাকে সহযোগিতা করতে পারে এমন ১/২ জন শিক্ষককে আগে থেকে বলে রাখতে পারেন।
    - যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহপাঠ শিক্ষা-কার্যক্রম (ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থী একই সাথে পড়ে) চালু রয়েছে সেখানকার স্থানীয় সামাজিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে ছেলে ও মেয়েদের পৃথক দলের খেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে।
    - শ্রেণিতে কোন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী থাকলে খেলায় তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রতিবন্ধীতার ধরণ অনুযায়ী উপরে উল্লেখিত খেলা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
    - মনে রাখবেন, এখানে খেলার মূখ্য উদ্দেশ্য নিয়ম কানুন মেনে প্রতিযোগিতায় জেতা নয় বরং সবার অংশগ্রহণের ধরণ পর্যবেক্ষণ করা যাতে সংশ্লিষ্ট PI এর আলোকে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মূল্যায়ন করা যায়। **এখানে খেলার শুরুতে প্রস্তুতি যেমন ওয়ার্ম আপ, দুর্ঘটনা ঘটলে কী করবে তার প্রস্তুতি রাখা, খেলা শেষে কুল ডাউন করা সহ অন্য যোগ্যতাগুলোর পারদর্শিতার মাত্রা যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।**
    - পারদর্শিতার নির্দেশক (PI)ও তার মাত্রাগুলো সম্পর্কে খুব ভালোভাবে বুঝে নেবেন।
    - শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার রেকর্ড রাখার জন্য ডায়েরি বা ফরম্যাটের ফটোকপি প্রস্তুত রাখবেন।

- **প্রথম দিবসের মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা:**
    - কুশল বিনিময় করুন।
    - পরিকল্পনা অনুযায়ী মাঠে বা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে দলে ভাগ করুন এবং খেলায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান।
    - খেলা চলাকালীন সময়ে আপনি শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতা ও মাত্রা পর্যবেক্ষণ করবেন।
    - ডায়েরি বা ফরম্যাটে সূচক অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মাত্রা যাচাই করবেন এবং রেকর্ড লিখে রাখুন।
    - দ্বিতীয় দিনের মূল্যায়নে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করুন।

- **প্রথম দিবসে যা মূল্যায়ন করবেন:**
- খেলায় অংশগ্রহণের সময় স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্থাৎ জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের ব্যবহার কীভাবে করেছে আপনি তার মূল্যায়ন করবেন। এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সময় **PI - ৭.১.২, ৭.৩.১, ৭.৩.২, ৭.৪.১, ৭.৪.২, ৭.৫.১, ৭.৬.১ (পরিশিষ্ট-১)** ফোকাস করে প্রমানক আচরণ পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মাত্রা যাচাই করবেন ও রেকর্ড রাখবেন।

দ্বিতীয় দিবস : (৯০ মিনিট)

- মূল্যায়নের প্রথম দিনে খেলায় অংশগ্রহণের আলোকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে এককভাবে প্রতিফলনমূলক একটি পেপার তৈরি করবে
    - আগে কী কী প্রস্তুতি নিয়েছিল, ওয়ার্মআপ করেছিল কী না ও কী কী করেছে, খেলা শেষে কুল ডাউনের জন্য কী কী করেছে।
    - যে খেলা তারা খেলেছে কি ধরণের আঘাত বা দূর্ঘটনা সম্মূখীন হয়েছে বা হতে পারত বলে তারা মনে করছে।
    - এ আঘাত বা দূর্ঘটনাগুলোর প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তারা কী ব্যবস্থা নিয়েছিল
    - নিজের প্রতিফলনের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যত পরিকল্পনা কী ?

দ্বিতীয় দিবসের মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুতি:

- প্রতি শিক্ষার্থীকে সরবরাহ করার জন্য খাতার কাগজ প্রস্তুত রাখবেন

দ্বিতীয় দিবসের মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা:

- নিজেদের উপলব্ধির প্রতিফলন লেখার/তৈরির জন্য শিক্ষার্থীদেরকে একটি করে সাদা কাগজ সরবরাহ করুন এবং তাদেরকে নিজেদের নাম ও পরিচিতি নম্বর লিখতে বলুন।
- এবার দ্বিতীয় দিনের কাজটি ভালোভাবে (৫ মিনিট) সময় নিয়ে বুঝিয়ে দিন এবং কাজটি ঠিকমত বুঝতে পেরেছে কি না তা জেনে নিন।
- তাদেরকে বলুন, **তারা যেন নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির আলোকে তাদের লেখাটি লেখে। নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে লিখলে প্রত্যেকের লেখাই যে তার নিজের মতো হবে, অন্যদের সাথে মিলে যাবে না এ ব্যাপারে তাদেরকে বুঝিয়ে বলুন যাতে তারা ব্যক্তিগত প্রতিফলন পর্যবেক্ষণ ও তা লেখার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়।**
- এরপর পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও প্রতিফলন লেখার জন্য ৭৫ মিনিট (১.১৫ ঘন্টা) সময় দিন।
- লেখা শেষ হলে জমা নিয়ে নিন।

- দ্বিতীয় দিনে যে PI গুলোর আলোকে মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে **সুবিধামতো সময়ে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মাত্রা যাচাই করবেন এবং রেকর্ড লিখে রাখবেন**।
- তৃতীয় দিবসের পোষ্টার তৈরির জন্য শিক্ষার্থীরা বাড়ি থেকে যে উপকরণ নিয়ে আসবে তা বুঝিয়ে দিন। [পোষ্টার তৈরির জন্য শিক্ষার্থীদেরকে বাড়ী থেকে একদিকে লেখা খাতার কাগজ ২/৩ টি এবং ব্যবহৃত ক্যালেন্ডারের পাতা/শপিং ব্যাগ/পুরোনো লেখা কাগজের ২ পাতা জোড়া দিয়ে/পুরোনো খবরের কাগজ নিয়ে আসতে বলবেন যা দিয়ে তারা নিজেদের মত করে সৃজনশীল উপায়ে পোষ্টার তৈরি করতে পারে।
  কী নিয়ে পোষ্টার তৈরি করবে সে বিষয়ে কিছু জানানোর প্রয়োজন নেই।]
- তৃতীয় দিনের মূল্যায়নে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করুন।

দ্বিতীয় দিবসে যা মূল্যায়ন করবেন:

- দ্বিতীয় দিবসের কাজের উপর ভিত্তি করে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলোর আলোকে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মূল্যায়ন করবেন। এই কার্যক্রমে PI – **৭.১.২, ৭.৩.১, ৭.৩.২, ৭.৪.১, ৭.৫.১, ৭.৬.১ (পরিশিষ্ট-১)** ফোকাস করে প্রমানক আচরণ পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মাত্রা যাচাই করবেন ও রেকর্ড রাখবেন।

তৃতীয় দিবস : ২-৩ ঘন্টা (মূল্যায়ন উৎসব)

কাজ ১: স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিজের ও অন্যের প্রতি তার নিজের সক্রিয় ভূমিকার একটি চিত্র তুলে ধরে পোষ্টার প্রদর্শনী করবে। ছবি আঁকা, লেখা, ম্যাসেজ, স্লোগান অথবা নিজের পছন্দমতো যে কোনো উপায়ে এক দিকে লেখা ছোট ছোট কাগজে /ব্যবহৃত ক্যালেন্ডারের পাতায়/শপিং ব্যাগের কাগজে লিখতে পারে অথবা ছোট ছোট কাগজে লিখে পুরোনো লেখা কাগজে/পুরোনো খবরের কাগজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে পোষ্টার তৈরি করতে উৎসাহিত করবেন।

কাজ ২: সমাপনী পর্বে শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে একটি কাগজে প্রথমে সে নিজে এবং সবাই সবাইকে ১টি ইতিবাচক দিক ও ১টি উন্নয়নের ক্ষেত্র লিখে দেবে। শেষ হলে দলে এই কার্যক্রমে তার অনুভুতি ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করবে।

মূল্যায়নের উৎসবের জন্য প্রস্তুতি:

- বড় সাইজের কাগজ ২ ভাগ করে কেটে শিক্ষার্থীর সমান সংখ্যক (প্রত্যেকের জন্য ১টি ভাগ) কাগজ প্রস্তত রাখুন।

- **পোষ্টার তৈরির জন্য শিক্ষার্থীদেরকে বাড়ী থেকে একদিকে লেখা খাতার কাগজ ২/৩ টি এবং ব্যবহৃত ক্যালেন্ডারের পাতা/শপিং ব্যাগ/পুরোনো লেখা কাগজের ২ পাতা জোড়া দিয়ে/পুরোনো খবরের কাগজ নিয়ে আসতে বলবেন যা দিয়ে তারা নিজেদের মত করে সৃজনশীল উপায়ে পোষ্টার তৈরি করতে পারে।**
  "পোষ্টার তৈরির জন্য কোনো রঙিন পোষ্টার পেপার/আর্ট পেপার ব্যবহার করা যাবে না" বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট করবেন।

মূল্যায়ন উৎসবের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা:

কাজ ১:

- শিক্ষার্থীদেরকে বলুন, আজ তারা ২টি কাজ করবে। প্রথমটি হলো পোষ্টার তৈরি ও প্রদর্শন।
- প্রথমে, দ্বিতীয় দিনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত নিজেদের কাজের যে প্রতিফলন তারা করেছে তার উপর ভিত্তি করে এবার একটি পোষ্টার তৈরি করবে।
- নিজেদের প্রতিফলনের উপর ভিত্তি করে যে যে ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন মনে করছে তার জন্য পোষ্টারে নিজের একটি পরিকল্পনা সংযুক্ত করবে।
- এবার তৃতীয় দিনের প্রথম কাজটি বুঝিয়ে দিন। পোষ্টার তৈরিতে ১ ঘন্টা সময় দিন।
- পোষ্টার তৈরি হয়ে গেলে দেয়ালে বা মেঝেতে প্রদর্শণের ব্যবস্থা করুন।
- সবার পোষ্টার দেখে নিজের পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন আনতে চাইলে তার জন্য ৫ মিনিট সময় দিন।

কাজ ২:

- শিক্ষার্থীদেরকে ৫/৬জনের দলে ভাগ করুন।
- এবার তাদেরকে একটি করে বড় সাইজের কাগজ ২ ভাগ করে কেটে নেওয়া কাগজের টুকরা সরবরাহ করুন।
- প্রত্যেককে নিজের কাগজটিতে নাম লিখে নিজের ১টি গুন ও ১টি উন্নয়নের দিক লিখতে বলুন।
- এরপর নিজের কাগজটি ডানের সহপাঠীকে দিতে বলুন এবং সবাইকে উপরে যার নাম লেখা তার একটি গুন ও ১টি উন্নয়নের দিক লিখতে বলুন। এভাবে প্রত্যেকের কাগজে যেন প্রত্যেকের লেখা ১টি করে গুন ও উন্নয়নের দিক থাকে তা নিশ্চিত করুন।
- লেখা শেষ হলে দলের সদস্যদের মধ্যে অনুভূতি শেয়ার করতে বলুন।
- দলগত কাজ শেষ হলে পুরো মূল্যায়ন সেশনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিন।
  শুভকামনা জানিয়ে শেষ করুন।

এই সেশনে যা মূল্যায়ন করবেন:

- শিক্ষার্থীদের নিজেদের ও অন্যদের অনুভূতি, পর্যবেক্ষণ ও মতামত ইতিবাচকভাবে প্রকাশ এবং গ্রহণের পারদর্শিতা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন। এই কার্যক্রমে **PI – ৭.১.২, ৭.৩.১, ৭.৩.২, ৭.৪.১, ৭.৫.১, ৭.৬.১ (পরিশিষ্ট-১)** ফোকাস করে প্রমানক আচরণ পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মাত্রা যাচাই করবেন ও রেকর্ড রাখবেন।

মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ:

কোনো ধরনের উপকরণ না কিনে নিজেদের পরিবেশে পাওয়া যায় খরচ হয় না (No cost) বা খুব কম খরচে (Low cost) পাওয়া যায় এমন উপকরণ ব্যবহার করবেন।

- খেলার সরঞ্জাম
- বড় সাইজের ও তার অর্ধেক সাইজের কাগজ
- একদিকে লেখা কাগজ
- লেখা কাগজ/পুরোনো ক্যালেন্ডারের পাতা/শপিং ব্যাগ মাঝখানে কেটে তৈরি করা বড় কাগজ/পুরোনো খবরের কাগজ
- পারদর্শিতার রেকর্ড রাখার ফরম্যাট

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।

এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ

হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চুড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট**

কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে। এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে

শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয়

শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)

বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

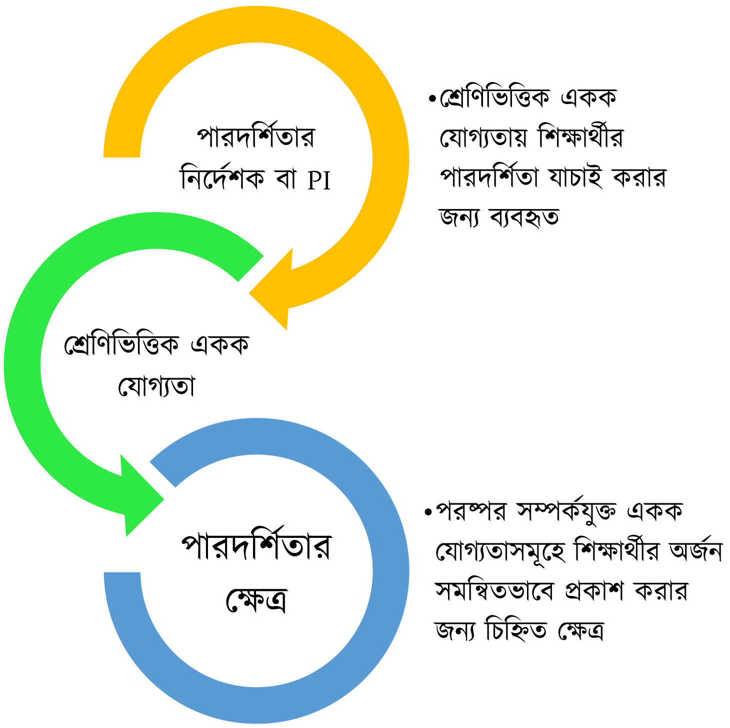

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। আত্ম-পরিচর্যা

২। আবেগিক বুদ্ধিমত্তা

৩। সামাজিক বুদ্ধিমত্তা

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'আত্ম-পরিচর্যা' ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
১। আত্ম-পরিচর্যা	৭.১ সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা এবং এ সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় ও মোকাবেলা করতে পারা।	৭.১.১ খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যকর খাদ্যগ্রহণ করছে। ৭.১.২ খেলাধুলা, শরীরচর্চা সংক্রান্ত আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের কৌশল অবলম্বন করছে । ৭.১.৩ স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনে ঋতুপরিবর্তনজনিত রোগ প্রতিরোধের কৌশল চর্চা করছে।
	৭.২ বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নির্ণয় ও অনুধাবন করে পরিবর্তনের সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে পারা।	৭.২.১ বয়ঃসন্ধিকালীন চ্যালেঞ্জ বা ঝুঁকি গুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি **পারদর্শিতার ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের (সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে, এক্ষেত্রে ৭.১ ও ৭.২ একক যোগ্যতা নিয়ে) একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। আত্ম-পরিচর্যা	শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে
২। আবেগিক বুদ্ধিমত্তা	কাউকে কষ্ট না দিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে
৩। সামাজিক বুদ্ধিমত্তা	পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ণয় করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

উদাহরণস্বরূপ, 'আত্ম-পরিচর্যা' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ৪টি (৭.১.১, ৭.১.২, ৭.১.৩, ৭.২.১)। কোনো শিক্ষার্থী এই ৪টি PI এর মধ্যে ২টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। বাকি ২টির একটিতে সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) এবং আরেকটিতে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	৪টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{২ - ১}{৪} * ১০০\% = ২৫\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে 'আত্ম-পরিচর্যা' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
    - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
    - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
    - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
    - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মানের (-১০০% থেকে +১০০%) উপর ভিত্তি করে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রকে **নিম্নবর্ণিত সাত স্তর বিশিষ্ট স্কেল** দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার স্তর	**পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত**
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ২৫% হলে ওই শিক্ষার্থীর 'আত্ম-পরিচর্যা' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে অবস্থান হবে **'অগ্রগামী (Advancing)'**। সপ্তম শ্রেণি শেষে রিপোর্ট কার্ডে 'আত্ম-পরিচর্যা' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

আত্ম-পরিচর্যা

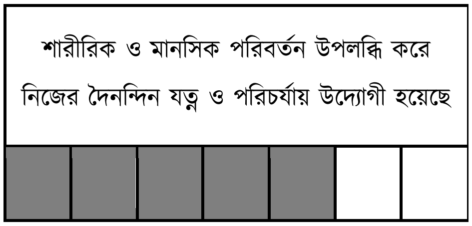

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

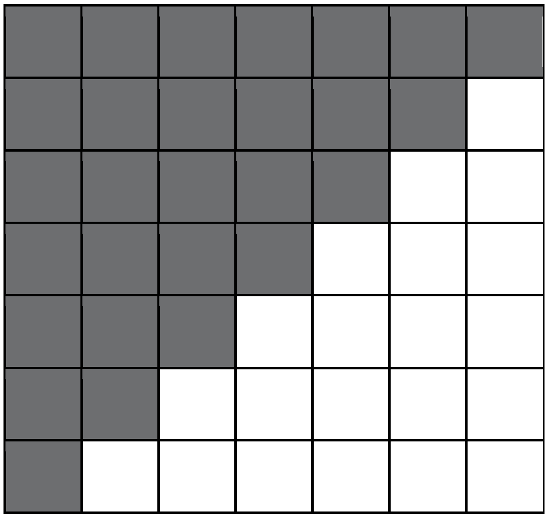

অনন্য (Upgrading)

অর্জনমুখী (Achieving)

অগ্রগামী (Advancing)

সক্রিয় (Activating)

অনুসন্ধানী (Exploring)

বিকাশমান (Developing)

প্রারম্ভিক (Elementary)

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি সপ্তম শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। আত্ম-পরিচর্যা	৭.১ সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা এবং এ সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় ও মোকাবেলা করতে পারা।	৭.১.১ খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যকর খাদ্যগ্রহণ করছে। ৭.১.২ খেলাধুলা, শরীরচর্চা সংক্রান্ত আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের কৌশল অবলম্বন করছে । ৭.১.৩ স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনে ঋতুপরিবর্তনজনিত রোগ প্রতিরোধের কৌশল চর্চা করছে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট একককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
	৭.২ বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নির্ণয় ও অনুধাবন করে পরিবর্তনের সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে পারা।	৭.২.১ বয়ঃসন্ধিকালীন চ্যালেঞ্জ বা ঝুঁকি গুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করছে।
২। আবেগিক বুদ্ধিমত্তা	৭.৩ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের অনূভূতির অনুধাবন করে ও যত্নবান হয়ে ফলাফলধর্মী প্রকাশ করতে পারা এবং অন্যের অনূভূতি ও পরিস্থিতিকে অনুধাবন করে সহমর্মী আচরণ করতে পারা।	৭.৩.১ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের অনুভূতির ফলাফলধর্মী প্রকাশ করছে। ৭.৩.২ অন্যের অনুভূতি ও পরিস্থিতি বুঝে সহমর্মী আচরণ করছে।
	৭.৪ নিজের ও অন্যের সফলতাকে সম্মান করে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা এবং আত্ম- বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে মানসিকচাপ, দুঃখ, ভয়, রাগ ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা করতে পারা।	৭.৪.১ মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশল চর্চা করছে। ৭.৪.২ রাগ ব্যবস্থাপনার কৌশল ব্যবহার করছে।
৩। সামাজিক বুদ্ধিমত্তা	৭.৫ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণপূর্বক নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গি, এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে যোগাযোগ করতে পারা।	৭.৫.১ নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গী ও উদ্দেশ্য বুঝে যোগাযোগের চেষ্টা করছে।
	৭.৬ পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা, সবলতা ও ঝুঁকি নির্ণয় করে প্রয়োজন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ, নিরাপদ ও চাপমুক্তভাবে বিভিন্ন সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পারা।	৭.৬.১ সম্পর্কের সবলতা নির্ণয় করে সহপাঠী ও সমবয়সীদের সাথে ইতিবাচক সম্পর্কচর্চায় উদ্যোগ গ্রহণ করছে। ৭.৬.২ সহপাঠী ও সমবয়সীদের সম্পর্কজনিত ঝুঁকি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারছে ।

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।
শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শীতার মাত্রা			সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
			□	○	△	
৭.১ সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা এবং এ সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় ও মোকাবেলা করতে পারা।	৭.১.২	খেলাধুলা, শরীরচর্চা সংক্রান্ত আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের কৌশল অবলম্বন করছে ।	খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সময় নির্দেশনা অনুসরণ করে আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের সাধারণ কৌশল চর্চা করছে।	খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সময় নিজ উদ্যেগে আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সময় নিয়মিত আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধের কৌশল অবলম্বন করছে এবং প্রতিকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে	একক মূল্যায়ন (দ্বিতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			প্রতিরোধ: খেলাধুলা ও শরীরচর্চার ধরণ বুঝে আঘাত ও দুর্ঘটনা নিজেকে রক্ষা করার জন্য নির্দেশনা অনুযায়ী প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রতিকার: আঘাত ও দুর্ঘটনা ঘটলে নির্দেশনা মেনে প্রাথমিক চিকিৎসার কাজে সাহায্য করছে।	নিজ উদ্যোগে খেলাধুলা ও শরীরচর্চার ধরণবুঝে নীচের কাজগুলো করছে, তবে নিয়মিত নয়। প্রতিরোধ:আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য শুরুতে ওয়ার্ম আপ ও শেষে কুল ডাউন করছে তবে তা নিয়মিত নয় প্রতিকার: আঘাত ও দুর্ঘটনা ঘটলে ধরন বুঝে অন্যের সাহায্যে প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্যোগ নিচ্ছে, তবে অনিয়মিতভাবে উদ্যোগ নিচ্ছে।	খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সময় ধরণবুঝে নিয়মিত নীচের কাজগুলো করছে প্রতিরোধ: আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত শুরুতে ওয়ার্ম আপ ও শেষে কুল ডাউন করছে/প্রয়োজনে বিশ্রাম নিচ্ছে। প্রতিকার: আঘাত ও দুর্ঘটনা ঘটলে নিজ উদ্যোগে প্রাথমিক চিকিৎসার কৌশল ব্যবহার করছে/ প্রয়োজন হলে প্রাথমিক চিকিৎসায় অন্যের সহযোগিতা চাইছে।	
৭.৩ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের অনুভূতির অনুধাবন করে ও যত্নবান হয়ে ফলাফলধর্মী প্রকাশ করতে	৭.৩.১	প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের অনুভূতির ফলাফলধর্মী প্রকাশ করছে।	নিজের অনুভূতির ফলাফলধর্মী প্রকাশ করার নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের অনুভূতির ফলাফলধর্মী প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে নিয়মিত নিজের অনুভূতির ফলাফলধর্মী প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	একক মূল্যায়ন (তৃতীয়

পারা এবং অন্যের অনুভূতি ও পরিস্থিতিকে অনুধাবন করে সহমর্মী আচরণ করতে পারা।			**যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে**			কর্মদিবস)
			শ্রেণিকাজে, খেলাধুলার সময় নিজের আনন্দ, দুঃখ, রাগ, ভয় এই অনুভুতিগুলো নির্দেশিত পরিস্থিতিতে প্রকাশ করছে /চুপ করে থাকছে না/অনুভুতি প্রকাশে বিব্রতবোধ করছে না।	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজ উদ্যোগে অন্যদের সাথে নিজের অনুভুতিগুলো এমনভাবে প্রকাশ করছে যাতে অন্যরা তা বুঝতে ও সাড়া দিতে পারে।	অন্যদের সাথে নিজের অনুভুতি প্রকাশ করে নিজের প্রয়োজন বুঝাতে পারছে ও সহযোগিতা চাইতে পারছে।	
	৭.৩.২	অন্যের অনুভূতি ও পরিস্থিতি বুঝে সহমর্মী আচরণ করছে।	অনুভূতি ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে সহমর্মী আচরণের নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	অনুভূতি ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিজ উদ্যোগে সহমর্মী আচরণের উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	অনুভূতি ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিয়মিত নিজ উদ্যোগে সহমর্মী আচরণ করছে।	একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			নির্দেশনা অনুসরণ করে সহপাঠী ও সমবয়সীদের সাথে সহমর্মী আচরণ করছে যেমন: দলগত কাজের সময় নিজের কাজে অন্যদের সমস্যা হচ্ছে কিনা তা খেয়াল করছে/ অন্যদের সমস্যা হলে তাকে সহযোগিতার চেষ্টা করছে/ কেউ মন খারাপ করলে তার তার কারণ জানতে চাইছে।	নিজ উদ্যোগে অনিয়মিতভাবে সহমর্মী আচরণ করছে যেমন: তাদের সমস্যা বুঝে সহযোগিতার চেষ্টা করছে/ কেউ মন খারাপ বা রাগ করলে তার তার কারণ জানতে চাইছে তবে কেউ বলতে না চাইলে তাকে জোর করছে না/ কারও ভুল কাজের জন্য দোষারোপ করছে না/ অন্যের আনন্দ দুঃখ, কষ্টের কষ্টের নিজের কেমন লাগছে তা প্রকাশ করছে।	নিজ উদ্যোগে নিয়মিতভাবে সহমর্মী আচরণ করছে যেমন: তাদের সমস্যা বুঝে সহযোগিতার চেষ্টা করছে/ কেউ মন খারাপ বা রাগ করলে তার তার কারণ জানতে চাইছে তবে কেউ বলতে না চাইলে তাকে জোর করছে না/ কারও ভুল কাজের জন্য দোষারোপ করছে না/ অন্যের অনুভুতি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে, সম্মান করছে/ কারো সাহায্য দরকার হলে নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করছে বা সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা কাউকে জানাচ্ছে।	
৭.৪ নিজের ও অন্যের সফলতাকে সম্মান করে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা এবং আত্ম- বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে মানসিকচাপ, দুঃখ, ভয়,	৭.৪.১	মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশল চর্চা করছে।	নির্দেশনা মেনে মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশল চর্চা করছে।	নিজে উদ্যোগে মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলো অনিয়মিতভাবে চর্চা করছে।	সচেতনভাবে নিয়মিত মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশল চর্চা করছে।	একক মূল্যায়ন (প্রথম কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শ্রেণিকার্যক্রমে দায়িত্ব পালন	শ্রেণির বাইরে খেলা, সমাবেশ ও অন্যান্য পরিস্থিতিতে দায়িত্ব বা নেতৃত্ব নিতে আগ্রহ	শ্রেণির বাইরে খেলা, সমাবেশ ও অন্যান্য পরিস্থিতিতে দায়িত্ব বা নেতৃত্ব দিচ্ছে/নিজে ভুল	

রাগ ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা করতে পারা।			করছে/নতুন কাজের দায়িত্ব পেলে তা বোঝার চেষ্টা করছে/নিজের বুঝতে সমস্যা হলে অন্যদের কারও কাছ থেকে সাহায্য চাইছে /নিজেকে সময় দিচ্ছে/সমস্যা সমাধানের জন্য সহপাঠীদের কাছে সহযোগিতা চাইছে। **শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে করছে**	প্রকাশ করছে/ নিজের বুঝতে সমস্যা হলে অন্যদের কারও কাছ থেকে সাহায্য চাইছে/নিজে ভুল করলে তা গ্রহণ করার চেষ্টা করছে /কোনও সমস্যা হলে সমাধানের জন্য সহপাঠী ও বড়দের কাছে সহযোগিতা চাইছে। **নিজ উদ্যোগে করছে তবে সব পরিস্থিতিতে পারছে না**	করলে তা গ্রহণ করার চেষ্টা করছে ও সমাধানের চেষ্টা করছে/ কোনও কাজে বা খেলায় অকৃতকার্য হলে গ্রহণ করতে পারছে/ কেউ অপ্রত্যাশিত আচরণ করলে সহজভঙ্গীতে তা জানানোর চেষ্টা করছে, আক্রমন করে কথা বলছে না/সমস্যা সমাধানের জন্য নির্ভরযোগ্য কারও কাছে সহযোগিতা চাইছে। **নিজ উদ্যোগে সব পরিস্থিতিতে চেষ্টা করছে এবং বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপনা করতে পারছে**	
৭.৫ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণপূর্বক নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গি, এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে যোগাযোগ করতে পারা।	৭.৫.১	নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গী ও উদ্দেশ্য বুঝে যোগাযোগের চেষ্টা করছে।	নির্দেশনা অনুসরণ করে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করছে ও যোগাযোগের উদ্দেশ্য বুঝতে চেষ্টা করছে।	নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করে উদ্দেশ্য বুঝতে চেষ্টা করছে।	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গীর উদ্দেশ্য বুঝে যোগাযোগের চেষ্টা করছে	একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			নিজের ও অন্যের কথা, আচরণ, মুখভঙ্গী, দেহভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করছে এবং কি বোঝাতে চায় তা বোঝার চেষ্টা করছে।	নিজের ও অন্যের কথা, আচরণ, মুখভঙ্গী, দেহভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে।	নিজের ও অন্যের কথা, আচরণ, মুখভঙ্গী, দেহভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে।	
৭.৬ পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা, সবলতা ও ঝুঁকি নির্ণয় করে প্রয়োজন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ, নিরাপদ ও চাপমুক্তভাবে বিভিন্ন সম্পর্ক বজায়	৭.৬.১	সম্পর্কের সবলতা নির্ণয় করে সহপাঠী ও সমবয়সীদের সাথে ইতিবাচক সম্পর্কচর্চায় উদ্যোগ গ্রহণ করছে	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে সহপাঠী, বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যায় উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে সহপাঠী, বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যা করছে ও নতুন সম্পর্ক তৈরি করার উদ্যোগ নিচ্ছে	দৈনন্দিন প্রেক্ষাপটে সহপাঠী, বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যা করছে।	একক মূল্যায়ন (তৃতীয় কর্মদিবস)

রাখতে বা ছিন্ন করতে পারা						
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			নির্দেশনা অনুসরণ করে সহপাঠী, বন্ধু ও অন্যান্য সমবয়সীদের মধ্যে যাদের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে তা তারা গুরুত্ব দিচ্ছে ও যে কাজগুলো করলে সম্পর্ক ভালো থাকবে তা করার উদ্যোগ নিচ্ছে।	নিজ উদ্যোগে সহপাঠী, বন্ধু ও অন্যান্য সমবয়সীদের সম্পর্কের পরিচর্যা/ যাদের সাথে নতুন সম্পর্ক তৈরি করতে চায় নিজে তার উদ্যোগ নিচ্ছে।	নিজ উদ্যোগে সহপাঠী, বন্ধু ও অন্যান্য সমবয়সীদের সাথে নতুন সম্পর্ক তৈরি ও রক্ষায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে/ কারো সাথে সম্পর্কের অবনতি হলে নিজেই তা উন্নয়নের পদক্ষেপ নিচ্ছে।	

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :			শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি : সপ্তম		বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা
		প্রযোজ্য PI নং

রোল নং	নাম	৭.১.২	৭.৩.১	৭.৩.২	৭.৪.১	৭.৫.১	৭.৬.১
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	শ্রেণি : সপ্তম	বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা	শিক্ষকের নাম :

পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা

পারদর্শিতার নির্দেশক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৭.১.২ খেলাধুলা, শরীরচর্চা সংক্রান্ত আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের কৌশল অবলম্বন করছে ।	খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সময় নির্দেশনা অনুসরণ করে আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের সাধারণ কৌশল চর্চা করছে।	খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সময় নিজ উদ্যেগে আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সময় নিয়মিত আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধের কৌশল অবলম্বন করছে এবং প্রতিকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।
৭.৩.১ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের অনুভূতির ফলাফলধর্মী প্রকাশ করছে।	নিজের অনুভূতির ফলাফলধর্মী প্রকাশ করার নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের অনুভূতির ফলাফলধর্মী প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে নিয়মিত নিজের অনুভূতির ফলাফলধর্মী প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করছে।
৭.৩.২ অন্যের অনুভূতি ও পরিস্থিতি বুঝে সহমর্মী আচরণ করছে।	অনুভূতি ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে সহমর্মী আচরণের নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	অনুভূতি ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিজ উদ্যোগে সহমর্মী আচরণের উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	অনুভূতি ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিয়মিত নিজ উদ্যোগে সহমর্মী আচরণ করছে।
৭.৪.১ মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশল চর্চা করছে।	নির্দেশনা মেনে মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশল চর্চা করছে।	নিজে উদ্যোগে মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলো অনিয়মিতভাবে চর্চা করছে।	সচেতনভাবে নিয়মিত মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশল চর্চা করছে।
৭.৫.১ নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গী ও উদ্দেশ্য বুঝে যোগাযোগের চেষ্টা করছে।	নির্দেশনা অনুসরণ করে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করছে ও যোগাযোগের উদ্দেশ্য বুঝতে চেষ্টা করছে।	নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করে উদ্দেশ্য বুঝতে চেষ্টা করছে।	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গীর উদ্দেশ্য বুঝে যোগাযোগের চেষ্টা করছে।
৭.৬.১ সম্পর্কের সবলতা নির্ণয় করে সহপাঠী ও সমবয়সীদের সাথে ইতিবাচক সম্পর্কচর্চায় উদ্যোগ গ্রহণ করছে	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে সহপাঠী, বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যায় উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	নির্দেশিত পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে সহপাঠী, বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যা করছে ও নতুন সম্পর্ক তৈরি করার উদ্যোগ নিচ্ছে।	দৈনন্দিন প্রেক্ষাপটে সহপাঠী, বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচর্যা করছে।

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে

7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে
8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি : সপ্তম	বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

শিক্ষাক্রম
২০২২

যোগ্যতাভিত্তিক

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

একীভূত

শিখনকালীন মূল্যায়ন

সহযোগিতামূলক

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৭ম .... শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত উপায়ে ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পেরেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ
নিজস্ব পর্যবেক্ষণসহ বর্ণনামূলক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ
জীবন ও পরিপার্শ্বের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন
নিজের মতামত সম্পর্কে অন্যদের সমালোচনা ইতিবাচকভাবে নিয়েছে ও অন্যের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication
Applies strategies to minimize communication breakdown

Linguistic norms
Transforms sentence structures according to their purposes

Democratic practice
Practices democratic skills following relevant social practices

Creative expression
Expresses personal feelings on the literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ
বাস্তব সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ সমাধানে প্রথাগত ও ডিজিটাল কৌশল ব্যবহার করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি
জ্যামিতিক আকৃতি যুক্তিসহ চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ
প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ
বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া
বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর খুঁজে বের করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ
প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা
প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করে উপযুক্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে কন্টেন্ট তৈরি করেছে

আইসিটি সক্ষমতা
নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণের জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করতে পেরেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন
কোনো বাস্তব সমস্যা বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্যের নিরাপদ বিনিময় বা সম্প্রচারের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার
ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রযুক্তির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার করতে পেরেছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়
বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো
সময়ের সাথে সামাজিক কাঠামো এবং প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন মানুষের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা পর্যালোচনা করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা
বিভিন্ন সমাজের প্রেক্ষাপটে সম্পদ ব্যবস্থাপনার চর্চা ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা
সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কেন একেক অঞ্চলে একেকরকম হয় কিংবা সময়ের সাথে পালটায় তা উদঘাটন করে নিজ প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন						
নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে						

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং						
দেশীয় শ্রম বাজারে পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা বুঝে দক্ষতার উন্নয়ন ও লাভজনক বিনিয়োগ খাত খোঁজার চেষ্টা করেছে						

পেশাগত দক্ষতা						
নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে						

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা						
প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে জেনে পেশায় এর প্রভাব বুঝতে পেরেছে						

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান						
ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে						

ধর্মীয় বিধিবিধান						
মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে						

ধর্মীয় মূল্যবোধ						
ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলেমিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে						

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা						
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলা করে নিজের সামগ্রিক যত্ন ও পরিচর্যা করেছে						

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা						
যে কোন ফলাফলকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে সহমর্মী আচরণ করেছে						

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা						
ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পেরেছে						

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর						
প্রকৃতি-পরিবেশের রূপ, গল্প, বা ঘটনায় নিজের কল্পনা মিশিয়ে শিল্পকলার যে কোন ধারায় সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করেছে						

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ						
শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হয়ে উপভোগ করে মতামত দিতে পারছে						

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা						
দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার চর্চা করছে ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করছে						

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ						

নিষ্ঠা ও সততা						

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা						

মূল্যায়নের স্কেল

■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ